182. Bc. 931. 4.

রুশিয়া

শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল

সরস্বতী লাইব্রেরী
জাতীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা,
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

IMPERIAL LIBRARY
No. 313
Date 1.11.32.
CALCUTTA

সূচী

লেনিন

182. Bc. 931. 4.

রুশিয়া

শ্রীশীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এল

সরস্বতী লাইব্রেরী
জাতীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা,
৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

IMPERIAL LIBRARY
No 313
Date 1.11.32
CALCUTTA

প্রকাশক—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত,

সরস্বতী লাইব্রেরী

৯, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য—১॥০

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ.
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাংলার তরুণ ছাত্র ও ছাত্রীদের হাতে
আমার এই বইখানি উৎসর্গ করিলাম।

—গ্রন্থকার।

সূচী

গোড়ার কথা

অনেকে মনে করেন যে পথের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে ভারতবাসী কোন মতেই পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে না। অপরিমিত শক্তিশালী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ-মহামারী-পীড়িত দুর্ব্বল নিঃস্ব নিরস্ত্র জাতির অভ্যুত্থান দেখে ঐ প্রকার মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু জনগণের সংহত শক্তির প্রভাব যে দুর্জ্জয় হতে পারে, উহা যে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে পারে, পঙ্গুকেও গিরি লঙ্ঘন করাতে পারে, জগতের ইতিহাসে তাহা বার বার প্রতিপন্ন হয়েছে। এ কারণ ইতিহাসের ঐ সকল বিবরণ জনসাধারণের গোচর করা ও তদ্দ্বারা তাদের অসীম আত্মশক্তির উপলব্ধি করিয়ে, আত্মপ্রত্যয়ের উদ্দীপনায় নির্ভীক করা একান্ত প্রয়োজন। "মানুষ যাহা করিয়াছে, মানুষ তাহা করিতে পারে"; অতএব স্বাধীনতা লাভ করবার জন্য অপর দেশের মানুষ কি করেছে তা' জান্‌তে পার্‌লে যে কোনও দেশের সেই পথ-যাত্রীরা প্রবুদ্ধ ও আশ্বস্ত হয়ে মহোৎসাহে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারে। রুশিয়ার অন্ত্যজগণ কত যুগের কঠোর সাধনার

পর, বারবার অকৃতকার্য্য হয়েও ভগ্নোদ্যম না হয়ে, কত নির্য্যাতন সহ্য করে, কত শত প্রাণ আহুতি দিয়ে লক্ষ্যস্থলে উপনীত হয়েছে, তার বর্ণনা স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিমাত্রেরই প্রাণে বল, হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে তাকে জয়যাত্রার পথে উৎসাহ ও উদ্যমে সতত উদ্যত করে রাখ্‌বে বলে মনে হয়। রুশিয়ার ছাত্রগণ এই মহাযজ্ঞে কি প্রকার সাহায্য করেছিল, কি প্রকারে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে নূতন জীবনের সন্ধান পেয়ে, দেশের নিরক্ষর অজ্ঞ চিরপদদলিত শ্রমিক-কৃষকাদি অন্ত্যজদিগের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঐ নূতন আবিষ্কারের সংবাদ দিয়ে তাদের জীবনের মরা গাঙ্গে বান এনে দিয়েছিল, সে সকল কাহিনী আমাদের দেশের যুব-ছাত্রগণের চক্ষের সাম্‌নে, কর্ত্তৃপক্ষের খাড়া করা 'নেতি-নেতির' পর্দ্দা একটু সরিয়ে, ধরে দিলে গন্তব্য পথ নির্ণয় কর্‌তে তাদের সাহায্য কর্‌বে; পাথেয় সংস্থান করে নেবার উপযোগী অনেক মাল-মশলার সন্ধান দেবে। এই বিশ্বাস নিয়ে গ্রন্থকার পুস্তকখানি ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

সোভিয়েট রুশিয়ার রাজধানী মাস্কোনগর। তন্মধ্যে পুরাতন রাজপ্রাসাদ, বর্ত্তমান প্রধান দপ্তরখানা ক্রেমলীন্ নামক বৃহৎ অট্টালিকা। এই অট্টালিকার এক পাশে সংলগ্ন রেডস্কোয়ার নামক বিস্তৃত উদ্যান। ক্রেমলীনের দিকে এই উদ্যানের পাশে একটি আড়ম্বরহীন, সাদাসিধে গড়নের সমাধি মন্দির। এই মন্দিরের মণিকোঠায় মহাত্মা লেনিনের মৃতদেহ তৈলসিক্ত করে কাচের আবরণ মধ্যে, উর্দ্দি পরিয়ে রাখা হয়েছে। মন্দিরদ্বারে অষ্টপ্রহর দুইজন শান্ত্রি প্রহরী দণ্ডায়মান। সন্ধ্যার পর কয়েক ঘণ্টার জন্য সাধারণকে মন্দির মধ্যে প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া হয়; তখন অগণিত নরনারী তাদের পরিত্রাতা যুগাবতারের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে কৃতার্থ হয়।

মৃত্যুর পরেও লেনিন রুশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনে যেন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার কর্‌ছেন। তাঁর Five-Year Plan রুশিয়াকে দ্রুত উন্নতি সাধনে সমর্থ কর্‌ছে। তাঁর সহকর্ম্মী প্রিয় শিষ্য ষ্ট্যালিনের কর্ম্মকৌশলে যেন কুহক বলে রুশিয়ার স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়ে চলেছে। লেনিন যেন তাঁর চিরবাঞ্ছিত সমাজসাম্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দেখ্‌বার জন্য ঐ মন্দির মধ্যে অবস্থান কর্‌চেন। হিংস্র শত্রুগণের আক্রমণ হতে এই সদ্যপ্রসূত সোভিয়েট রিপাব্লিক শিশুকে রক্ষা কর্‌বার জন্য যেন তিনি সূতিকাগারের দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত। সেই জন্যই যেন তাঁর চক্ষে পলক পড়চে না। তিনি এক পা এধার-ওধার নড়েন না। এ যে তাঁর সারা জীবনের সাধনার ধন। এর অমঙ্গল আশঙ্কায় যেন তিনি মৃত্যুর পরেও উদ্বিগ্ন। তাঁর বলশেভিজম্ এবং অপর দেশের বিশেষতঃ ইংলণ্ডের ইম্পিরিয়ালিজমের পরস্পর স্বাভাবিক বিরোধজনিত ভীষণ সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী মনে করে তিনি যেন সোভিয়েট রুশিয়াকে সতত সতর্কিকরণে নিযুক্ত।

সাম্রাজ্যবাদী ধনিক সম্প্রদায় পরিচালিত সমাজে কোটিপতির বিলাস-ব্যসনের পাশে দারিদ্র্যের দারুণ হাহাকার চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়ে, সমাজের নিষ্ঠুর বৈষম্য দূর করে, স্বাস্থ্য ও সন্তোষের পুলকে সারা দেশ হাস্য মুখরিত কর্‌বার উপযুক্ত শক্তিশালী মন্ত্রের সাধনা করে রুশিয়া আজ সিদ্ধ হ'তে চলেছে। তথায় উচ্চ-নীচ ভেদ তিরোহিত হয়েছে। যেখানে ১৯১৭ অব্দেও ট্রাম কণ্ডাক্টার 'কমরেড্' বলে সম্বোধন করায় আরোহিণী ভদ্র ঘরের মেয়ে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েছিল, সেই দেশে আজ ভারবাহী কুলি এবং রুশ যুক্ত-রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট পরস্পরকে কমরেড; রুশ ভাষায় 'তোবারিশ' অর্থাৎ বন্ধু বা ভাই, বলে সম্বোধন করে থাকেন

হয়েছে। কারখানা পরিচালক বোর্ডে শ্রমিক প্রতিনিধিরা স্থান পেয়েছে। কারখানার শ্রমিক-সংঘ ডাইরেক্টারের বিরুদ্ধে শ্রমিকের অভিযোগের সুবিচার কর্‌ছে। কিন্তু সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় নাই। শিক্ষা-দীক্ষার সুব্যবস্থায় সকলেই সংযত। সাম্যবাদের আদর্শকে ভাবরাজ্য থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে এনে জাতীয় জীবনে ফুটিয়ে তুল্‌তে জগতে রুশিয়াই সর্ব্বপ্রথম কৃতকার্য্য হয়েছে।

সারা জগতের সাম্রাজ্যবাদীরা রুশিয়ার সাম্যস্থাপনে কৃতকার্য্যতা দেখে ত্রস্ত ও ভীত হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ ইংরেজ সোভিয়েট্‌-রুশিয়ার ধ্বংস সাধনে প্রাণপণ চেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছে। এ যাবত চতুর কুট-রাজনীতি-বিশারদ ইংরেজ নানা প্রকার অপমান, লাঞ্ছনা ও অত্যাচার করেও রুশ গভর্ণমেণ্টকে অস্ত্র ধারণ করাতে পারে নাই। এখন সরাসর আক্রমণ করে, তাকে বিনাশ করবার জন্য ছল খুঁজতে আরম্ভ করেছে। "নিরস্ত্রিকরণ সভায়" অস্ত্র ত্যাগ বা বাধ্যতামূলক মধ্যস্থতা দ্বারা আন্তর্জাতিক বিবাদ মিমাংসা কর্‌তে বৃটীশ সরকার বার বার অসম্মতি জ্ঞাপন করে আস্‌চে। এ পর্য্যন্ত লীগ-অব-নেশনে যখনই এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে, তখনই ইংরেজ প্রবল প্রতিবাদ করেছে। মার্কিন যুদ্ধ বর্জ্জন করবার প্রস্তাব কর্‌লে ; ইংলণ্ড উত্তর দিল যে পৃথিবীতে অনেক দেশের স্বাধীনতা ও মঙ্গলামঙ্গলের উপর ইংলণ্ডের স্বাধীনতা ও শান্তি নির্ভর করে ; অতএব ঐ সকল দেশের শাসন সংরক্ষণ ব্যাপারে অপর কেহ হস্তক্ষেপ কর্‌লে বৃটীশ-সিংহ কিছুতেই তা সহ্য করবে না। এমতাবস্থায় ইংরেজ যদি ঐ দেশগুলিতে ক্ষমতা পরিচালনের অব্যাহত অধিকার না পায়, তা' হলে সে আমেরিকার প্রস্তাব গ্রহণ কর্‌তে অক্ষম। অধিকন্তু যুদ্ধ-বর্জ্জন সর্ব্বত্র প্রযুক্ত হতে

জগতের সর্ব্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয় নাই। ভারতবর্ষ ও সোভিয়েট রুশিয়া যে ঐ দেশগুলির অন্তর্গত তা' বলা নিষ্প্রয়োজন।

সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে ভারতের সাহায্য ও সহযোগ অপরিহার্য্য। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এতকাল নানা কৌশলে ভারতবাসীর চিত্তে অমূলক ভূতের ভয়ের তুল্য রুশাতঙ্ক জন্মিয়ে রেখেছে। ইংরেজের কৌশলে জারের রুশিয়ার আতঙ্ক তাঁহার সিংহাসনের সহিত অন্তর্হিত হবা মাত্র, কম্যুনিষ্ট রুশিয়ার আতঙ্ক তার স্থান অধিকার করে বসেছে। ভারতবাসী আজ নানা ছন্দে, নানা ভাবে ও নানা ভঙ্গীতে এই নূতন ভূতের রোমাঞ্চকারী অত্যাচার-কাহিনী, তাহার বিশ্বগ্রাসী রাক্ষসী বুভুক্ষার রক্ত শুষ্ককারী বিবরণ, সদা সর্ব্বদা শ্রবণ ক'রে ও পাঠ ক'রে আতঙ্কে শিউরে উঠ্‌ছে।

মান্দ্রাজ কংগ্রেসে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে "স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট যদি কখন যুদ্ধ ঘোষণা করে, তা' হলে ভারতবাসী কোনও প্রকার সাহায্য বা সহযোগীতা করবে না"। কিন্তু কংগ্রেসের এই প্রস্তাব কাল্পনিক জুজুর ভয়ে ভীত অনেক ভারতবাসী গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ করবে, এটা স্বাভাবিক। তাদের জুজুটা যে কেবল কল্পনা-রাজ্যের সৃষ্টি, বাস্তব-জগতে যে তার অস্তিত্ব নাই,—এ কথা তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তারা আর ইতস্ততঃ করবে না।

সোভিয়েট রুশিয়ার যথার্থ স্বরূপের সহিত তাহাদের পরিচিত করে দিলে তারা নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হবে। রুশিয়ার বর্ত্তমান সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা যে কোনমতেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করতে পারে না—এ কথা সকলকে বিশদরূপে বুঝিয়ে দেবার সময় হয়েছে। জাতীয় প্রগতির চরম সার্থকতা লাভ করতে আজ

পরিচয় পেলে ভারতবাসী তাহার ভয়ে আত্মহারা না হয়ে—তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে পড়্বে। Rosita Forbes-এর কথায় বল্‌তে হয় যে "রুশিয়া আজ বিংশ শতাব্দীর সাতটি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের অন্যতম 'mass man' সৃষ্টি কর্‌বার তপস্যায় রত।" গণদেবতার প্রতিষ্ঠাই সোভিয়েট রুশিয়ার ব্রত। তাহাকে দান কর্‌লেও সে ভারতবর্ষ রাজ্যরূপে গ্রহণ কর্‌বে না। এ অবস্থায় ভারতবাসীর রুশিয়ার প্রতি বিদ্বেষের হেতু থাক্‌তে পারে না। কম্যুনিজম্ রুশিয়া জোর করে কোন দেশে প্রচলন কর্‌বে না, বা কর্‌তেও পারে না। তারা কম্যুনিজমের পরীক্ষা আরম্ভ করেছে। কতকালে সফল হবে কে জানে! এ যাবত তারা সুফলই পেয়েছে। যদি সমাজতন্ত্র মধ্যে কম্যুনিজমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হয়—তা হলে ক্রমে বিশ্বের সকল জাতি স্বেচ্ছায়ই উহা গ্রহণ কর্‌বে। তখন সাম্রাজ্যবাদী দস্যুগণের আয়ু ফুরাবে বলে আজ সূতিকাগারেই কম্যুনিজম্ শিশুকে তারা গলা টিপে শেষ কর্‌তে চায়! ভারতবাসী এই কংশ-কারাগারের সদ্যজাত শিশু হত্যায় সহযোগীতা করবে কি?

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু দেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিত এই বইখানি পাঠ কর্‌লে এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রত্যেকেই দিতে সক্ষম হবেন; স্বাধীনতার মূল্যস্বরূপ নিপীড়িত জাতির কতখানি ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা আবশ্যক—তাহাও হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌বেন। এই সময়োপযোগী বইখানার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

৩০শে শ্রাবণ ১৩৩৮। **শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত**

প্রস্তাবনা

বহুকাল পর্য্যন্ত রুশিয়া বহির্জ্জগতের, বিশেষতঃ ইউরোপ আমেরিকার, প্রগতির সহিত সমান তাল রাখিয়া চলে নাই। মনীষিগণ অনেকেই বলিয়াছেন যে, প্রগতির সাধারণ নিয়মগুলি রুশিয়ার বৈশিষ্ট্যের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। কথাটা কিন্তু নিতান্তই ভিত্তিহীন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুশিয়া যখন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি সভা (Duma) গঠন করিল, তখন অনেকেই বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে দেখিল যে, রুশিয়া সভ্য জগতের বহির্ভূত নহে; অন্য দেশের ন্যায় সে দেশেও কালোপযোগী ব্যবস্থা, তবে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী জীবন ধারণ প্রণালী বিভিন্ন প্রকার না হইয়া পারে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে বিপ্লব, বিদ্রোহ এবং তাহার প্রতিক্রিয়া রুশিয়াতে যে অদ্ভুত অভিনয় করিয়াছে, তাহাতে সারা বিশ্ব আজিও বিস্ময় ও কৌতূহলোদ্দীপ্ত। এই বিশ বৎসর মধ্যে রুশিয়া দুইটি মহাযুদ্ধ এবং তিনটি মহাবিপ্লব সম্পন্ন করিয়াছে। এই অল্প কাল মধ্যে রুশিয়া অর্দ্ধ-সামন্ত (Semi feudal) অবস্থা হইতে পাশ্চাত্যের সাধারণতন্ত্র (Democracy) পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, একেবারে পূর্ণ গণতন্ত্র (Leninism or Bolshevism) প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিয়াছে। জগতে সর্ব্বপ্রথম রুশিয়াই কৃষক ও শ্রমজীবিগণের হাতে রাষ্ট্রের ভার অর্পণ করিয়াছে। রুশিয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক সকল ক্ষেত্রেই মহাপরিবর্ত্তন সাধন করতঃ, কৌশলে প্রবল শক্তির প্রয়োগদ্বারা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্ন দলিত করিয়া সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ নূতন নীতির প্রবর্ত্তনে বর্ত্তমান জগতে অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে, সন্দেহ নাই।

রুশিয়া

দেশ-পরিচয়

রুশিয়ার যথাযথ উচ্চারণ রোশিয়া (Rossiya)। ঐ নামে জারের ইউরোপ ও এশিয়াস্থ সমগ্র রাজ্য বিখ্যাত। জারকে সমগ্র রুশিয়ার জার বলিয়া অভিহিত করা হইত (Tzar of all the Russias). Tzar শব্দটী Ceaser শব্দেরই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সর্ব্বপ্রথম রুশ-রাজ তৃতীয় আইভান এই Tzar আখ্যা গ্রহণ করেন। ১৫৪৭ অব্দে রাজ্যাভিষেক কালে আইভান প্রধান পুরোহিতকে নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে বলেন যে, তাঁহাকে 'Grand Prince of Muscovy' না বলিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'Tzar of all Russias' বলিয়া অভিষিক্ত করা হউক। তদবধি রুশরাজগণ জার নামেই বিখ্যাত। অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপীয় রুশিয়াকে Muscovy বলা হইত।

নবম শতাব্দীতে স্কাণ্ডিনেভিয়ানরা (Norway & Sweden) নীপার নদীর তীরে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিল রুশ বা রোশ। ক্রমে এই ক্ষুদ্র রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়া বৃহদায়তন রুশিয়ায় পরিণত হইয়াছে। এশিয়ার উত্তরার্দ্ধ এবং ইউরোপের পূর্ব্বার্দ্ধ লইয়া এই বিশাল রাজ্য অবস্থিত। ইহার আয়তন (১৯১৮ অব্দ পর্য্যন্ত) ৮৬৬০০০০ বর্গ মাইল বা সারা পৃথিবীর স্থলভাগের ১/৬অংশ। ১৯১৮ অব্দের রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর ফিনল্যাণ্ড, ইষ্টনিয়া, ল্যাটভিয়া, লিথুনিয়া এবং পোল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া সতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হওয়ায় ও রুমেনিয়া বেস্ এরেবিয়া অধিকার করায়, “ইউনিয়ান অব্ দি সোসালিষ্ট সোভিয়েট রিপাব্লিক্স্” নামক বর্ত্তমান রুশ রাজ্যের আয়তন খর্ব্ব হইয়া ৮১০৮৩৮৭ বর্গ মাইল হইয়াছে। এই রাজ্যের জন সংখ্যা ১৩৯৭০০০০০।

Union of the Socialist Soviet Republics অর্থাৎ U. S. S. R. ছয়টী রিপাব্লিকের সমবায়—(1) The White Russian Soviet Socialist Republic, Capital Minsk, (2) Trans Caucasian Socialist Federal Soviet Republic, Capital Tiflis, (3) Russian Socialist Federal Soviet Republic এবং তদন্তর্গত স্বতন্ত্র (autonomous) কতগুলি রিপাব্লিক ও প্রদেশ, (4) Turkomanistan Soviet Socialist Republic, Captial Poloratsk, (5) Uzbeck Soviet Socialist Republic, Capital Somarquand, (6) Ukraine Soviet Socialist Republic, Capital Kharkov. প্রথমটী ৫টী প্রদেশ লইয়া গঠিত। দ্বিতীয়টী ৩টি রিপাব্লিক লইয়া গঠিত। তৃতীয়টী ৪৮টী প্রদেশ, ১৪টি স্বতন্ত্র প্রদেশ এবং ১৭টী

প্রদেশ ও একটী স্বতন্ত্র রিপাব্লিক লইয়া গঠিত। ষষ্ঠটী ৯টী প্রদেশ ও একটী স্বতন্ত্র রিপাব্লিকের সমষ্টি। স্বায়ত্তশাসন বর্ত্তমান রুশিয়াতে কতদূর প্রসার লাভ করিয়াছে এই U. S. S. R.-এর গঠন প্রণালী তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

এই বিশাল রাজ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বহু জাতি রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে "রুশ" এই একই নাম গ্রহণ করিয়া এক জাতিরূপে বাস করিতেছে। রুশিয়া-বসীদিগের স্বাভাবিক একতা প্রবণতা এই অদ্ভুত ঐক্য স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐসকল বিভিন্ন জাতিগুলির নাম :—

The Great Russians—ইহারা শ্বেতসাগর (White Sea) হইতে স্কভ্ (Pskov) হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেশের অধিবাসী।

The Little Russians—ইহারা দক্ষিণ ও পশ্চিম দেশবাসী।

Cossaks—ইহারা পূর্ব্ব প্রদেশবাসী এবং ডন ও কিউবান দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

The White Russians—ইহারা মধ্য রুশিয়ার পশ্চিম প্রান্তবাসী একটি মিশ্র জাতি।

The Finish Races—উগ্রিয়ান,পারমিয়াক,বুলগারিয়ান এবং ফিন্। বর্ত্তমান কালে ফিন্‌গণ (ক) পশ্চিমবাসী, (খ) উত্তরবাসী, (গ) ভল্‌গাতীর-বাসী, (ঘ) পারমিয়াক, এবং (ঙ) উগ্রিয়ান এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

Turko Tartars—(ক) কাজান তাতার, (খ) অষ্ট্রাকান তাতার, (গ) ক্রিমিয়ান তাতার—এই তিন সম্প্রদায়।

The Bushkirs—ইহারা দক্ষিণ উরালবাসী।

The Chuvashes—ইহারা ভলগার দক্ষিণ তীর বাসী।

The Meshcheryaks—ইহারা উফা ও পাম্ প্রদেশে বাস্কির দিগের আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়া বাস করিতেছে।

The Teptyars and the Khirgiz—মোগল কালমুকস্ (Kalmuks)। সেমিটিক জাতি ও প্রায় ৫০০০০০০ ইহুদি ব্যবসায় ব্যাপদেশে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ইহুদিদিগের একটি সম্প্রদায়ের নাম কারাইট। ইহাদিগের আচার-ব্যবহার পূজাপদ্ধতি সমস্তই ভিন্ন প্রকার। ইহাদিগের বহুসংখ্যকই কৃষক।

এতদ্ব্যতীত এই বিস্তৃত রাজ্যমধ্যে বহু জার্ম্মাণ, রোমানিয়ান, লিথুনিয়ান, গ্রীক, ফরাসী এবং পোল রুশদিগের সহিত মিলিত হইয়া এক জাতি রূপে বাস করিতেছে।

জারের সময়ে Orthodox Greek Church State Religion ছিল; এবং ঐ চার্চ্চের প্রধান ছিলেন স্বয়ং জার। যদিও বিভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানগণের স্বাধীনভাবে উপাসনাদি করিবার অধিকার ছিল, তথাপি সময় সময় তাহারা নির্য্যাতন সহ্য করিতে বাধ্য হইত। বর্ত্তমান রুশিয়ার বিভিন্ন মতাবলম্বী প্রায় ১১টী খৃষ্টান সম্প্রদায় ও অ-খৃষ্টান ইহুদি, কারাইট ইহুদি, মুসলমান, বৌদ্ধ এবং অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী একত্রে বাস করিয়া নির্ব্বিবাদে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য এবং সমানভাবে শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির অধিকার ভোগ করিয়া বসবাস করিতেছে। রুশ জনসাধারণ খৃষ্টান হইয়াও পরধর্ম্মসহিষ্ণু। তাহারা বৌদ্ধ ও মুসলমানগণের সহিতও সমভাবে বাস করে। তাহারা প্রতিবেশীর ব্যবহারই লক্ষ্য করে; তাহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। ইহুদিদিগের প্রতি সময় সময় যে অত্যাচার হইয়াছে তাহা ধর্ম্ম-বিদ্বেষ জনিত নয়, ইহুদিগণের নীচ ব্যবসাদারী ও মহাজনী কারবারে জনগণ উত্যক্ত হইয়া ক্ষিপ্ততাবশে এক এক স্থানে 'উত্তম মধ্যম' দিয়াছে।

১৯১৮ অব্দের পূর্ব্বে রুশিয়াতে সমাজের পাঁচটি বিভিন্ন স্তর নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া বিরাজ করিতেছিল। শতকরা ৮১.৬ জন কৃষক, ১.৩ জন অভিজাত শ্রেণীভুক্ত, ০.৯ জন ধর্ম্মযাজক, ৯.৩ জন দোকানদার ও বণিক, ৬.১ জন সৈনিক—ইহাই ছিল ঐ পাঁচটি স্তরের জন সংখ্যা। এই হিসাবে কৃষকের সংখ্যা প্রায় ৮৮০০০০০০ ছিল। এই জনবহুল কৃষক সম্প্রদায় উত্তরকালে রাষ্ট্রক্ষেত্রে অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়াছে। ১৮৬১ অব্দে সার্ফগণ (Serfs) মুক্তি পাইলে সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত রাজাদিগের অগণিত ভৃত্যগণও মুক্ত হয়। ইহাদিগের ভূমি না থাকায় বাধ্য হইয়া ইহারা সহরে-বন্দরে গিয়া শারিরীক শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে থাকে এবং কালে শ্রমিকশ্রেণী (Proletariat) সৃষ্টি করে। কল-কারখানার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। শ্রমিকদিগের আর্তেল (Artel) নামক অনুষ্ঠান রুশদিগের স্বাভাবিক সমবায় শক্তি ও সঙ্ঘ-প্রবণতার প্রকৃষ্ট পরিচয়। কোনও প্রদেশ হইতে এক দল শ্রমিক কোনও নগরের কারখানায় সুতারগিরি অথবা রাজমিস্ত্রিগিরি করিতে আসিয়া দশ হইতে পঞ্চাশ জনে এক একটি দলে বিভক্ত হইত, এবং এক বাড়ীতে বাস ও একত্রে আহারের ব্যবস্থা করিত। এই দলগুলির এক একটির নাম আর্তেল। একজনকে আর্তেলের প্রধান মনোনীত করিয়া তাহার হস্তে প্রত্যেকে অংশ মত খরচের টাকা দিত। এই প্রকারে কল-কারখানার শ্রমিকগণ (Proletariats) চরিত্রগত একতা প্রবণতার প্রেরণায় সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বহুকাল যাবত অসীম শক্তির আধার রূপে অবস্থান করিতেছিল। ইহারাই ১৯১৮ অব্দ হইতে কৃষকদিগের সহযোগে রুশিয়ার ভাগ্য-নিয়ন্তা হইয়া সমাজের উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ ইত্যাদি সকল প্রকার

কৃত্রিম বৈষম্য দূর করতঃ এক অভিনব সাম্য স্থাপন করিয়া সর্ব্বসাধারণের অন্তর বিকাশের পথ উন্মুক্ত করতঃ জগতের সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলিকে উপহাস করিতে করিতে অভাবনীয় উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

পিটার-দি-গ্রেটের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য রুশ-সরকার চিরদিন চেষ্টা করিয়াছে। ১৮৬৩ অব্দের পর হইতে উন্নতির গতিবেগ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ সময়ে যন্ত্রের আমূল সংস্কার করিয়া উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বৃহৎ কারখানা স্থাপিত হয় নাই। মধ্য-রুশিয়ার কৃষকগণ শীতের প্রকোপে বৎসরের অধিকাংশ সময়—প্রায় নয় মাস—ক্ষেত্রের কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ঐ অবসর কালে তাহারা নানাবিধ শিল্প কর্ম্ম করিয়া আসিয়াছে। এক এক গ্রামের কৃষকগণ কোনও একটী বিশেষ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। এইরূপে গ্রামগুলি প্রায় সকলেই বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের জন্য সুবিখ্যাত হইয়াছিল। এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুতকারী দশ-বার হাজার এক গ্রামবাসী কৃষক সুবিধার জন্য এক স্থানে সমবেত হইয়া কাজ করিত। এইরূপে গ্রামে গ্রামে বৃহৎ কারখানার সূত্রপাত হয়। শস্য সংগ্রহের সময় উপস্থিত হইলে ২।৩ মাস কারখানা বন্ধ রাখিয়া কৃষকগণ ক্ষেত্রে শস্য সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিত। এই সকল কারখানায় কার্পাস বস্ত্রের পরেই, বহুল পরিমাণে পশমী ও রেশমী বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, কাগজ, টুপী, সিমেণ্ট, চামড়া, গ্লাস, চীনা-মাটীর বাসন, কাষ্ঠের আসবাব এবং নানাবিধ যন্ত্র প্রস্তুত হইত। এই প্রকার কারখানায় প্রস্তুত অর্ণবপোত

সাগর বক্ষে বাণিজ্য-পণ্য বহন করিত এবং নদী-বক্ষে সর্ব্বদা পণ্য এবং যাত্রী বহনে নিযুক্ত থাকিত।

রেলপথ প্রস্তুত করিয়া এই সকল কারখানার প্রস্তুত গাড়ী ও এঞ্জিন চালাইয়া বৃহদায়তন দেশের দূরত্ব লাঘব করিবার সবিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। ট্রান্‌-সাইবেরিয়ান রেলপথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর এক অতুলনীয় কীর্ত্তি।

আতিথেয়তা, বন্ধুতা, সৌজন্য দয়া-দাক্ষিণ্যাদিগুণে রুশ-জনসাধারণ অপরাপর ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষা বহু উচ্চ স্থান অধিকার করে। পরিচ্ছন্নতা, কর্ম্মকুশলতা ও শ্রমশীলতার জন্য ইহারা প্রসিদ্ধ। ইহাদের আন্তরিকতা, কলা ও সাহিত্যানুরাগ অতুলনীয়। ইহাদের আহার-বিহার, বেশ-ভূষায় এবং সামাজিক আচার-ব্যবহারে সহজ ও সরল ভাবের এমন একটা প্রবল আকর্ষণী শক্তি আছে যে, অতি অল্প কাল মধ্যেই ইহারা পরকে আপন করিয়া লইতে পারে। জগতে নাট্য ও নৃত্য কলায় ইহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। রুশ কৃষক এত ধর্ম্মভীরু যে মহামতি টলষ্টয় বলিয়াছিলেন যে, সারা ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াও তিনি ইহাদের তুল্য যথার্থ খৃষ্ট-শিষ্য কুত্রাপি দেখিতে পান নাই। শিক্ষিতগণ বহু ভাষাবিদ, ছাত্রগণ প্রত্যেকেই তিন-চারিটি ভাষা শিক্ষা করে। তাহাদের মধ্যে ছয়-সাতটি ভাষাবিদও বিরল নয়। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতাক্ষেত্রে শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে বলিয়াই বোধ হয় স্থবির জাতিগুলিকে অতিক্রম করিয়া এই নব গঠিত রুশজাতি প্রবল উৎসাহে জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস বুকে লইয়া সারা বিশ্বকে চমৎকৃত করিয়া, আদর্শবাদিত্বে এবং বিশ্বমানবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে অদ্বিতীয় হইতে চলিয়াছে।

জাতীয়তা বোধের উন্মেষ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৬৮৯—১৭২৫) অর্থাৎ পিটার-দি-গ্রেটের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের সহিত রুশিয়ার কোন বিশেষ সংশ্রব দেখা যায় না। পিটার সর্ব্বপ্রথম দেশোন্নতির জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। দেড় বৎসর কাল বিদেশ বাস করিয়া পাশ্চাত্যের সামাজিক, রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক উন্নত ব্যবস্থাগুলির অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি দেশে আসেন এবং রুশিয়ার উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করেন। তিনি পাশ্চাত্য নীতি অবলম্বনে নৌবহর গঠন করেন এবং চল্লিশ সহস্র সেনা শিক্ষিত করিয়া অল্প কাল মধ্যেই ক্ষাত্র-শক্তির উদ্বোধন করিলেন। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের প্রভাব খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গ নামক নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া পুরাতন মাস্কৌ হইতে দূরে সংস্কার কার্য্যের সুযোগ করিয়া লইলেন। নূতন রাজধানী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন যে, রুশ দেশবাসীর ইউরোপ দর্শনের বাতায়ন (A window through which my

people might peep into Europe) পাশ্চাত্য জাতিগুলির যাহার যে ব্যবস্থা তিনি পছন্দ করিয়াছিলেন, তাহাই স্বরাজ্যে প্রবর্ত্তন করিয়া দেশের উন্নতি সাধন করিয়াছেন। সংস্কার কার্য্যে তিনি এতদূর আত্মনিয়োগ করাইয়াছিলেন যে, শ্মশ্রু ধারণ করা পুরাতন প্রথার সমর্থনকারী বলিয়া যেমন নিজের শ্মশ্রু পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমনি পুরাতনের সমর্থক বলিয়া নিজ পরিজন, পারিষদ্ এবং কর্ম্মচারীদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বেশ-ভূষা, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সকল দিক দিয়াই তিনি এক নূতন রুশিয়া গঠন করিয়া তুলিলেন।

পিটারের নূতন নূতন কার্য্যকলাপ ও নূতন ভাবপূর্ণ উক্তিসকল অগ্রাহ্য করিতে প্রজা-সাধারণ সাহস করে নাই ; পরন্তু তাহারা এই সকল লইয়া আলোচনা ও চিন্তা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। জাতীয় উন্নতির ইহাই প্রথম ও প্রধান পর্ব্ব। রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনমতের অধিকার পিটারই সর্ব্বপ্রথমে স্বীকার করেন। তিনি একটী রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি সভা (Senate) গঠন করিয়াছিলেন। এই সভার সভ্যগণ সর্ব্বসাধারণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইত। পিটার নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত করিয়া প্রজাগণকে এক নূতন জীবনের স্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘ-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বেরও উন্মেষ হয়। স্বাধীনভাবে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সাধনের শিক্ষায় রাজ কর্ম্মচারীদিগকে তিনি যোগ্য করিয়া তোলেন এবং নির্ব্বাচন কেন্দ্র স্থাপন করতঃ জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে উৎসাহিত করেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য লইতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কখনও তাহাদিগকে প্রাধান্য দিয়া নিজ উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী বা প্রজাগণকে অবমানিত করেন নাই। সকল বিভাগেই বিশেষজ্ঞগণকে

পিটার নারী জাতিকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ রাখা অবৈধ ঘোষণা করিয়া মুক্তি দিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম সম্রাট্ (Emperor) উপাধি গ্রহণ করেন। প্রথমে ইউরোপের সকল রাজাই তাঁহাকে উপহাস ও উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি-কলাপ দৃষ্টে, বিশেষতঃ তৎপ্রবর্ত্তিত সংস্কারের বলে রুশিয়ার উন্নতির অবস্থা অবলোকন করিয়া অবশেষে তাঁহাকে 'সম্রাট্' সম্বোধন করিতে সম্মত হন।

প্রতিক্রিয়াজনিত অবসাদ অন্তে পুনরুদ্দীপনা

রুশিয়ার দুর্ভাগ্য—এই মহাপুরুষের পরে যত সব অক্ষম, অযোগ্য, ক্ষমতাপ্রিয়, সঙ্কীর্ণচেতা, স্বার্থপর ব্যক্তিগণ ক্রমাগত সিংহাসন অধিকার করিতে লাগিল। দেশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল; রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্ম্ম-মন্দিরে সর্ব্বত্র ব্যাভিচার ও অনাচার পূর্ণ হইয়া উঠিল। প্রায় ১৪০ বৎসর কাটিয়া গেল, জার আলেক্জেণ্ডার সিংহাসনে অধিরোহন করিলেন। গত ১৫০ বৎসরের রাজনৈতিক নিশ্চলতাজনিত বুদ্ধিবৃত্তির অবসন্নতা দূর করিয়া প্রবল প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। তজ্জন্য দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের রাজত্বকালের প্রথম দশককে মহা সংস্কারের যুগ (The Epoch of the Great Reforms) বলা হইত। রুশ-ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম জনমত এই সময়ই প্রবল শক্তি ধারণ করিয়া রাজ্য-শাসন প্রণালীকে প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে। আলেক-জেণ্ডার সার্ফ (Serfs) দিগকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে "মুক্তিদাতা জার" আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। সামন্ত (Feudal)

প্রথা অনুসারে জমিদার প্রজাদিগকে যেসকল সর্ত্তে জমি চাষ করিতে দিতেন তন্মধ্যে দাসত্ব (Serfdom) সর্ব্বপ্রধান। দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডার এই প্রথা রহিত করেন, এবং সার্ফগণকে নিজ নিজ কর্ষিত ক্ষেত্রের ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করেন। স্বায়ত্ত শাসনের স্থানীয় ব্যবস্থাকে তিনি উন্নত করিয়া প্রতি জিলায় একটী করিয়া জেমষ্টভস্ গঠন করিয়াছিলেন। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সভ্য ও তৎসহ কার্য্যকারী সভা, উভয় একত্রে জেম্‌ষ্টভস্ নামে অভিহিত হইত। তিনি প্রত্যেক প্রদেশের জন্যই একটী করিয়া জেম্‌ষ্টভস্ গঠন করিয়াছিলেন। এই জেম্‌ষ্টভস্ সভায় পাঁচ প্রকার সভ্য ও প্রতিনিধি থাকিত—(১) বড় বড় জমিদারগণ দেড় হাজার বিঘা বা তদূর্দ্ধ জমির মালিক স্বয়ং সভ্য হইতেন, (২) যাহাদিগের দেড় হাজার বিঘার কম জমি, তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতেন, (৩) ধনী নাগরিকগণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতেন, (৪) ঐ প্রকার মধ্যবিত্তগণও প্রতিনিধি পাঠাইতেন, (৫) কৃষকগণের 'মির'সমষ্টি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইত। প্রত্যেক গ্রামে মির বা জনসাধারণের সভা থাকিত। গ্রামবাসিগণ একজন মণ্ডল নির্ব্বাচন করিয়া তাহার নেতৃত্বে ঐ সভার পরিচালন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। বর্ত্তমান ভারতের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ন্যায় জেম্‌ষ্টভস্-গুলির উপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পথ-ঘাটের ব্যবস্থার ভার থাকিত।

এই রাজত্বকালে রুশ জনসাধারণের আর একবার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। আলেকজেণ্ডারের সংস্কার বলে জনসাধারণ নূতন জীবনের স্বাদ পাইয়াছিল। দাসত্ব-মুক্ত কৃষকগণ স্বাধীনতা লাভে পুলকিত হইয়া 'কমইউন্' করিয়া জমি ভোগ করিতে থাকে। রুশিয়াতে শতকরা

IMPERIAL

৮০ জনই কৃষক। সারা দেশে স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি দেখা দিল। খবরের কাগজে লিখা, সভায় বক্তৃতা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই জনগণ বহু অধিকার লাভ করিয়াছিল। যুব-সম্প্রদায় আশা করিল রুশিয়া অচিরে অন্যান্য সকল দেশকে অতিক্রম করিয়া জাতীয় উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। শিক্ষায়তন, বিচারালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি নূতন ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিল।

আলেকজেণ্ডার সংস্কার পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি পারিষদ, কর্ম্মচারী ও স্বজনসকলের মতকে এতকাল উপেক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাহাদের চক্রান্তের প্রভাব অতিক্রম করিতে সক্ষম হইলেন না। আমলাবর্গ ও অভিজাতবৃন্দের জয় হইল ; তাহারা নানা কৌশলে কতগুলি কঠোর বিধান বিধিবদ্ধ করিতে আলেকজেণ্ডারকে বাধ্য করিলেন। মন্ত্রিগণ ও উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ আবশ্যক মত ইস্তাহার "অর্ডিনান্স" প্রচার করিয়া আইন বিরুদ্ধ উদ্দেশ্য সাধন করিতে লাগিল। এই প্রতিক্রিয়া দেখিয়া যুব-সম্প্রদায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তাহারা ঐ সকল নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইল। ছাত্রগণ স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলকে নিয়াই গুপ্ত-সমিতি গঠন করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ জানিতে পারিয়া নানাবিধ অত্যাচার করিতে লাগিল। তখন বৃহৎ সমিতিগুলি ভঙ্গ করতঃ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের (University) ও শিল্প-বিদ্যালয় সমূহের (Technical Schools) ছাত্র ও ছাত্রিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইল। বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করাই ইহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তাহারা গ্রামে গ্রামে গিয়া কৃষকদিগের মধ্যে কর্ম্ম-কেন্দ্র রচনা করিয়া প্রচার কার্য্য আরম্ভ করে। কেহ

শ্রমিক, কেহ শিল্পী, কেহ সাধারণ মজুর রূপে গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল। প্রথম প্রথম কিছুই ফল হয় নাই। অশিক্ষিত কৃষক ও শ্রমিকগণ ইহাদিগের প্রচারিত নূতন ভাব বুঝিতেই পারিল না। তখন ইহারা প্রচার করিল যে মুক্তিদাতা জার কৃষকগণকে ভূস্বামীত্ব প্রদান করা সত্ত্বেও জমিদারগণ উহা ছাড়িতেছে না। এই কথা শুনিয়া কৃষক মাত্রেই উৎসাহের সহিত বিদ্রোহে যোগ দিল। ভীষণ বিদ্রোহ আসন্ন দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর নীতি অবলম্বনে তাহা দমন করিতে উদ্যোগী হয়। পুলিশ দলে দলে লোক ধৃত করিতে লাগিল। কাহাকেও নামমাত্র বিচারান্তে, কাহাকেও বা বিনা বিচারে অর্ডিনান্সের বলে কারাগারে নিক্ষেপ বা খনিতে নির্ব্বাসিত করিতে লাগিল। এই সময় যাহারা ধৃত হয় নাই, তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য শপথ গ্রহণ করে। তখন গুপ্ত কার্য্যকরী সভা ও বিচার সভা গঠিত হয়। গোপনে বহু পুলিশ কর্ম্মচারী এবং বিচারকগণের বিচার করিয়া (অবশ্য অসাক্ষাতে) দণ্ড ব্যবস্থা করিল, এবং অনেককেই দণ্ডিত করিল; প্রায়ই প্রাণদণ্ড। রাজনৈতিক পুলিশের প্রধান জেনারল মে-জেণ্ট-সভ্ দিবা দ্বিপ্রহরে রাজধানীর রাজপথে আততায়ীর হস্তে নিহত হইলেন। প্রদেশে প্রদেশে বহু রাজকর্ম্মচারী হত হইল; কিন্তু এই সকল হত্যাকাণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষ ভীত বা শান্ত না হইয়া ক্রমেই উগ্রতর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নির্য্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করিতে লাগিল। বিদ্রোহীগণ তাহাদের কর্ম্মের বিপরীত ফল দেখিয়া রাজ কর্ম্মচারীদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বয়ং সম্রাটের জীবন নাশের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে ১৮৮১ অব্দের ১৩ই মার্চ্চ মুক্তিদাতা দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যা করিয়া তাহাদিগের নিষ্ঠুর ব্রত উদযাপন

সেনাগণের কুচ-কাওয়াজ দেখিয়া অপরাহ্নকালে দ্বিতীয় আলেক-জেণ্ডার শকটারোহণে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। পথি-মধ্যে কে তাঁহার শকট লক্ষ্য করিয়া একটী বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করিল। শকটবাহী অশ্বগণের পদতলে বোমাটী পতিত হইয়া ভীষণ শব্দ করিয়া ফাটিয়া গেল। কয়টী অশ্ব নিহত হইল। তাঁহার দেহ রক্ষী একজন অশ্বারোহী সেনা আহত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। জার অক্ষত দেহে শকট হইতে অবতরণ করিয়া আহত দেহ-রক্ষীকে ধরিয়া তুলিতে গেলেন, অকস্মাৎ পিস্তলের শব্দ হইল—মুক্তিদাতা জারের প্রাণহীন দেহ ভূলুণ্ঠিত হইল।

নূতন ও পুরাতনে দ্বন্দ্ব

পিটারের সংস্কারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল। দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের সংস্কার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। রুশিয়াকে Feudal অবস্থা হইতে ইনডাষ্ট্রীয়াল অবস্থায় পরিবর্ত্তন করিতে আলেকজেণ্ডারের সকল চেষ্টা বিফল হইল। সার্ফ-কৃষকদিগকে মুক্তি দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াও তিনি বিরুদ্ধাচারী জমিদার সম্প্রদায় ও আমলাবর্গের চক্রান্তে ব্যর্থকাম হইয়াছিলেন। কিন্তু রুশিয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। বহুকালের স্তূপীকৃত জড়তা অপসৃত হইয়া নূতন ভাবের উন্মেষ হইয়া রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও সংস্কারকগণের মধ্যে বিষম বিরোধ দেখা দেয়। কৃষকগণের দাসত্ব রক্ষা-কল্পে রক্ষণশীল সম্প্রদায় নানাবিধ অনাচার ও অত্যাচারের অবতারণা করিতে লাগিল। সংস্কারকগণ ধৈর্য্য হারাইয়া ১৮৭২ অব্দে সশস্ত্র বিপ্লব সাহায্যে সংস্কার সাধনে উদ্যত হয়। তাহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য রক্ষণশীল সম্প্রদায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এই বিবাদের পরিণাম দ্বিতীয় আলেকজেণ্ডারের হত্যা এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী তৃতীয় আলেকজেণ্ডার কর্ত্তৃক ভীষণ নূতন সংস্কারের প্রবর্ত্তন।

তৃতীয় আলেকজেণ্ডার তাঁহার পিতার প্রবর্ত্তিত সংস্কারগুলির পূর্ণতা সাধন না করিয়া নানা প্রকার পুরাতন Feudal বিধানের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু তাহাতে Industrialismএর গতি প্রতিহত হইল না, পরন্তু তাঁহারই রাজত্ব কালে রেলওয়ে প্রভৃতি নানাবিধ পূর্ত্ত কার্য্যের দ্বারা Industrialismএর সাহায্যই করা হইয়াছিল। Trans-Siberian Railway এই রাজত্বের এক অতুলনীয় কীর্ত্তি।

ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সংস্কার সাধন, অথবা বোমার সাহায্যে সংস্কার আদায় করা কাল-প্রভাবে এ উভয় পন্থাই অগম্য হইয়া পড়িল। জনমতের প্রতিষ্ঠা ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া নূতন রুশিয়ার আবির্ভাব হইতে থাকে। সকলেই ভাবিল জনসাধারণ শান্ত ও নিরুপদ্রব ভাবে সকল প্রকার অধিকার অর্জ্জনে অগ্রসর হইয়াছে।

অকস্মাৎ ১৯০১ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী "বো গোলিপব্‌কে" বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কার্পোভিচ্‌ হত্যা করিয়া রাজনৈতিক হত্যার পুনরাভিনয়ের সূচনা দ্বারা সকলকে স্তম্ভিত ও ত্রস্ত করিয়া ফেলিল। এই সময় রাজনীতি চর্চ্চা অন্যত্র স্থান না পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আশ্রয় লয়। ছাত্রগণকে নিবৃত্ত করিতে কর্ত্তৃপক্ষ সেণ্ট পিটার্সবার্গ এবং কীব্‌ (Kiev) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ শত ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের পরে তাহাদিগকে রংরুট (recruit) করিয়া সাধারণ সেনাবারিকে প্রেরণ করে। তাহাদিগের অপরাধ, তাহারা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। শিক্ষা-মন্ত্রীকে গুলি করিয়া কার্পোভিচ্‌ ইহারই প্রতিশোধ লয়।

১৮৮৩ অব্দে তৃতীয় আলেকজেণ্ডার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাতন্ত্র্য হরণ করিল। ছাত্রগণ সামাজিক বা রাজনীতিক কোনও উদ্দেশ্যেই সংঘবদ্ধ হইতে পারিবে না। অধ্যাপকগণ শিক্ষা মন্ত্রী কর্ত্তৃক নিযুক্ত

উন্নত, ও অপসৃত হইবেন ; এখন হইতে তাহারা রাজ-কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইবে ; বিদ্যার পরিবর্ত্তে রাজনীতিক মতামত তাহাদিগের পদোন্নতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে—ইত্যাদি বহু নিয়ম বিধি-বদ্ধ করিলেন। এ অবস্থায় অধ্যাপক ও ছাত্রদের মধ্য হইতে আধ্যাত্মিক পবিত্র সম্বন্ধ অন্তর্হিত হইল। ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগকে আর সম্মানের চক্ষে দেখিত না, পরন্তু অসঙ্কোচে সরকারের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ জ্ঞাপন করিত। সুযোগ পাইলেই হৃত স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ছাত্রগণ আন্দোলন আরম্ভ করিত। এ অবস্থায় তাহাদিগের বিপ্লব-প্রবণতা একান্তই স্বাভাবিক। ছাত্র-শব্দ বিপ্লবী শব্দের সহিত একার্থ বাচক হইয়া পড়িল। বিশ্ববিদ্যালয়ে অশান্তি পুরাতন ব্যাধির ন্যায় স্থায়ী ও দুরপনেয় হইয়া উঠিল। প্রকাশ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিয়া ছাত্রগণ 'Union of fellow towns-men' "নগরবাসিগণের সমিতি"—নাম দিয়া বিস্তৃত ভাবে গুপ্ত-সমিতি গঠন করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। তাহারা সারা দেশে বিপ্লব বীজ ছড়াইতে লাগিল। গ্রামে গ্রামে গিয়া দলে দলে কৃষকদিগের সহিত একত্রে কাজ কর্ম্ম করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করিতে লাগিল ; সঙ্গে সঙ্গে যথাসম্ভব শিক্ষা বিস্তারেও মনোযোগী হইল এবং সকলকেই সমানভাবে বিপ্লবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। এই প্রকারে তাহারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিল যে দেশময় সর্ব্বত্র একটা স্পন্দন অনুভূত হইতে লাগিল। গত শতাব্দীর শেষভাগে ও বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ছাত্রগণের এই চাঞ্চল্যের ও এই অশান্তির বিস্তৃতি ও প্রচণ্ডতা, স্বাভাবিক বিকাশের মাত্রাকে অসম্ভব রকমে অতিক্রম করে ; কারণ সারাদেশ-ই তখন বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সর্ব্বপ্রথম ১৮৯৯ অব্দে একটা অতি তুচ্ছ

ব্যাপার লইয়া বিপ্লব আন্দোলন আরম্ভ হয়। ঐ বৎসর ৮ই ফেব্রুয়ারী Founder's Day উপলক্ষে সেন্ট পিটার্সবার্গের ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া রেক্টর এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন যে, "যে-কেহ শান্তি ভঙ্গ করিবে, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে। ছাত্রগণ এই বিজ্ঞপ্তিপত্রখানা সহস্র খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিল এবং উৎসব সভায় ভীষণ চীৎকার করিয়া রেক্টরকে বসাইয়া দিল, বক্তৃতা না করিয়াই তাহাকে স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল এবং বিপ্লব সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে তাহারা সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নিকটস্থ রুমিয়নোজেভ্ স্কোয়ারে পৌঁছামাত্র ছাত্রদিগকে একদল অশ্বারোহী সেনা আক্রমণ করিল ও গুলি চালাইয়া অনেককে হত ও আহত করে। জনসাধারণ ক্রুদ্ধ হইয়া ছাত্রগণকে প্রতিশোধ লইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। দিনত্রয় ব্যাপি সভা ও আলোচনার ফলে স্থির হইল যে, ছাত্রগণ এক সাধারণ ধর্ম্মঘট করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিবে। এই অসাধারণ ও অভূতপূর্ব্ব ধর্ম্মঘট সেন্ট্ পিটার্সবার্গের এবং মাস্কোর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আরম্ভ হইতে না হইতে প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও যোগদান করিল। বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র ধর্ম্মঘট রক্ষা করিল। পর বৎসর ছাত্রগণের বিপ্লবান্দোলন আরম্ভ হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর শক্তি সামর্থ্যে পুষ্ট হইতে থাকে।

কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমটা বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িল। কোন্ লজ্জায় এই বালকগণের শান্ত সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। ছাত্রগণের প্রতিবাদ ও সমালোচনা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যেন জ্ঞান বিজ্ঞানের তিরস্কার বলিয়া মনে হইল। পাশ্চাত্য সভ্য জগতের নিকট কর্ত্তৃপক্ষ অপদস্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ধর্ম্মঘটের জন্য বন্ধ থাকায় আন্দোলনের মাত্রা হ্রাস হইয়া আসিল দেখিয়া নেতাগণ ছাত্রদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন। তথায় অধিকতর ফলপ্রদ বিপ্লব কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বলিয়া নেতারা ছাত্রদিগকে বুঝাইলেন; ছাত্রগণ দলে দলে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিতে লাগিল। শাসকগণ সুযোগ মনে করিয়া কঠোর আইন প্রণয়ন করিলেন—যে কোন ছাত্র, যে কোন প্রকার আন্দোলনে যোগ দিবে, তাহাকে ধৃত করিয়া সৈন্য শ্রেণীভুক্ত করা হইবে। এই আইন বলে যখন প্রায় দুই শত ছাত্র সেনাবারিকে প্রেরিত হইল, তখন ছাত্রগণ শ্রমিকদিগের সাহায্যে পথে পথে সশস্ত্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। শিক্ষা মন্ত্রী বোগোলিপব্‌কে গুলি করিয়া হত্যা করিল, তদবধি গভর্ণমেণ্ট ছাত্রগণকে ধৃত করা বন্ধ করিয়া দিলেন। আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

—০—

বিরোধের মাত্রা ও প্রসার বৃদ্ধি

বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে এ যাবত জনসাধারণ প্রায় অর্দ্ধ নিদ্রিত ছিল। Social Democrats-গণ ছাত্রদিগের উপর সরকারের অযথা অত্যাচারের ধূয়া তুলিয়া সেখানেও সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিবার সুযোগ ত্যাগ করিল না। 'Our comrades the oppressed students'—অর্থাৎ 'আমাদিগের ভাই উৎপীড়িত ছাত্রবৃন্দ'—বলিয়া উল্লেখ করিয়া অত্যাচারের কাহিনী নানা ছন্দে, নানা ভাষায় নানা প্রকারে রঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিতে লাগিল। দেশময় তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল; দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে বিপ্লবী ছাত্রগণের আন্দোলন রাজনীতিক চাঞ্চল্যের সূচনা করিল। ধর্ম্মঘটকারী ছাত্রমণ্ডলী দলে দলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া নিশ্চিন্ত জনগণকে জাগ্রত করিয়া দিল। তাহারা ভাবিল 'শাসন যন্ত্রের বিশেষ ত্রুটি না থাকিলে এরূপ ঘটনা অসম্ভব', সুতরাং মনোযোগ দিয়া ছাত্রগণের বক্তব্য শুনিতে লাগিল। এই সুযোগে ছাত্রগণ যথাসম্ভব লেখা-পড়া শিক্ষা দিয়া এবং

রাষ্ট্র সম্বন্ধে সকল রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল। পূর্ণ উৎসাহে তাহারা বিপ্লবে যোগ দিল।

গভর্ণমেণ্টের উপর অশনিপাত সদৃশ অকস্মাৎ খার্কব ও পাটাভা কৃষিপ্রধান দুইটী প্রদেশের কৃষকগণ একই সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহারা চিরকালই কৃষকগণকে শিশুতুল্য মনে করিয়াছে। দুষ্টামি করিলে শাসনদণ্ড পরিচালন, এবং শান্তশিষ্ট থাকিলে আদর করা, ইহাদের প্রতি প্রশস্ত ব্যবহার বলিয়া এ যাবত নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। কোনও দিনই ইহাদিগকে শত্রু মনে করিবার প্রয়োজন হয় নাই। কৃষকগণও অবিচলিত চিত্তে জারকে দেবতার মত ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়াছে। এ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্রোহের সংবাদ প্রথম বিশ্বাসই করিল না; কিন্তু ক্রমে যখন অনেকগুলি বিস্ময়কর বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হইয়া গেল, তখন বাধ্য হইয়া বিশ্বাস করিল যে, তাহাদিগের চিরভক্ত কৃষকগণও বিপ্লবে যোগ দিয়াছে। এ যাবত রাষ্ট্রক্ষেত্রে একমাত্র অর্থনীতির সঙ্গে কৃষকদিগের সংশ্রব রাখিয়াই গভর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে। কৃষকগণ এত কাল গভর্ণমেণ্টকে যত আবশ্যক আপনাদিগের মধ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। বাধ্যতামূলক সৈন্য-সংগ্রহের (Conscription) প্রথা প্রচলিত থাকায় যুবকগণকে যখন সেনা-শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়া যাইত, তাহাদের জননীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিত 'ভগবান দিয়াছিলেন তিনিই নিয়া গেলেন'; এবং অশ্রু মুছিতে মুছিতে নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া শান্ত হইত। আর কিছু তাহারা বুঝিত না, ভাবিতেও পারিত না। এই প্রকার মূর্খ অজ্ঞান কৃষকগণও বিদ্রোহ করিল! এত কাল নানা ছলে তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রাস করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে

নিঃসম্বল করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে কোন দিন একটী প্রতিবাদও করে নাই। অকস্মাৎ ১৯০২ অব্দে তাহারা বিদ্রোহী হইল, ইহা নিতান্ত শঙ্কাজনক। এই বিদ্রোহের কার্য্য-প্রণালীও অতি অদ্ভুত। কৃষকগণ যেন তাহাদের চির উপেক্ষিত অধিকার স্থাপন করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। কোনও অভিযোগ বা প্রতি-বাদ করা যেন উদ্দেশ্য নয়। জমিদারদিগের গোলাবাড়ীতে গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। কর্ম্মচারীর নিকট গোলার চাবি চাহিয়া বা বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া গোলা মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল এবং কেবল মাত্র শস্য ও পশুখাদ্য গাড়ীতে বোঝাই দিয়া লইয়া গেল, উহা যেন তাহাদিগেরই প্রাপ্য সম্পত্তি; অন্যান্য দ্রব্য স্পর্শও করিল না, তাহাদের যাহাতে অধিকার ছিল যেন তাহাই তাহারা নিল। কৃষির আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ও পশুসকল গ্রহণ করিবার অধিকার নাই, অতএব তাহাতে হস্তক্ষেপ করিত না। তখন পর্য্যন্তও কৃষকাদি সাধারণ প্রজাবর্গ জারকে দেবতা বলিয়াই মনে করে। তাঁহার পক্ষে অন্যায় করা, অবিচার বা অত্যাচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই তাহাদের ধারণা। তাঁহার পার্শ্বচরগণ এবং আমলাবর্গ সর্ব্বদা অসদুপায় অবলম্বনে মিথ্যা সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে ভুল বুঝাইয়া স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রজাপীড়নে তাঁহার সম্মতি সংগ্রহ করিত। তাঁহাকে প্রজার মঙ্গলার্থে কার্য্য করিতে বাধা দিয়া তাহারা নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া প্রজাদিগের এই বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৯০৫ অব্দের ৯ই জানুয়ারী 'রক্তরঞ্জিত রবিবারে' (Bloody Sunday) কি প্রকারে তাহাদের এত কালের ধারণা ও বিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছিল—সে কথা পরে বলিব। ১৯০২ অব্দের কৃষক-বিদ্রোহ যদিও বিপ্লবের অপরিণত অবস্থারই

প্রকাশ—তথাপি কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, সন্দেহ নাই। অতঃপর ১৯০৩ অব্দে শ্রমিকগণ যখন ব্যাপকরূপে ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিল, তখন গভর্ণমেণ্ট অধিকতর চিন্তিত ও বিব্রত হইয়া পড়ে। এই সময় জাপানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায়, দুই বৎসর যাবত কোন পক্ষই এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারে নাই। এই মহা যুদ্ধ ১৯০৪ অব্দের বিপ্লবের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। রুশিয়াতে বিংশ শতাব্দীর দুইটী মহাযুদ্ধই দুইটী মহা বিপ্লবে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

লেনিন্ ও বল্‌সেভিজম্

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশিয়ার রাজনীতি-ক্ষেত্রে Social Democrats এবং Socialist Revolutionaries এই দুই দল বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করে। উভয় দলই বুরজোঁয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও রাজনীতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হস্ত হইতে যে-কোন প্রকারে গ্রহণ করিবার জন্য ইহারা নানাবিধ আভ্যন্তরিণ বিরোধ ও অশান্তি সৃজন করিয়া গভর্ণমেণ্টকে বিব্রত করিতেছিল এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে শ্রমিক ও কৃষকগণকে যদৃচ্ছা পরিচালন করিতেছিল। চিরবঞ্চিত শ্রমিক ও কৃষকগণের জন্মগত অধিকারগুলির দাবী পূরণ করিবার কোনরূপ ব্যবস্থা উভয় দলের কাহারও কর্ম্মপদ্ধতিতে স্থান পায় নাই। উভয় দলই উহাদিগকে অঙ্গারাবক্ষয়ণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেছিল। সোসিয়ালিজমের প্রধান নীতি-প্রণেতা কারল্‌মার্ক্‌সের জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ 'ডাস ক্যাপিটালে'র (Das Capital) সূত্রগুলির স্বার্থানুকূল অর্থ করিয়া লইয়া তদনুসারে উভয় দলই

শ্রমিকগণের স্বার্থ-রক্ষাকল্পে মার্ক্সের প্রধান তিনটী সূত্রের প্রকৃতার্থ বোধক ব্যাখ্যা প্রচার করিয়া এক নূতন মত স্থাপন করিলেন। এই সময় সমগ্র সোসিয়ালিষ্ট সম্প্রদায়গুলি দুই পক্ষে বিভক্ত হইয়া পড়ে। লেনিনের পক্ষাবলম্বীগণের সংখ্যাধিক্য হেতু 'বল্‌সেভিক্' ও অপর পক্ষের সংখ্যা অল্পতা হেতু 'মেনেসেভিক্' নাম হইল। বলসেভিকগণের রাষ্ট্রনীতির নাম বল্‌সেভিজ্‌ম্ বা লেনিনিজ্‌ম্।

Economic Materialism, Surplus Wealth, and Class War এই তিনটী মার্কসের প্রধান সূত্র। ইকনমিক মেটিরিয়ালিজম্ অর্থাৎ অন্ন চিন্তাই জগতের স্থিতি রক্ষার হেতু। ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রেরণাই সমাজের প্রগতি রক্ষার শক্তি। মানবের কেন, জীবমাত্রেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবার অধিকার সহজ। ভূমিষ্ট হইবা মাত্র সে এই অধিকারটি লইয়াই সন্তুষ্ট। এই অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা মহাপাপ। এই অধিকার ভোগ করিবার প্রধান উপাদান 'ধন'; অতএব ধন-আকাঙ্ক্ষা মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই বৃত্তির অনুশীলন করিয়া মানব সমাজ উন্নত ও সমৃদ্ধ হইতেছে। কিন্তু এই ধনাকাঙ্ক্ষার অপব্যবহার দূষণীয়। বহুকে বঞ্চিত করিয়া মুষ্টিমেয় লোকের প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন অধিকার করা অশাস্ত্রীয় এই বলিয়া মার্ক্স্ তাহার দ্বিতীয় সূত্রের (Surplus Wealth) অবতারণা করিয়াছেন। 'অনুপার্জ্জিত ধন' কাহারও ভোগ করিবার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার নাই। জমিদার কোন্ যুক্তির বলে পুরুষানুক্রমে বিস্তৃত ভূসম্পত্তি হইতে বিনাশ্রমে অপরিমিত অর্থ ভোগ করে ও ঐ ভূভাগের প্রজাগণ প্রাণপাত শ্রম করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেও অক্ষম হয়? কোন্ যুক্তি বলে কারখানার সত্বাধিকারী অসংখ্য শ্রমিকের কঠোর শ্রমোপজাত ধন গ্রহণ করিয়া হতভাগ্যদিগকে পুত্র-কলত্র সহ অর্দ্ধাশনে কখনও অনশনে, ছিন্ন বসনে, কখনও অ-বসনে

রাখিয়া স্বয়ং অনাবশ্যক আড়ম্বরে প্রয়োজনাতিরিক্ত ভোগ বিলাসে ডুবিয়া থাকে ? এই প্রশ্ন সমাধান জন্য মার্ক্‌সের দ্বিতীয় মন্ত্রের সাধনা প্রয়োজন। জমিদার বা কারখানার স্বত্বাধিকারী সর্ব্বসাধারণের ন্যায় সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিবার জন্য পরিমিত ধন ভোগ করিতে পারিবে ; তদতিরিক্ত অর্থ বা ধনই surplus wealth। উহাতে তাহার অধিকার নাই। ঐ ধন সমাজের সমষ্টি শক্তি কর্ত্তৃক অর্জ্জিত অতএব উহা সমাজের সম্পত্তি। সমাজান্তর্গত প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তি সামর্থানুসারে শ্রম করিয়া সমাজের ধন বৃদ্ধি করিতে বাধ্য। সমাজ বা রাষ্ট্র এই ধনের সাধারণ ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যথাযথ প্রয়োজন-পরিমিত ধন বণ্টন করিয়া দিবে। কেহই শ্রম না করিয়া অপরের শ্রমোপজ্জাত ধন গ্রহণ করিতে পারিবে না। ইহাই কমিউ-নিজ্‌ম্ অর্থাৎ যৌথ সমাজতন্ত্র বা ধন-সাম্যবাদ।) রুশিয়াতে কৃষকগণ বহু যুগ পর্য্যন্ত গ্রামে গ্রামে কমিউন ও মির স্থাপন করিয়া এক প্রকার যৌথ কৃষিকার্য্যে অভ্যস্ত ছিল। একারণ মার্কসের কমিউনিজ্‌ম্ প্রচলন করিতে লেনিনের অনেক সুবিধা হইয়াছিল। এই ধন-সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে পাশ্চাত্য সমাজে শ্রেণী বিভাগ রাখা অসম্ভব। অতএব মার্ক্‌স্ তাঁহার তৃতীয় মন্ত্র Class War বা শ্রেণী বিরোধের অবতারণা করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রেণী বিভাগ ধ্বংস করিতে শ্রেণী বিরোধ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। উহাকে নির্ম্মম হইয়া ধ্বংস করিতে হইবে ; কারণ যুক্তিদ্বারা প্রবুদ্ধ করিয়া অভিজাত এবং ধনীগণকে অন্যায়াধিকার ত্যাগ করাইবার চেষ্টা নিরর্থক। বল প্রয়োগ করিতেই হইবে ; অতএব শ্রমিক ও কৃষকগণকে অস্ত্র ধারণ করিতে হইবে। অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করিতে হইবে। অবশেষে শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযান করিতে হইবে। লেনিন সেই জন্য বলিলেন

যে, সশস্ত্র বিপ্লবের কথা পরিত্যাগ করিলে মার্কসের বিপ্লববাদ খঞ্জ হইয়া পড়ে। প্লেখানব, কৌটস্কি প্রভৃতি নেতাগণ সশস্ত্র বিপ্লবের বিরোধী হইলেন। তাহারা মার্কসের সূত্রগুলির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। লেনিন বলিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবদ্বারা বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ও সমাজ ধ্বংস করিয়া কমিউনিজমের আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিবার জন্য কিছুকাল শ্রমিক ও কৃষকগণের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত একটী অনুন্যাধিন সর্ব্বেসর্ব্বা গভর্ণমেণ্ট (Dictatorship of the Proletariat) আবশ্যক হইবে। নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন কার্য্য শেষ হইলে এই গভর্ণমেণ্ট আপনা হইতে অপসৃত হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে শ্রমিক পার্লামেণ্ট গঠিত হইয়া যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই তিনটী মন্ত্রের সাধনা করিয়া লেনিন সিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই জন্য বলসেভিজম্ বা লেনিনিজম্ একার্থ বাচক হইয়াছে। ১৯১৭ অব্দের ৭ই নবেম্বর সারা জীবনের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করিয়া Proletariat Dictatorship প্রতিষ্ঠা করিয়া লেনিন্ জগত ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সহকর্ম্মী ও অনুচরদিগকে একটী 'পাঁচ বৎসর ব্যাপী কর্ম্মপঞ্জি' প্রস্তুত করিয়া দিয়া; তদনুযায়ী কার্য্য করিলে ধন ও জন-সাম্য প্রতিষ্ঠিত নূতন সমাজ দৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত হইবে, এই বাণী রাখিয়া ১৯২৩ অব্দে রুশিয়ার যুগাবতার লেনিন ইহলীলা সম্বরণ করেন।

রুশ-জাপান যুদ্ধ

রুশিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী সীমা বিস্তার করিয়াই চলিয়াছে, ইহার যেন শেষ হইবে না। ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল ; যুদ্ধ ঘোষণা করিলেই রাজ্যের বিস্তৃতি এবং গৌরব বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। স্বেচ্ছাতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়াই দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হয়। আবার উহা ক্ষুণ্ণ হইলে ভাঙ্গিয়া পড়ে। যুদ্ধ জয় ও রাজ্য বৃদ্ধি দ্বারা ঐ প্রতিপত্তি সংরক্ষিত হয়। কিন্তু ইহার শেষ সীমায় পৌছিলেই বিপদ আশঙ্কা। কখন কি অবস্থায় উক্ত সীমায় উপনীত হইতে হইবে, পূর্ব্বে বুঝা কঠিন। আরও এক কারণে স্বেচ্ছাতন্ত্র রাষ্ট্র নিত্য যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে বাধ্য। ঐ রাষ্ট্রের প্রজাদিগকে জ্ঞান-বুদ্ধি অর্জ্জন করিতে দেওয়া বিপজ্জনক। দেশে শান্তি থাকিলে তাহাতে বাধা দেওয়াও অসম্ভব ; সুতরাং সর্ব্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকা কুট রাজনীতির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি হইলে স্বেচ্ছাতন্ত্র অচল হইতে বাধ্য। অতএব দেশে এই উভয়বিধ উন্নতি যাহাতে না হইতে পারে তজ্জন্য স্বেচ্ছাচারী শাসক মাত্রেই নানাবিধ কৌশল উদ্ভাবন

করে। তন্মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা রাজ্য বিস্তার করা একটী প্রধান ও পুরাতন কৌশল। রাজ্য বিস্তার করিয়া অশিক্ষিত বর্ব্বর শ্রেণীর প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শিক্ষিত ও উন্নত মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়কে সর্ব্বদাই লঘিষ্ঠ সংখ্যা মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার বিশেষ সুবিধা হয়। বহু সংখ্যক বর্ব্বর দ্বারা অল্প সংখ্যক শিক্ষিত ও উন্নত লোকগুলিকে ইচ্ছানুরূপ সংযত রাখাও সম্ভব হয়। অপর দিকে কিছুকাল ব্যাপী শান্তির ফলে লোক যখন উন্নত হইতে আরম্ভ করিত, তখনই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া অশান্তি সৃজন করিত এবং রাজ্য বিস্তার দ্বারা অনুন্নত অসভ্য প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইত। রুশিয়ায় ইহাই ছিল চিরন্তন প্রথা।

দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ প্রস্তুত করিয়া চীনের রাজ্য অধিকার করিয়া রুশ বাহিনী ক্রমে কোরিয়া অধিকার করে। জার্ম্মান কাইজার সম্ভবতঃ রুশিয়ার জারকে কৌশলে দুর্ব্বল করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে সমস্ত অর্থ ও সামর্থ্য দ্বারা এক বিশাল নৌবহর গঠন করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। ১৯০২ অব্দে রেভাল বন্দরে কাইজার ও জারের পরস্পর সাক্ষাৎ হয়। প্রত্যাগমন কালে কাইজার নিজ জাহাজ হইতে সঙ্কেতে জারকে অভিবাদন করিলেন—'আটলান্টিক মহাসাগরের এড্‌মিরাল প্রশান্ত মহাসাগরের এডমিরালকে সম্মান জ্ঞাপন করিতেছে, ইহাতে জারের মস্তিষ্ক একটু ঘূর্ণিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। তদবধি জার সুদূর প্রাচীর নিজ প্রতিনিধিকে পুনঃ পুনঃ পত্রাদি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে, প্রশান্ত মহাসাগরে যে কোন প্রকারে রুশিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে। ভ্লাডিভস্টক্ নামটিও ইহাই সূচনা করে। ঐ নামটীর অর্থ 'প্রাচীর অধিশ্বরী' (Mistress of the East). রুশিয়ার সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী নিতান্ত কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন। রাজ দরবারে এক নূতন সাধুর তখন খুবই প্রতিপত্তি; তাহার নাম

ছিল ফাদার সিরাফিন্। তিনি ভবিষ্যদ্ বাণী করিলেন যে, জাপানের সহিত যুদ্ধে রুশ নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে ; এমন কি জাপানের রাজধানী টোকীও নগরে বসিয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। এই বাক্যে রুশ-রাজ এতই আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন যে, যখন সুসিমার নৌযুদ্ধে তাঁহার বিশাল নৌবহর সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস হইয়া গেল, জয়ের আর কোন আশাই রহিল না, তখনও তিনি ফাদার সিরাফিনের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। যাহা হউক, এই সকল কারণ অগ্রাহ্য করিয়াও যুদ্ধ স্থগিত রাখা সম্ভব হইত, যদি রুশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিদ্রোহ সূচক না হইত। যদি স্বরাষ্ট্রসচিব প্লেব্ না বলিতেন যে, বিকাশোন্মুখ বিপ্লব ধ্বংস না করিলেই উপায় নাই, তাহা হইলে জাপানের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও চলিত। প্লেব বলিলেন—যুদ্ধ ঘোষণা করিলে সেখানে সকলে স্বদেশপ্রেম প্রকাশের উন্মুক্ত ক্ষেত্র পাইবে এবং সেই যুদ্ধক্ষেত্রেই বিপ্লব প্রশান্ত হইবে।

যুদ্ধে জয় হইলে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হইত এবং তাহার পরিণাম স্বরূপ বিপ্লব বহু দূরে সরিয়া যাইত সন্দেহ নাই ; কিন্তু পরাস্ত হওয়ার ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। যুদ্ধারম্ভে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, ঐ ক্ষুদ্র মনুষ্যগুলিকে তাহারা টুপী নিক্ষেপ করিয়াই চাপা দিয়া মারিবে। কিন্তু যখন নিজেরাই পরাজিত হইতে লাগিল তখন সমস্ত দোষ গভর্ণমেন্ট এবং সৈন্যাধ্যক্ষগণের উপর চাপাইয়া দিল। তাহাদের ত্রুটী না থাকিলে এই ক্ষুদ্র মনুষ্যগুলিকে পরাস্ত করা তাহাদের কখনই কঠিন হইত না। সকলেই এখন এক বাক্যে কর্ত্তৃপক্ষের পররাজ্য গ্রাস করিবার লোভে এই যুদ্ধ আরম্ভ করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। সকলেই অযথা কর্ম্মের পরিণামে তাহাদিগের মান-সম্ভ্রম সভ্য জগতে লোপ পাইতে বসিয়াছে দেখিয়া

গভর্ণমেণ্টের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। যুদ্ধ শেষে জাতীয় অবসাদ ভীষণরূপে দেশব্যাপী দেখা দিল। স্বরাষ্ট্রসচিব প্লেব্ প্রজা-নিগ্রহের প্রধান পুরোহিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। সকলের ঘৃণা ও ক্রোধ সমুচিত তাঁহার উপরই পতিত হইল।

১৮৮০ অব্দ হইতে স্বরাষ্ট্রসচিবের দপ্তর সরকারের সর্ব্ব প্রধান বিভাগ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮৬০ অব্দ হইতে শাসন সংস্কার দ্বারা যে সকল অধিকার প্রজাদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ১৮৮০ অব্দ হইতে অপহরণ করিতে আরম্ভ করিয়া, স্বরাষ্ট্রসচিব এক দিকে যতই প্রজাবর্গের বিরাগভাজন হইতে লাগিলেন, ততই অপর দিকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উচ্চ হইতে উচ্চতর সম্মান প্রাপ্ত হইতেছিলেন।

মন্ত্রী প্লেব্ কায়মনোবাক্যে বিপ্লব নিবারণে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনের সীমা মধ্যে ক্রমে অন্য বিভাগগুলিও আসিয়া পড়িয়াছিল। আইন, বিচার, সংবাদপত্র, শিক্ষা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার কঠিন ব্যবস্থায় স্বাধীন চিন্তা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিতে আরম্ভ করে। রাজ্যের শাসনভার সমস্তই তাঁহার হস্তে ন্যস্ত। ১৯০৪ অব্দে আততায়ী হস্তে প্লেবের মৃত্যু হয়। প্লেব হত হইলে সারা রুশিয়া একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ১৯০৪ অব্দে প্লেবের হত্যা এবং ১৯০৬ অব্দে রাসপুটিনের হত্যা একই প্রকারের ফল প্রসব করে। উভয় হত্যাই আসন্ন বিদ্রোহ সূচনা করিয়াছিল। উভয়ই যেন পুরাতন তন্ত্রের মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন। উভয়ের তিরোধানেই পুরাতনের মহা পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছিল। প্লেবের হত্যার পর রুশিয়াতে কিছু দিনের জন্য শান্তি দেখা দিল। এই সময়টাকে লোকে 'বসন্ত কাল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাকে 'বিশ্বাসের যুগ' বলিতেন। প্লেবের পরবর্ত্তী সচিবকে নিয়োগ কালে

গভর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তদবধি তাঁহারা প্রজাগণকে বিশ্বাস করিবেন; প্রজাগণ একথা বিশ্বাস করিয়াছিল, কিন্তু এই পরস্পরের বিশ্বাস কয়েক মাস মাত্র স্থায়ী হইয়া 'রক্তরঞ্জিত রবিবারে' সমাপ্ত হয়। সেই দিনের পর আর উভয়ের সহযোগীতার বিন্দুমাত্র আশাও ছিল না। এই অল্পস্থায়ী বসন্তকাল যদিও বিশেষ কোন ফল প্রসব করে নাই, তথাপি ইহা জাতীয় জাগরণের চিরস্মরণীয় কাল বলিয়া ইহাকে রুশ রিভলিউসনের 'বসন্ত কাল' বলা সঙ্গত।

জেমস্টভসের প্রতিনিধিগণের একটী কংগ্রেস আহুত হয়। প্রথমে নূতন স্বরাষ্ট্রসচিব মিস্কি রাজধানী সেণ্টপিটার্সবার্গে উক্ত কংগ্রেস অধিবেশনের অনুমতি দিয়া শেষে প্রত্যাহার করেন; কিন্তু সভা করিতে নিষেধ করিলেন না। কংগ্রেস গোপনে বসিল, পুলিশ কোন বাধা দিল না। যদিও অন্য সময় রুশিয়াতেও এটা একটা বড় কথা হইত না, কিন্তু ১৯০৪ অব্দের নভেম্বরে রুশিয়াতে এই গোপন অধিবেশন পুলিশ কর্ত্তৃক অক্ষত ভাবে শেষ হইতে দেওয়া, চিরাচরিত দমননীতি ও কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিচ্ছেদ বলিয়াই মনে হইয়াছিল।

—,—

রক্তরঞ্জিত রবিবার

জেম্‌স্‌টভসের ১০০ প্রতিনিধি রাজধানীতে বসিয়া সভা করিল। রাষ্ট্রীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাহাদিগের মন্তব্য স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট উপস্থিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের কল্পনা-রাজ্যে ভীষণ বিপ্লব সৃষ্টি করিল। সরল এবং সত্য কথায় প্রজাগণের অভিলাস জ্ঞাপন করিয়া এই কংগ্রেস একটী নূতন ভাবের প্রবর্ত্তক বলিয়া পরিচিত হইয়া পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে সারা রুশিয়া হইতে উক্ত কংগ্রেসের মন্তব্যগুলি উল্লেখ করিয়া বহু আবেদনপত্র স্বরাষ্ট্রসচিবের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল। এইরূপ জাতীয় চেতনার উন্মেষ সকল দেশেই বিশেষ অনু-ধাবন যোগ্য। কিন্তু রুশিয়াতে ইহা অলৌকিক ঘটনার তুল্য। রুশিয়ার গণদেবতা এ যাবত রাজনৈতিক বিষয় উপেক্ষা ও অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। অদৃষ্টের দোষ দিয়া শাসন ও শোষণ সকলই অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়াছে। সেই অসার ও অচেতনপ্রায় গণদেবতার অকস্মাৎ আত্মসম্বিতের দ্যোতনা অলৌকিক ঘটনার তুল্য বিস্ময়কর ব্যাপার। কর্ত্তৃপক্ষগণ এই আকস্মিক বজ্রাঘাতে কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়া পড়িল; স্তব্ধ হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। সকলেই বুঝিয়াছিল বিদ্রোহ আসন্ন; আরও বুঝিয়াছিল যে সময় থাকিতে হয় এই গণদেবতাকে দমন করিতে হইবে, আর না হয় অগত্যা ইহার শরণাপন্ন হইতে হইবে। ক্রমে অবস্থা অতি ভয়-প্রদ হইয়া পড়িল, তখন গভর্ণমেণ্ট উভয় প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন। দমন-নীতি এবং মিলন-নীতি উভয়ের ব্যবহার একত্রে আরম্ভ করিলেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর জার ইস্তাহার জারি করিলেন; তাহাতে প্রজাদিগকে শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। কিন্তু সে সমস্তই স্বেচ্ছাচারি রাজার প্রজাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া কিছু সুবিধাজনক অধিকার দান করিবার অঙ্গীকার মাত্র। প্রজাদিগের প্রাপ্য অধিকার নহে। সঙ্গে সঙ্গে স্বরাষ্ট্রসচিব ঘোষণা করিলেন যে, বিশ্বাসের যুগ শেষ হইল।

যাহা হউক এই উভয় প্রকার ব্যবস্থাই নিষ্ফল হয়। অবস্থা ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিল। পরিণামে কি হইবে বুঝা অসম্ভব হইয়া পড়িল, কারণ এক ভয়াবহ ঘটনা মিলনের সমস্ত আশা নির্ম্মূল করিয়া ফেলিল। ১৯০৫ অব্দের ৯ই জানুয়ারী রবিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ড লইয়া, যাহা ইতিহাসে রক্ত-রঞ্জিত রবিবার নামে খ্যাত, রুশিয়ার রাজা ও প্রজার মধ্যে চিরতরে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃজন করিল। নিরস্ত্র শান্ত আন্দোলনকারী জনতাকে গুলি করার বর্ব্বরতা বা অযথা পশুবল প্রয়োগের জন্য ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া পরিগণিত নহে। ইতিপূর্ব্বে ফ্রান্সে এবং স্পেনে ইহাপেক্ষা বহুগুণ ভীষণতর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, যাহার সহিত তুলনা করিলে ইহা অতি তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। ইহার পরে সংখ্যায় না হইলেও বর্ব্বরতায় ও পশুবলের লীলায় ভারতের জালীনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ইহাকে ছাড়াইয়া

গিয়াছে। কিন্তু অপর দিক দিয়া রুশ ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয়। এই "৯ই জানুয়ারী" পুরাতন রুশিয়ার যবনিকা টানিয়া দিয়া নূতন রুশের আগমন অভ্যর্থনা করিল। এই তারিখে নিরুপদ্রব উপায়ে রুশিয়ার গণদেবতাকে বন্ধন মুক্ত করিবার আশা চিরতরে অন্তর্হিত হইল।

১৯০৫ অব্দে ৩রা জানুয়ারী সেণ্টপিটার্সবার্গ নগরস্থ একটী কার্খানার কতিপয় শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিল। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষগণ কয়েক জন শ্রমিককে বিনা দোষে কর্ম্মচ্যুত করে। সকল শ্রমিকরা মিলিয়া অনুনয়-বিনয় করাতেও তাহাদিগকে পুনর্নিয়োগ না করায় এই ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। পরদিন বৃহৎ পুটিলফ কারখানার মজুরগণ এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। তৎপর দিবস (৫ই জানুয়ারী) সকল কার-খানায় ধর্ম্মঘট বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমলাতন্ত্রের উপর জনগণের বিদ্বেষ ভাব এই ব্যাপারে প্রকট হয়। যে বিদ্রোহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহারই ধূম-স্বরূপ বলিয়া ইহা প্রতীয়মান হইল। প্রায় বিশ সহস্র শ্রমজীবি এই ধর্ম্মঘটে যোগ দেয়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই ধর্ম্মঘটের নেতাগণ যে কর্ম্মী-সঙ্ঘের (Union) সভ্য সেই সঙ্ঘটী পুলিশ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ দমনকল্পে গঠিত। মস্কো নগরের গুপ্ত পুলিশের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী জু-ভাটভ্ স্বয়ং এই সঙ্ঘের উদ্ভাবয়িতা, এবং তাঁহার নাম অনুসারেই এই সঙ্ঘের নাম জুভাটভ্-চিনা রাখা হইয়াছিল। সেণ্ট-পিটার্সবার্গের গেপন্ নামক এক পুরোহিত এই সঙ্ঘের মস্তক স্বরূপ ছিলেন। ধর্ম্মঘট যখন বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিল, তখন গেপন্ শ্রমজীবিগণকে বুঝাইল যে,জারের নিকট আবেদন করিলেই তাহাদিগের সকল দুঃখ ঘুচিবে। এই সহজ উপায় অবলম্বন

সহকারে গেপনের যুক্তি গ্রহণ করিল। ৬ই জানুয়ারী গেপন্ কর্ত্তৃক লিখিত এক আবেদনপত্রে সহস্র সহস্র শ্রমজীবি সোৎসাহে স্বাক্ষর করিল। এই আবেদন পত্রে জারের আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করা হইল এবং তাঁহার প্রতি আবেদনকারীদিগের ভক্তি-শ্রদ্ধার অকপট প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। যে সভায় এই স্বাক্ষরাদি সম্পন্ন হইতেছিল, বিদ্রোহী-নেতাগণ তথায় আসিয়া এই আবেদন-নিবেদনের সরলতা টিকা-টিপ্পনি করিয়া ইহার অসারতা প্রতিপন্ন করতঃ উপহাস করিতে লাগিল এবং সশস্ত্র অভিযানের উপদেশ দিতে লাগিল। কিন্তু সরল বিশ্বাসী রাজভক্ত শ্রমিকগণ সে সকল কথায় কান দিল না। নিরস্ত্র অভিযান করাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিল। তাহারা সমারোহ করিয়া উইণ্টার প্রাসাদের দিকে যাত্রা করিল, পুরোহিত গেপন্ সর্ব্বাগ্রে একটী ক্রুশ ও গির্জ্জার পতাকা হস্তে অগ্রসর হইল; পশ্চাতে ধর্ম্মঘটকারিরা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে চলিল; যেন যাত্রিগণের তীর্থ যাত্রা। তাহারা বিন্দুমাত্র সন্দেহ করে নাই যে কর্ত্তৃপক্ষগণ এই শান্ত অভিযান পছন্দ করে নাই। ইহার সমস্ত আয়োজনই তাহারা প্রকাশ্যে করিয়াছে। পুলিশও কোনরূপ বাধা দেয় নাই। সম্ভবতঃ ৮ই পর্য্যন্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ হয়ত এই ব্যাপার ভাল চক্ষেই দেখিতেছিল। সম্ভবতঃ গ্রাণ্ড ডিউক্‌রা ও সামরিক কর্ম্মচারিরা অকস্মাৎ প্রবল হইয়া পড়িয়া ধর্ম্মঘটকারিদিগকে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। সবিশেষ শিক্ষা দিবার প্রবৃত্তি সামরিক কর্ম্মচারীদিগকে অনেক সময়ই নেশার মত পাইয়া বসে। সহরতলীতে এই সমারোহ অনায়াসে রোধ করিতে বা ভঙ্গ করিতে পারা যাইত, কিন্তু তাহা না করিয়া সহরের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দিয়া

তথায় জেনারেল ট্রিপভের আদেশে সেনাগণ বন্দুকের গুলিতে সমারোহ ভঙ্গ করিল। বহু নরনারী বালক বালিকা ও শিশু হত ও আহত হইল। যাহারা পলায়ন করিয়া দূরে গিয়াছিল তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া তখনও রক্তরঞ্জিত শুভ্র তুষারাবৃত রাজপথ দিয়া উইণ্টার প্রাসাদে যাইবার চেষ্টা করিল। যে কারণেই হউক সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ তাহাদের ভাব পরিবর্ত্তন হয়। সহরতলীর কারখানাগুলিতে রক্ত ঝাণ্ডা উড়াইয়া, রাজপথ অবরোধ করিয়া, সমস্ত আলোক নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়া শ্রমিকগণ এক ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি করিল।

—০—

পুরাতনের লীলা সম্বরণ

কর্ত্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের মধ্যে এই সংগ্রামের ভাব বৎসরের (১৯০৫) শেষ পর্য্যন্ত রহিয়া গেল। এই এক বৎসর মধ্যে রুশিয়া একটী অস্ত্রপূর্ণ শিবিরে পরিণত হয়। জনসাধারণকে দমন করিতে কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বদাই সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিল। জনসাধারণও বল প্রয়োগ করিতে অভ্যস্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ বল সঞ্চয় করিতে লাগিল। আসন্ন বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা আরম্ভ হইল। উদার মতাবলম্বী সম্প্রদায় জেম্স্টভসের সাহায্যে সভা করিয়া, কংগ্রেসের অধিবেশন করিয়া, জারকে এবং মন্ত্রিদিগকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়া, কর্ত্তৃপক্ষকে স্তব-স্তুতি করিয়া ও প্রয়োজনমত ভয় প্রদর্শন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতে তৎপর হইল। কিন্তু বিপ্লবীদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা দিন দিন সাধারণের নিকট প্রতিপত্তি হারাইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ যতই বিচলিত হইতে লাগিল বিপ্লবীদিগের সাহস ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ যত দুর্ব্বলতার পরিচয় দিতে লাগিল, উহারা তত বলশালী হইতে লাগিল। জাপান যুদ্ধের ফলে, রাজকোষে অর্থের অভাব হয়। জাপানের

যুদ্ধক্ষেত্রে রুশবাহিনী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হওয়ায় কর্তৃপক্ষ নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। একারণে বাধ্য হইয়া জনসাধারণকে নানা প্রকার অধিকার প্রদান করিতে লাগিল। বিপ্লব একবার আরম্ভ হইলে, সুপ্ত গণদেবতা জাগ্রত হইলে, সুযোগ সুবিধায় সে তৃপ্ত হয় না। যতক্ষণ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জ্জন না করিতে পারে, ততক্ষণ বিদ্রোহ শান্ত হয় না। ইতিহাস এই চিরন্তন নীতির সাক্ষ্য দিতেছে।

১৯০৫ অব্দের অক্টোবর মাস—রুশ কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে অতিশয় দুর্দ্দিন। এ সময় শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রায় লুপ্ত। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্ণমেণ্ট প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল, সেখানেই শাসনশৃঙ্খলা সর্ব্বাগ্রে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সকল প্রকারের বাধা নিষেধ প্রত্যাহৃত হইল। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কোন কিছুরই অনুমতির প্রয়োজন হইত না, কাহারই কোন অধিকার নির্দ্দিষ্ট রহিল না। এইরূপে স্বেচ্ছাতন্ত্র রাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অকস্মাৎ অরাজকতার কেন্দ্র হইয়া উঠিল। কিছুরই নিষেধ নাই; সকলই অনুমোদিত। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একজন সেনাপতি জেনারল গ্লেজভ্ শিক্ষা মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত থাকা কালে এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। স্বাধীন নাগরিক হইবার অভিলাষ হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলেই অভিষ্ট সিদ্ধ হইত। সকলকেই তথায় সাদরে গ্রহণ করা হইত। ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্রোহ-কেন্দ্রে পরিণত হইল। অধ্যয়ন-অধ্যাপনা শুদ্ধ হইল। শ্রমিকগণের, বৃদ্ধগণের ও মহিলাগণের বিদ্রোহ সঙ্গীতে সর্ব্বক্ষণ চারিদিক মুখরিত হইতে লাগিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য—কেহ গান করিতেছে, কেহ বক্তৃতা দিতেছে, কেহ শ্রবণ করিতেছে, কেহ পুস্তিকা বিতরণ করিতেছে, আবার কেহ বা পাঠ করিতেছে। আইন বলে সমস্তই সুরক্ষিত, কোন প্রকার বাধা দিতে কেহই সক্ষম

নহে। পুলিশ দূরে থাকিয়া বিদ্রোহানল যাহাতে বাহিরে বিস্তার লাভ না করে, কেবল তাহারই প্রতি খরদৃষ্টি রাখিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট অধ্যাপকদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতে লাগিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি উদ্দেশ্যচ্যুত হইয়া যেন শিক্ষা-কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে বিপ্লব-কেন্দ্রে পরিণত না হয়। অধ্যাপকগণ নিরুপায় হইয়া পুনঃ পুনঃ উত্তর দিতে লাগিল যে, অচিরে বাহিরে সভা-সমিতির অধিবেশনের অধিকার দিয়া এই অনাচার নিবারণ করা হউক। অবশেষে তাহাই করা হইল। জনসাধারণকে নাগরিক এবং রাজনৈতিক সকল অধিকার প্রদান করিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গৌরব রক্ষা করা হইল। কিন্তু এই অধিকার অর্জ্জন করিতে একটী সার্ব্বজনীন ধর্ম্মঘট প্রয়োজন হইয়াছিল। রুশ ইতিহাসে এই বিরাট ধর্ম্মঘট একটী অভূতপূর্ব্ব রাজনীতিক অভিযান। সকল সম্প্রদায়ের একতাই ইহার বিশিষ্টতা। একটী ক্ষুদ্র রেলপথে ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়া অল্প দিনেই বিশাল সাম্রাজ্যের গমনাগমনের সমস্ত ব্যবস্থাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলিল। ১০ই অক্টোবর সকল রেলপথগুলি একত্রে ধর্ম্মঘটে যোগ দিল। ১১ই অক্টোবর সমস্ত সংবাদপত্রগুলি যোগ দিল। পরে সমস্ত ব্যাঙ্ক ও আফিস বন্ধ হইল, কারখানাসমূহ অচল হইল; এমন কি খুচরা বিক্রয়ের ছোট ছোট দোকানগুলি পর্য্যন্তও দ্বার খোলে না। ব্যবহারজীবি, বিচারক, ডাক্তার, সকলেই কার্য্য বন্ধ করিল। ১৭ই অক্টোবর কোনও একটী ব্যবসায় চলিতে দেখা গেল না। অতঃপর প্রজা-সাধারণের প্রতিনিধিগণকে লইয়া শাসন সংরক্ষণ কার্য্য পরিচালিত হইবে, এই মর্ম্মে জার এক ইস্তাহার ঘোষণা করিলেন। এইরূপে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রুশিয়ার 'ডুমা' পরিকল্পিত হইল। বিচক্ষণ রাজ-নৈতিক উইটি নামক এক ব্যক্তি জাপানের সহিত সন্ধি করিতে

পোর্টস্‌মাউথে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া তিনি সন্ধি স্থাপন করতঃ দেশে প্রত্যাগমন করেন। রাজসরকার তাঁহাকে কাউণ্ট উপাধিতে ভূষিত করিয়া 'রাজ্য ও সিংহাসন রক্ষাকর্ত্তা' আখ্যা দিয়া গৌরবান্বিত করিলেন। রাজসরকারে কাউণ্ট উইটির উপদেশের মূল্য সকলের উপরে উঠিয়াছিল। প্রাগুক্ত ইস্তাহার কাউণ্ট উইটির প্রস্তাবানুসারেই ঘোষণা করা হয়। উইটি কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিলে জারের স্বেচ্ছাতন্ত্র পরিণামে সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং স্বেচ্ছাতন্ত্র রক্ষা করিতে হইলে উহার বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক। একজন অনন্যাধীন সামরিক শাসন কর্ত্তা (military dictator) নিয়োগ করিয়া বলপূর্ব্বক বিপ্লব দমন করাই সেই ব্যবস্থা। ৬ই অক্টোবর কাউণ্ট উইটি এই উভয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১০ দিন যাবত কোন্‌টী গ্রহণ করা শ্রেয় ইহার বিচার চলিল। জারের পিতৃব্য সামরিক বিভাগের কর্ত্তা গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাসকে রাজধানীতে আহ্বান করা হয়। তাঁহার সহিত যুক্তি করিয়া স্থির হইল যে, যেহেতু বহু সংখ্যক সৈন্য তখনও পূর্ব্ব-প্রাচ্য হইতে প্রত্যাগমন করে নাই; রাজ-কোষের অবস্থাও অতি ক্ষীণ, অতএব অনন্যাধীন সামরিক শাসন-কর্ত্তা নিয়োগ করা অসম্ভব। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া ১৭ই অক্টোবর উপরোক্ত ঘোষণাপত্র প্রচার করিলে "ঐ ঘোষণা পত্রে জারের স্বাক্ষর গ্রহণ করিতে গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস্ রাজকক্ষে প্রবেশ কালে রাজমন্ত্রি স্পেরন্ ফ্রেডারিককে বলিয়াছিলেন "এই রিভলবারটী দেখুন! আমি রাজার নিকট চলিলাম—হয় তিনি এই ঘোষণা-পত্র স্বাক্ষর করিবেন, নতুবা আমি তৎসমক্ষে ইহা দ্বারা আত্মহত্যা করিব।"

যদিও পার্লামেণ্ট হিসাবে এই 'ডুমা' নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠান ও

কথা প্রত্যেকেই বুঝিয়াছিল, তথাপি সকলেই মনে করিয়াছিল যে অনবরত দ্বন্দ্ব করিতে করিতে এই ডুমাকেই পার্লামেণ্টে পরিণত করা যাইবে। দুর্ভাগ্য, রুশিয়া তখনও রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে একটি অখণ্ড জাতিরূপে গড়িয়া উঠে নাই; সুতরাং কোনও একটি জাতীয় নীতি বহুকালের জন্য অনুসরণ করিতে সমর্থ হইত না। কিন্তু যখনই কোনও জাতীয় নীতি (National Policy) অনুসরণ করিয়াছে, তখনই তাহার গঠন শক্তি অতি অদ্ভুত ক্রিয়া করিয়াছে। জাতীয় উত্তেজনা ক্ষণস্থায়ী হইত এবং অচিরেই উহা সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত বিরোধে পরিণত হইত। ১৯০৫ অব্দের ধর্ম্মঘট সার্ব্বজনীন হইলেও সার্ব্বজনীন স্তব্ধতামাত্র। ঐ নৈষ্কর্ম্মে জাতির সমগ্র উদ্যম নিঃশেষে অপচিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া একতাবদ্ধ জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল।

সোভিয়েট প্রতিষ্ঠা

রাজনৈতিক আন্দোলন সর্ব্বত্র দক্ষিণ হইতে বামদিকে গতিশীল। একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে রাজ-পরিষদ, আমলা, পুলিশ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ, তাহার পর রাজ-কৃপাপ্রার্থী প্রসাদভোজী মডারেটগণ, তৎপর স্বার্থলোলুপ হিতাহিত জ্ঞান শূন্য চাটুকারের দল; ইহার পর বাম প্রান্তের নিকটই সংস্কারকগণ, সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বপ্রধান চরম-পন্থী বা স্বাধীনতার পূজারীগণ বামপ্রান্তস্থ। সার্ব্বজনীন একতা নষ্ট করিতে উভয় প্রান্ত হইতে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। ডুমা প্রতিষ্ঠায় সারা দেশ যখন আনন্দোৎসবে মত্ত, সেই সময় প্রাদেশিক প্রায় শতাধিক নগরের 'রুশ জন-সমিতি' (Society of the Russian People) নামক অনুষ্ঠানের সভ্যগণের এবং ছাত্রদিগের বিরুদ্ধে ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ হয়। ফলে প্রায় চারি সহস্র লোক হত ও ছয় সহস্র লোক আহত হয়। ডুমা ঘোষণার তিন সপ্তাহ মধ্যে পোল্যাণ্ডে সামরিক আইন (martial law) জারি করা হইল। এই সকল অত্যাচারের কোনও যুক্তি বা সঙ্গতি ছিল না। অপর দিকে এক সম্প্রদায় শ্রমিক-বিপ্লবী অত্যধিক ক্ষমতাশালী হইয়া পড়ায়, অন্যান্য সম্প্রদায়-

গুলি দ্বেষ বশতঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। কয়েক সপ্তাহ মধ্যে ট্রট্স্কির নেতৃত্বে শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সোভিয়েট সভা (Soviet of the workers deputies called Soviet Council) সমস্ত বিদ্রোহ ব্যবস্থা হস্তগত করিয়া মধ্যবিত্তদিগের সম্প্রদায়গুলিকে রাষ্ট্র-ক্ষেত্র হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। সমগ্র দেশের একতা ভঙ্গ হইয়া যাওয়ায় কর্তৃপক্ষ বিশেষ আনন্দিত হইল। তাহারা এক্ষণে সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে অভিযান না করিয়া একটী মাত্র দলের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিতে হইবে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। যে মহাশক্তি অক্টোবরের বিশাল ধর্ম্মঘট সম্ভব করিয়াছিল, এইক্ষণ তাহা অবসন্ন। অক্টোবরে বিপ্লব পক্ষের জয় সম্পূর্ণ হয় নাই। রুশ জনসাধারণকে স্বেচ্ছাতন্ত্রের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে হইলে নূতন যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধে জয় লাভ করা প্রয়োজন। কিন্তু তদুপযুক্ত শক্তি অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। বিপ্লবী শক্তির অপচয় হেতু দুই মাস মধ্যেই কর্তৃপক্ষ লুপ্ত প্রভাব উদ্ধার করিয়া লইলেন।

নবেম্বর মাসে সোভিয়েট কাউন্সিল ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিল। উদার মতাবলম্বীগণ আহুতও হইল না যোগও দিল না। কিন্তু কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া গেল। গভর্ণমেণ্টের চিন্তার অবধি নাই। উদার মতাবলম্বীগণও প্রকাশ্য বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করিল না। তাহারা চরমপন্থীদিগের জয় কামনা করিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়াছে দেখিয়া তাহারা আপনাদিগকে লাভবান মনে করিল, কিন্তু আন্দোলনে যোগ না দিয়া দর্শকরূপে রহিল। সোভিয়েট কর্তৃক তাহাদিগের অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে, অবস্থানুসারে তাহারা এই সন্দেহও করিতে লাগিল। সোভিয়েটের সভ্যগণও মহা উদ্যমে শ্রেণী-বিরোধ (Class War) প্রচার

পড়িল। ডিসেম্বরের প্রারম্ভে সোভিয়েট যখন সমগ্র পুরাতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার উদ্দেশ্যে তৃতীয় ধর্ম্মঘট ঘোষণা করে এবং প্রজাতান্ত্রিক ও সমাজ-তান্ত্রিকগণ (republicans & socialists) পরস্পর সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করিয়া মিলনের পরিচয় দিতে থাকে। তখন মধ্যবিত্তগণ (বুরজোঁয়াজিরা) একবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা স্বেচ্ছাতন্ত্র ঘৃণা করে সত্য, কিন্তু শ্রেণী-বিরোধ ঘোষণাকারীদিগের প্রতি তাহাদিগের সহানুভূতি থাকাও অসম্ভব। সোভিয়েট নেতাগণ জানিতেন যে তখনও তাহাদিগের জয়ের আশা নাই। যদি সমগ্র জাতি একতা রক্ষা করিয়া কার্য্য করিত, বিদ্রোহ যদি জনসাধারণের হইত, তাহা হইলে হয়ত সৈন্যগণ সহানুভূতি প্রকাশ করিত। কিন্তু জাতীয় একতা তিরোহিত হইয়া বিদ্রোহ একটি সাম্প্রদায়িক কর্ম্মে পরিণত হওয়ার ফলে বিদ্রোহীদিগকে দেশের শত্রু বলিয়া সরল নিরক্ষর সৈন্যদিগের নিকট প্রতিপন্ন করা কর্ত্তৃপক্ষের অতি সহজ হইয়া পড়িল। ডিসেম্বরের বিদ্রোহ অল্পায়াসেই দমন করা হইল। সৈন্যাধ্যক্ষগণ এতকাল বিদ্রোহ ধ্বংসের যে সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিল, জাতীয় একতা ভঙ্গ হওয়ায় সেই সুযোগ পাইয়া তাহারা সহজেই কার্য্য উদ্ধার করিল। বিদ্রোহ কেবল মাস্কোতে আবদ্ধ ছিল, বাহিরে প্রসারলাভ করে নাই। সৈন্যগণ কামান-বন্দুকের সাহায্যে জয় লাভ করিল। শ্রমিক বিদ্রোহিগণও সশস্ত্র ছিল সত্য, কিন্তু অশিক্ষা ও সংখ্যাল্পতার জন্য পরাজিত হইল। মাস্কো-বিদ্রোহ ব্যর্থ হইবে বুঝিতে পারিয়া জার বিদ্রোহী নেতাগণকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়া গৌরবান্বিত করতঃ যেন ঘোষণা করিলেন যে, ডিসেম্বর হইতে ডুমার অধ্যায় শেষ হইল।

কৃষকদিগের ভূম্যধিকার দাবী

ডিসেম্বরের প্রারম্ভ হইতে বিদ্রোহের অধঃপতন আরম্ভ হয়। দৃঢ়তার সহিত বিজয়গর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষ আসন গ্রহণ করিল। যেসকল কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য সৈন্য প্রেরিত হইল। নির্ব্বিচারে নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। এই ভীষণ অবস্থার মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষ ডুমার প্রতিনিধি নির্ব্বাচন কার্য্য আরম্ভ করিবার আদেশ দিল। কৃষককুল চিরদিনই রাজভক্ত। তাহারা স্বভাবতঃ রক্ষণশীল—এই ধারণার উপর নির্ভর করিয়া, যাহাতে তাহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা অধিক হইতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থায় নির্ব্বাচনবিধি প্রণীত হয়। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, এই কৃষকবহুল ডুমা জমিদারদিগকে জমিশূন্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর, তখন রাজকর্ম্মচারিগণ মহা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সে সময় গভর্ণমেণ্ট কাউণ্ট উইটি কর্ত্তৃক পরিচালিত নহে। গোরমিকিন্ সরকার পক্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া স্বদলবলে ডুমাতে প্রবেশ করিলেন। বিন্দুমাত্র অধিকার কাহাকেও দিব না, এই দৃঢ় পণ করিয়া এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর সকল প্রকার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গোরমিকিন্ ডুমা-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ডুমার প্রথম অধিবেশনে সরকার পক্ষের এইভাবের আবির্ভাব, ভবিষ্যত মিলনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করিয়া দিল। সরকারী প্রতিনিধিগণের বিশ্বাস ছিল যে, ডুমা ভঙ্গ করিয়া দিলে সমগ্র দেশ ব্যাপী বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হইবে। সাধারণ প্রতিনিধিগণ তাহাদিগের প্রতি যে প্রকার অবজ্ঞা ও অসম্মান প্রদর্শন

করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে ঐ বিশ্বাস না থাকিলে প্রথম দিনই তাহারা ডুমা ভঙ্গ করিয়া দিত। সুদীর্ঘ বাহাত্তর দিন ইতস্ততঃ করিবার পর তাহারা ডুমা ভঙ্গ করিতে সাহসী হয়। ইতিমধ্যে ষ্টলিপিন্ প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া গভর্ণমেণ্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তিনি এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োগ করিবেন, যাহাতে অনায়াসে বিদ্রোহ দমন ত হইবেই অধিকন্তু কৃষকগণ পুনরায় রাজভক্ত হইবে।

ডুমা ভঙ্গ করা হইল, কিন্তু আশঙ্কিত বিদ্রোহ আরম্ভ হইল না, দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। উদারপন্থী সভ্যগণ পূর্ব্বেই জানাইয়াছিল যে ডুমা ভঙ্গ করিলেও তাহারা ভঙ্গ দিবে না। তাহারা প্রায় ১২০ জন সভ্য রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড দেশে ভাইবার্গ নগরে গমন করিলেন। তথায় পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না, এই বিশ্বাসে তাঁহারা মিলিত হয়। সেখান হইতে ইতিহাস বিখ্যাত 'ভাইবার্গ ইস্তাহার' ঘোষণা করেন। এই ইস্তাহারে প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছিল 'অদ্যাবধি কেহ আর রংরুট দিও না, কেহ রাজকর দিও না এবং ব্যাঙ্ক হইতে প্রত্যেকের গচ্ছিত অর্থ তুলিয়া লও'। কিন্তু কেহই কর্ণপাত করিল না। মনে হইল, যেন বিদ্রোহের সমস্ত শক্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক যথানিয়ম কর্ত্তৃপক্ষ ইস্তাহার স্বাক্ষরকারী সভ্যগণকে ধৃত করিয়া বিচার প্রহসনান্তে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। আইনের বিধানে এই সভ্যগণ পুনরায় ডুমার সভ্য হইবার গৌরব হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইল। এই কৌশলে কর্ত্তৃপক্ষ দ্বিতীয় ডুমাতে প্রথম বারের উদারপন্থী বীরগণের প্রবেশ পথ রোধ করিলেন।

ষ্টলিপিনের ব্যবস্থা

বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। বিপ্লবীগণ পরাজয় স্বীকার করিল; প্রতিহিংসা এবং প্রতিশোধের যুগ আরম্ভ হইল। উদারনৈতিক আন্দোলনে যে কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাদিগের উপর ভীষণ নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। দলে দলে সরকারী কর্ম্মচারিগণ পদচ্যুত হইতে লাগিল। স্বাধীনতার জন্য যে কেহ আন্দোলন করিয়াছিল তাহাকেই কারারুদ্ধ করা হইল। সর্ব্বত্র সামরিক বিচারালয় (Court Martial) স্থাপিত হইল। ইহা সামরিক অপরাধের বিচারার্থ নহে; যে কোন প্রকার বিপ্লব কর্ম্মের শাস্তি বিধান জন্য। যে বিধান বলে এই বিচারালয়গুলি স্থাপন হইল তাহাতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল যে, ইহার বিচারক সাধারণ সৈন্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবে। কোনও শিক্ষিত আইন অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন না। কর্ত্তৃপক্ষের ইঙ্গিতে এই বিচারকগণ যে কোন ব্যক্তিকে যে কোনও অপরাধের জন্য গুলি করিয়া হত্যা করিবার আদেশ দিতে লাগিল। প্রাণদণ্ড সরকারী নরহত্যায় পর্য্যবসিত হইল। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বের কৃত অপরাধের জন্যও

লোক দণ্ডিত হইতে লাগিল। কেবল রাজনৈতিক অপরাধের জন্য নহে, যে কোন ছলেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই দণ্ডিত হইতে লাগিলেন। এক দোকান হইতে পাঁচ রুব্‌ল্ চুরি করার অপরাধে একটি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক এই বিচারালয়ে দণ্ডিত হইল।

ষ্টলিপিন্ একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নিত হওয়া নিতান্ত নৈসর্গিক ঘটনা। তাঁহার এই উন্নতির কারণ কেহই নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক, ষ্টলিপিন্ কর্ত্তৃপক্ষের পুনঃ প্রতিষ্ঠিত স্বেচ্ছাচারের মূর্ত্তিমান প্রতীক্ স্বরূপ গণ্য হইয়াছিলেন। যতই কঠোরতা অবলম্বনে তিনি কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে তৎপর হইতে লাগিলেন, ততই আইনের মর্য্যাদা হ্রাস হইতে লাগিল। তাঁহার শাসন সামরিক আইন বলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশের সাধারণ চরিত্র অবনত হইয়া পড়িল। সকলেই স্বার্থপর ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতে লাগিল। যুবকগণ মধ্যে আত্মহত্যা ও উন্মাদ রোগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। বৃদ্ধগণ রাজনীতি পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও দর্শন আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ষ্টলিপিন্ যে দুট ব্যবস্থা বলে স্বেচ্ছাতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম ব্যবস্থার ফল এই। দ্বিতীয় ব্যবস্থায় কৃসকগণকে পুনরায় রাজভক্ত করিবার জন্য প্রায় ৭০ লক্ষ কৃষককে নিজ নিজ ভূমির স্বত্বাধিকারী করা হইল। ১৯০৬ খৃঃঅব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে তিনি এই মর্ম্মে এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন যে, যে কোন কৃষক ইচ্ছামত নিজ গ্রামস্থ 'মির' বা 'কমিউন' ত্যাগ করিয়া তাহার নিজ অংশের সত্বাধিকারী হইতে পারিবে। এই ব্যবস্থায় কৃষকগণের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি হইল। অনেকেরই বিপ্লব চিন্তা পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। পাঁচ বৎসরে ৭০ লক্ষ কৃষককে ভূমির সত্ব প্রদান করিয়া ষ্টলিপিন

কৌশলে এতদিন যাহারা জমিদারদিগকে ভূমির সত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে দমন করিবার জন্য একটি শক্তিশালী ও সংখ্যাবহুল সম্প্রদায় গঠন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। ইহার পরিণামে সারা দেশে মহা বিক্ষোভ দেখা দিল। বিপ্লব বিরোধী ব্যবস্থা বলিয়া জনসাধারণ ইহাতে রুষ্ট হইল। বিশেষতঃ ডুমার অধিবেশনে সাধারণের প্রতিনিধিগণের মত না লইয়া, জনগণের সদ্যপ্রাপ্ত অধিকার পদদলিত করিয়া স্বেচ্ছাচার নীতিতে কর্তৃপক্ষ সমগ্র দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। আপৎ কালে নূতন বিধানের ৮৭ ধারা অনুসারে ডুমার অনবস্থানকালে কর্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইলেও দুই মাস মধ্যে ডুমার সম্মতি গ্রহণ না করিলে উহা পণ্ড হইতে বাধ্য। কিন্তু ষ্টলিপিন্ কর্তৃক গ্রাম্য সমাজের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, বিধান পণ্ড হইলেও তাহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের উপায় ছিল না। ডুমার সভ্যগণ সম্মতি দিলেন না সত্য, কিন্তু গ্রাম্য মিরগুলি ধ্বংস করিতে গভর্ণমেণ্টকে নিরস্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। তদবধি ৮৭ ধারা তৎকালের বিধি-ব্যবস্থার জন্য ব্যবহৃত না হইয়া নিয়মিতরূপে ডুমার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের বিরোধী মত ব্যর্থ করিতে ববহৃত হইতে লাগিল। ডুমার প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ১৯১০ অব্দে ষ্টলিপিন্ উক্ত ৮৭ ধারা প্রয়োগ করতঃ পোল্যাণ্ডে প্রাদেশিক জেম্‌ষ্টভস্ প্রবর্ত্তন করিলেন। ডুমাতে এই প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে প্রায় সকল সভ্য সমস্বরে প্রতিবাদ করিয়াছিল। পোল্যাণ্ডে কেন ভিন্ন ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহার কোন হেতুও নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ডুমা সমগ্র রুশিয়ার রাষ্ট্র-সভা। তাহা হইতে পোল্যাণ্ড বিচ্ছিন্ন হইবে কেন? বহুকাল পূর্ব্বে জেম্‌ষ্টভ্‌স্ পরিবর্ত্তন করিয়া ডুমা গঠন করা হইয়াছে। এইক্ষণ কোন যুক্তিবলে পোল্যাণ্ডকে

স্বতন্ত্র করিয়া তথায় সেই পরিত্যক্ত পুরাতন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর না থাকায় ষ্টলিপিন্ জারের নিকট পদত্যাগ প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। রাষ্ট্র পরিষদ্ (State Council) মহা ভীত হইয়া পড়িল। ষ্টলিপিন্ পদত্যাগ করিলে ভীষণ বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইবে, এই আশঙ্কায় তাহারা ষ্টলিপিন্‌কে কোন মতেই পদত্যাগ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া জারকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইয়া ষ্টলিপিন্ প্রস্তাব করিলেন যে, মাত্র তিন দিবসের জন্য ডুমা বন্ধ করা হউক। জার তাহাই করিলেন। ষ্টলিপিনের প্রস্তাবকে, এই অবকাশে ৮৭ ধারা প্রয়োগ করিয়া আইনে পরিণত করা হইল। স্বেচ্ছাচারের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত!

ডুমার প্রথম অধিবেশনের পরই কয়েকজন সভ্যকে বৃটিশ পার্লামেণ্টে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহারা লণ্ডনে উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ডুমা ভঙ্গের সংবাদ তথায় পৌছিল। ইংরাজ প্রধান মন্ত্রী সার হেন্‌রী ক্যাম্পবেল্ বেনারম্যান বলিয়া উঠিলেন "Le Duma estmort ; vive le Duma" "ডুমার মৃত্যু হইয়াছে, ডুমা চিরজীবি হউক।" ডুমা পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় ডুমার অবস্থা অতীব শোচনীয় দেখা গিয়াছিল। নগ্ন স্বেচ্ছাতন্ত্র ইহাপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেয়। ডুমার এই জীবন্মৃত অবস্থা করুণার উদ্রেক করে। পদে পদে লাঞ্ছনা, অবমাননা, অবহেলা কতই না সভ্যগণ সহ্য করিতেছিলেন। ভূমি-সংক্রান্ত ব্যবস্থায় সকল সভ্যই এক মতাবলম্বী, কারণ বহুসংখ্যক সভ্যই কৃষক ও সমাজ-তন্ত্রী। ষ্টলিপিন্ সামরিক বিচারালয়ে বিচার প্রহসন এবং নির্ব্বিচারে প্রাণদণ্ড প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারে কৃতকার্য্য হইয়া ডুমা ভঙ্গ করিয়া দিলেন। নির্ব্বাচন বিধির পরিবর্ত্তন করিয়া কৃষক ও শ্রমিকদিগের সভ্য হইবার পথে বহু বিঘ্ন সৃজন করিলেন।

নির্ব্বাচন বিধির কোন সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা ডুমার রহিল না। ডুমা বিদায় দিয়া ৮৭ ধারার সাহায্যে বিধানগুলির ইচ্ছামত এমন পরিবর্ত্তন করা হইল যে, ভাবী ডুমা গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন হইতে বাধ্য হইবে। ১৯০৭ অব্দে ৩রা জুনের এই ব্যবস্থা বীর ষ্টলিপিন্ গভর্ণমেণ্টকে অসীম ক্ষমতা গ্রহণ করিবার মহা সুযোগ সৃজন করিয়া দিল। নূতন ডমা হইতে কৃষকগণ প্রায় সকলেই বাদ পড়িল। বহু সংখ্যক সভ্যই গভর্ণমেণ্টের পৃষ্ঠপোষক, জমিদার রাজকর্ম্মচারী এবং ব্যবসায়ী।

ষ্টলিপিন্‌-শাসনের ভীষণ প্রতিক্রিয়া

১৮৬১ অব্দে যখন জমিদারের দাসত্ব হইতে কৃষকদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় তখন উৎকৃষ্ট ভূমিগুলি জমিদারগণ খাসে রাখিয়াছিল। অবশিষ্ট নিকৃষ্ট ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতগুলি কৃষকগণ মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঐ মূল্য আদায় করিবার জন্য বাৎসরিক কিস্তিবন্দি করা হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও কিস্তি শেষ হইল না। জের মিটিল না। অধিকন্তু ক্রমান্বয় ভূমির কর বৃদ্ধি হওয়ায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষককুল দারিদ্রের চরম সীমায় পৌছে। অতি পুরাতন কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করা হইত বলিয়া শস্য অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইত। সুতরাং কৃষকের জীবন দুঃসহ ভার স্বরূপ হইয়া পড়িল। তাহাদিগের এই দুরবস্থার জন্য জমিদারদিগকে তাহারা দায়ী মনে করিয়া তাহাদের খাসের উৎকৃষ্ট ভূমিগুলি নিজেরা ভাগ করিয়া লইবার নানা প্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল।

ষ্টলিপিনের নূতন প্রথায় ১৯০৬-১১ অব্দ মধ্যে যদিও কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের মাত্রাই অধিক হয়। রুশিয়ার গ্রাম্য সমাজ কৃষক গণ কর্ত্তৃক গঠিত। এই সমাজের ভিত্তি

'মির' বা 'কমিউন'। মিরই সমস্ত ভূমির সত্বাধিকারী। এক একটী কৃষক পরিবারে যে কয়জন কর্ম্মঠ লোক থাকিত, তদনুপাতে উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি ঐ পরিবার আবাদ করিবার জন্য প্রাপ্ত হইত। উৎপন্ন শস্য এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক পরিবারের লোকসংখ্যার অনুপাতে অংশ ভাগ করিয়া লইত। ষ্টলিপিনের ব্যবস্থায় পাঁচ বৎসরে সত্তর লক্ষ কৃষক মির ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতের মালিক হওয়ায় দলাদলি আরম্ভ হয় এবং পরিণামে সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে। বহু সংখ্যক কৃষক এ ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। পরে যখন ডুমা হইতে কৃষকদিগকে বাদ দেওয়া হইল, তখন কৃষক প্রধান রুশিয়া ধূমায়মান আগ্নেয়গিরির তুল্য হইয়া উঠিল। বহির্দৃশ্য অতি শান্ত, বিপ্লব নাই, আন্দোলন নাই, স্তব্ধ রুশিয়া স্বেচ্ছা-তন্ত্রের কঠিন আঘাতে যেন মূর্চ্ছিত। এই সময় কর্ত্তৃপক্ষ ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সহিত মিত্রতা করিল। ১৯০৭ অব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজের সহিত রুশিয়ার চির প্রতিযোগিতার অবসান হয়। পারস্যে পরস্পরের প্রভাব-সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইল। আফগানিস্থান ও তিব্বত সম্পর্কে সম্বন্ধ স্থিরতর করিয়া লইল। অবশেষে ১৯০৮ অব্দে বৃটিশ সম্রাট্ ৭ম এডোয়ার্ড রেভাল বন্দরে আসিয়া জার নিকোলাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বন্ধুতা দৃঢ় করিয়া গেলেন। কর্ত্তৃপক্ষ আজ্ঞাধীন ডুমার সম্মতিক্রমে নৌবহর পুনর্গঠন এবং সেনাবাহিনীর সংস্কার সাধনে তৎপর হইলেন।

কাউন্ট লিও টলষ্টয়ের মৃত্যু উপলক্ষে মূর্চ্ছিত রুশিয়ার চৈতন্য সঞ্চার হইতেছে বলিয়া প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯১১ অব্দে টলষ্টয়ের মৃত্যু হয়। রাজবিদ্রোহী বলিয়া ধর্ম্মযাজকগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সমাজ-চ্যুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রকাশ্যে শোক প্রকাশ করা তৎ-

কালীন গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করার তুল্য। যুবকগণ সত্যের অবতার বলিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিত। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে হৃদয়ে মহা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। ১৯০৭ অব্দে যে অবসাদ সারা দেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহা দূর হইতেছে বলিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল। এক বৎসর পরেই ধারাবাহিক যে সকল রাজনীতিক ধর্ম্মঘট সংঘটিত হইতে লাগিল, তাহাতে স্রোতের গতি ফিরিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। তৎপর ১৯১৩ অব্দে বিদ্রোহের আলোচনা প্রকাশ্যে আরম্ভ হইল। পর বৎসর বিদ্রোহের লক্ষণ স্পষ্টরূপে দেখা দিল। নগরে নগরে শ্রমিকগণ ক্রম বর্দ্ধমান উত্তেজনায় ইউরোপীয় কুরুক্ষেত্রের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত সকলকে ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ১৯১৪ অব্দের ৮ই জুলাই রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গের কারখানাগুলিতে যে বিস্তৃত ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে বিদ্রোহের ভঙ্গী অতি স্পষ্টরূপেই লক্ষিত হইয়াছিল। সারা জগত তখন একদৃষ্টে অষ্ট্রিয়া ও সার্ভিয়ার দিকে চাহিয়াছিল বলিয়া এই ব্যাপারটী লক্ষ্য করিবার অবসর পায় নাই। প্রায় ১৪০০০০ শ্রমিক এই ধর্ম্মঘটে যোগ দিয়াছিল। পুলিশের সহিত সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহার এক বিশিষ্টতা এই যে যখন ফরাসী প্রেসিডেণ্ট পইকারে রুশিয়ার রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় এই বিরাট ধর্ম্মঘট আরম্ভ করা হয়। এই ধর্ম্মঘটের রাজনৈতিক ভঙ্গী সন্দেহের অবকাশ রাখে নাই।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ

প্রাগুক্ত ধর্ম্মঘটের যদিও রাজনীতির সহিত সংশ্রব ছিল তথাপি যখন জানা গেল যে ইউরোপীয় তৎকালীন আন্তর্জাতিক বিরোধ অবাধ গতিতে সংগ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন ধর্ম্মঘটকারীগণ স্বদেশ-প্রেমের প্রবল প্রেরণায় অন্তর্বিরোধ ভুলিয়া দেশের শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে ধাবিত হয়। যে উল্লাস ও উৎসাহের সহিত রুশ জনসাধারণ যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা রুশ ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই উপলক্ষে চির বিরুদ্ধ পক্ষগণের যে মহা-মিলন সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অভূতপূর্ব্ব ও অভাবনীয়। জারের সহিত প্রজাগণের, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে জর্জ্জিয়ান দিগের সহিত রুশদিগের, ফিন্‌স্‌দিগের, ইহুদিদিগের ও পোল দিগের মধ্যে এই মিলনের আনন্দ কেবল দেশ-প্রেমের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। অতীতের সহিত সমস্ত সংশ্রব ছিন্ন করিয়া এক অভিনব যুগের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। রাজা প্রজায়, জমিদার কৃষকে, কারখানার মালিক ও শ্রমিকে বিরোধ ধারাবাহিকরূপে গত ৫০ বৎসর অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল; বিপ্লবে

বিদ্রোহে কর্তৃপক্ষ উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; অনাচার অত্যাচারে উৎপীড়ন নির্য্যাতনে প্রজামণ্ডলী উত্যক্ত হইতেছিল; অকস্মাৎ সমস্ত অবসান হইল। ভীষণ ঝড়ের পর, দিক্ সকল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে যেমন জীব মাত্রেই এক অবর্ণনীয় আনন্দে বিভোর হয়, তদ্রূপ সমগ্র রুশিয়া সহসা অন্তর্বিরোধের শান্তিতে সার্ব্বজনীন মিলনে অপার আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। যুদ্ধ ঘোষণার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে বিরাট ধর্ম্মঘট ও কর্তৃপক্ষের সহিত যে ভীষণ সংঘর্ষ সেণ্টপিটার্সবার্গে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া জার্ম্মানী আশা করিয়াছিল যে, এই অন্তর্বিপ্লবে মগ্ন রুশিয়া কখনই সময়মত যুদ্ধে যোগ দিতে পারিবে না। কিন্তু যখন যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র রুশিয়া একযোগে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, জার্ম্মানী তখন নিশ্চয়ই বিস্ময়াবিষ্ট ও হতাশে মর্ম্মাহত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বিনা অন্তর্বিপ্লবে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে এই আশায় যুব-রুশ পুলোকিত হইয়াছিল। নরম পন্থী সমাজ-তন্ত্রীগণ বিদ্রোহ করিবার দায় হইতে পরিত্রাণ পাইল ভাবিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সকলেই দৃঢ় বিশ্বাস করিল যে এই যুদ্ধ উপলক্ষে দেশের সর্ব্ববিধ উৎপাদিকা শক্তির যে বিস্তৃত আয়োজন হইবে, তাহাতে বাধ্য হইয়াই গভর্ণমেণ্ট সকলকে সর্ব্বত্র স্বাধীন ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে দিবে। আরও ভাবিয়াছিল যে, এখন যুদ্ধে লিপ্ত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ-গণ তাহাদিগের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইবে না। সুতরাং বিনা বিদ্রোহে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু রাজ-পরিষদ (Sate Council) ও আমলা-তন্ত্র বুঝিল বিপরীত। তাহারা ভাবিল প্রজাগণ তাহাদিগের স্বাভাবিক চিরাচরিত রাজ-ভক্তি প্রকাশ করিতেছে। এযাবত ছাত্রগণ কতকগুলি স্বার্থপর চক্রান্তকারী দুষ্ট লোকের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়াছিল। অকস্মাৎ এই বিপদ উপস্থিত হওয়ায়

সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে ; তাহাদের প্রকৃত স্বভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই ভ্রান্তিবশতঃ কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের সঙ্ঘবদ্ধ হইবার সকল প্রচেষ্টায় বাধা জন্মাইয়া নিরুৎসাহ করিতে লাগিল। বিদ্যালয়গুলি, বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি, জেমস্টভস্গুলি এবং ডুমা সকলেই বিভিন্ন সেনাবাহিনী গঠন করিতে উদ্যত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের বাধায় ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িল। আমলাতন্ত্র যেন দ্বেষবশতঃ আর কেহকে এই যুদ্ধে কৃতিত্বের অংশ দিতে সম্মত নহে। এই ভ্রম পরিণামে কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল। যখন ১৫ই জুলাই ডুমার অধিবেশনে সভ্যগণ সকলেই যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প বলিয়া প্রকাশ করিল এবং গবর্ণমেন্টকে প্রাণপণে সমর্থন করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিল, তখন যেন দ্বেষ বশতঃই মন্ত্রীগণ ১৯১৫ অব্দের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত ডুমা বন্ধ থাকিবে বলিয়া ঘোষণা করিল। এই অকারণ প্রতিঘাতে জনসাধারণের প্রতিনিধিগণ মর্ম্মাহত হইয়াও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া গেল না। তাহারা সাধারণ সৈন্যগণের কার্য্যকলাপ, অভাব অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট ইত্যাদি লইয়াই ব্যস্ত রহিল। কর্ত্তৃপক্ষের এই বিষদৃশ ব্যবহারের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিল না।

অতঃপর রুশিয়া (১৯১৪-১৫) মহাযুদ্ধে যাহা কিছু করিয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দিবার প্রয়োজন নাই। যুদ্ধারম্ভে রুশিয়ার বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের জন্য ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডের তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দুইটী বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিলে এই বাক্যের তাৎপর্য্য প্রতীয়মান হইবে—এক, যুদ্ধারম্ভেই প্রবলবেগে কসাক্ এবং গার্ডসদিগের পূর্ব্ব-প্রুসিয়ার মধ্যে ঝটিকার মত প্রবেশ ; আর, দ্বিতীয়টী—গ্যালেসিয়া হইতে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঘোর বিপত্তির মধ্য দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন। প্রথমটী জার্ম্মানীর পশ্চিম

সীমায় প্রগতির দুর্দ্দমনীয় বেগ প্রশমন করিয়া মিত্র শক্তিদিগকে নিশ্চিত ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করে। এই উপলক্ষে রুশিয়া যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, তাহা জগদিতিহাসে অতুলনীয়। মাশুরিয়ান্ বিলে একটী সম্পূর্ণ সেনা-বাহিনী আহুতি দিয়া মার্নের যুদ্ধে মিত্র-শক্তিদিগকে জার্ম্মান আক্রমণে বাধা দিতে সক্ষম করিয়া মহান্ আত্মোৎসর্গের দ্বারা অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু ইহাতে রুশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। মাশুরিয়ান বিলের মহা দুর্ঘটনায় সারা দেশে মহা চাঞ্চল্য দেখা দিল। বিশেষতঃ যখন প্রচার হইল যে উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারিগণ এই ব্যাপারে বিশ্বাস-ঘাতকতা ও দেশ-দ্রোহীতা করিয়াছে, তখন ভিত্তিহীন হইলেও এ সংবাদে সমগ্র রুশিয়ায় এক তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। কর্ত্তৃপক্ষ সাধারণের উত্তেজনা ও বিক্ষোভ প্রশমন করার জন্য ডুমার একটী গোপন অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন ; ফল কিন্তু বিপরীত হইল। গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ যুদ্ধের যথার্থ সংবাদ গোপন করিয়া এক মিথ্যা কৃত্রিম বিবরণ সভায় উপস্থিত করতঃ সকলেরই বিরাগভাজন হইলেন। এই অসঙ্গত ব্যবহারে সকলে রুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল যে নিষ্ঠুর কর্ত্তৃপক্ষ প্রকৃত দুরবস্থা উপলব্ধি করিতে অক্ষম ; পরন্তু মিথ্যা সংবাদ প্রচারে হৃদয়হীনতারই পরিচয় দিয়াছে। যাহা হউক এ অবস্থায়ও কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের সাহায্য গ্রহণ করিতে সম্মত হইল না। সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের পর কেবলমাত্র হাঁসপাতাল স্থাপন এবং সৈন্যগণকে অন্ন-বস্ত্র সাহায্য করিবার অনুমতি দিলেন।

১৯১৫ অব্দের বসন্তকালে যখন গ্যালেসিয়া হইতে বিপুল রুশ-বাহিনীর প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হইল, তখন গভর্ণমেণ্ট কিঞ্চিৎ নমিত

প্রয়োজনীয় সামরিক দ্রব্য-সম্ভার প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিলেন। জনসাধারণ কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট হইল না। জগৎ বিস্মিত করিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভে যে মহা-মিলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সে একতা চিরতরে ভঙ্গ হইয়া গেল। যুদ্ধের উপকরণ সংগ্রহে জনসাধারণ হস্তক্ষেপ করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল; সরকারপক্ষও উহা সম্পূর্ণ নিজ হস্তে রাখিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিল। এই ভীষণ টানাটানির ফলে সম্রাজ্ঞীর প্রভাবে এবং রাজ-পরিষদের প্ররোচনায় যুদ্ধক্ষেত্রের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃত্ব ভার জার নিকোলাস স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। নিয়তি যেন রোমানফ রাজবংশের বিলোপ সাধন জন্যই নিকোলাসের এই মতিভ্রম ঘটাইয়া ছিল। এই নিয়তিই রাসপুটীন্ নামক এক উন্মাদ ধর্ম্ম-যাজকের আকারে রাজ-সংসারে অবতীর্ণ হয়।

রাস্‌পুটীন্‌

রুশিয়ার ক্ষাত্র-শক্তির প্রতীক গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস্‌ এ যাবত সমর বিভাগের প্রধান পরিচালক ছিলেন। রাস্‌পুটীনের কুপরামর্শে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া সম্রাট্‌ যে ভ্রম করিয়াছিলেন, তাহা সংশোধন করিতে রুশ রাজবংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। গ্র্যাণ্ড ডিউকই ১৯০৭ অব্দে রাস্‌পুটীন্‌কে রাজ-পরিবারের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার ব্যবহারে ১৯১৩ অব্দে তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে বুকভরা প্রতিহিংসা লইয়া রাস্‌পুটীন ফিরিয়া আসিল। সম্রাজ্ঞী রাস্‌পুটীনের পরম ভক্ত। স্বামীর উপর ক্ষমতা পরিচালনের মূল্যবান যন্ত্র স্বরূপ রাস্‌পুটীন্‌কে রাণী অসম্ভব আদর করিতেন। রাজকার্য্যে সম্রাজ্ঞীর হস্তক্ষেপ করা গ্র্যাণ্ড ডিউক আদৌ পছন্দ করিতেন না। একারণ রাণীও গ্র্যাণ্ড ডিউক্‌কে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। রাস্‌পুটীন্‌ শত্রুতা উদ্ধার করার জন্য সম্রাজ্ঞীর সাহায্য পাইতে সহজেই কৃতকার্য্য হইল। রাণী এবং রাস্‌-পুটীনের বিজাতীয় প্রতিহিংসা গ্র্যাণ্ড ডিউককে পদচ্যুত করিতে জার

যুদ্ধারম্ভে রাস্‌পুটীন নির্ব্বাসন হইতে তারযোগে সম্রাজ্ঞীকে আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছিল ও তৎসহ জার্ম্মাণীর পরাজয় হইবে বলিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল ; কিন্তু এ কথাও জানাইয়াছিল যে গ্র্যাণ্ড ডিউক যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জার্ম্মাণীর সাহায্য করে, তবে আর উপায় কি ? ইহার পর ফিরিয়া আসিয়া সম্রাজ্ঞীকে সর্ব্বক্ষণই শুনাইতে লাগিল যে গ্র্যাণ্ড ডিউক্‌কে না তাড়াইতে পারিলে মহা বিপদ অনিবার্য্য। যুদ্ধে পরাজিত হইলে অন্তর্বিপ্লবে রুশ-সিংহাসন ধ্বংস হইবে। আর যদি যুদ্ধে জয় লাভ হয়, তাহা হইলে গ্র্যাণ্ড ডিউক যে প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিবে, তাহাতে অনায়াসেই নিজে সিংহাসন অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। রাণী ভীত হইয়া পড়িলেন। সিংহাসন রক্ষার জন্য জারকে গ্র্যাণ্ড ডিউকের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বল-চিত্ত জার নিকোলাস সম্রাজ্ঞীর প্রবল ইচ্ছা প্রণোদিত কাল্পনিক যুক্তিকেই অকাট্য মনে করিয়া নিজের এবং রাজ-বংশের সর্ব্বনাশের সূচনা নিজেই করিয়া বসিলেন। সম্রাজ্ঞী রাজকার্য্যে এবং রাষ্ট্র-নীতিতে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য চিরদিনই তৎপর ছিলেন। তিনি গ্রাণ্ড ডিউক্‌কে ঐ প্রতিষ্ঠার পথের বিষম বাধা বলিয়া মনে করিতেন ও তজ্জন্য এতই ঘৃণা করিতেন যে কখনও তাহাকে 'নিকল্‌সা' ব্যতীত নিকলাস্ বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। ঐ পথের কণ্টক দূর করিবার সুযোগ পাইয়াছেন মনে করিয়াই রাজ্ঞী অবিচারিত চিত্তে রাসপুটীনের ক্রীড়া-পুত্তলিকা হইয়াছেন। নতুবা অন্যত্র ও অন্য সময় তিনি চিত্তের ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তার যেসকল পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে কাহারও হস্তের পুত্তলিকা হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক নিয়তির অপ্রতিহত শক্তি অনিবার্য্য গতিতে

সম্রাজ্ঞীর যুক্তি আর সহজে গ্রহণ করেন নাই ; কিন্তু যখন গ্যালেসিয়ার ভীষণ দুর্ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করতঃ রাজমহিষী রাস্‌পুটীনের ভবিষ্যদ্বাণী আংশিক রূপে সাফল্য-মণ্ডিত হইতেছে বলিয়া দেখাইয়া দিলেন ও তাহাতে গ্রাণ্ড ডিউকের অযোগ্যতা অথবা দুরভিসন্ধি এতদুভয়ের একটী নিঃসন্দেহ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন, তখন আর জার গ্র্যাণ্ড ডিউকের পক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাকে পদচ্যুত করাই কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করিলেন। কিন্তু সৈন্য-বিভাগে এবং মিত্রশক্তিদিগের মধ্যে এই কর্ম্মের যে ভীষণ প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন এবং সেই ভয়ে কার্য্যভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। তখন রাস্‌পুটীন্ ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া ও ভয় দেখাইয়া যে সমস্ত পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠাইতে লাগিলেন তাহাতে তাঁহার দৃঢ়তা দীর্ঘ স্থায়ী হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠিল। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থে শেষ পত্রখানার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ২২শে আগষ্ট সম্রাট্ তাঁহার স্ত্রীর হস্তের এই পত্র পাইয়াছিলেন—

"আমার বক্তব্য ব্যক্ত করিবার ভাষা পাইতেছি না। আমার হৃদয় কানায়-কানায় পূর্ণ হইয়া উছলিয়া পড়িতেছে। আমি কেবল চাই তোমাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া তোমার কানে কানে প্রেমের, সাহসের, বলের, এবং অশেষ আশীর্ব্বাদের বাণী শুনাইতে। তোমাকে একাকী যাইতে দিতে কঠিন হইতে কঠিনতর বোধ করিতেছি। সম্পূর্ণ একাকী তুমি! কিন্তু ঈশ্বর চিরদিন অপেক্ষা অদ্য তোমার অধিক নিকটে আছেন। তুমি রাজ্যের ও সিংহাসনের জন্য একাকী অসীম সাহসে এবং দৃঢ় সঙ্কল্পে এই মহাযুদ্ধ করিতেছ। ইতিপূর্ব্বে তোমার

"প্রিয়তম! এখানে আমার দেহটা মাত্র রহিয়াছে, একথা শুনিয়া তোমার বৃদ্ধা পত্নীকে উপহাস করিও না। আমি অন্তরে পুরুষের শক্তি ধারণ করি.........তোমার শ্রদ্ধা পরীক্ষিত হইয়াছে। তুমি নগাধিরাজ তুল্য অটল রহিয়াছ; এজন্য নিশ্চয়ই তুমি ভগবৎ কৃপা লাভ করিবে। তুমি অদ্য যেখানে দণ্ডায়মান, ভগবানই তথায় তোমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তুমি তোমার কর্ত্তব্য পালন করিতেছ। আমাদের সুহৃদের (রাস্পুটীনের) প্রার্থনা দিবারাত্র তোমারই কল্যাণ কামনা করিয়া স্বর্গে ঈশ্বর সমীপে উত্থিত হইতেছে। জগদীশ্বর তাহা শ্রবণ করিবেন সন্দেহ নাই। তোমার রাজত্ব কালের গৌরবময় যুগ এই আরম্ভ হইল। রাস্পুটীন এই কথা বলিয়াছেন এবং তাহা আমি বিশ্বাস করি। সমস্তই মঙ্গলের জন্য হইতেছে। আমাদের সুহৃদবর বলেন যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মন্দ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে.........তুমি যখন যাত্রা করিবে তন্মুহূর্ত্তে আমি বন্ধুকে টেলিগ্রাম করিব এবং সে তোমার মঙ্গল চিন্তা করিবে। নিকল্সাকে ককেসাস প্রদেশে প্রেরণ করিতে বিলম্ব করিও না। ইতস্ততঃ করিলে কার্য্য নষ্ট হইবে.........তোমার হৃদয়ের ভাব আমি বুঝিতেছি। নিকল্সার সহিত সাক্ষাৎ তোমার বড়ই অপ্রিয় হইবে। এতকাল তুমি তাহাকে বিশ্বাস করিতে, কিন্তু এইক্ষণ তুমি জানিয়াছ, যাহা আমাদের বন্ধু কয়মাস পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, যে সে তোমার, তোমার রাজ্যের এবং তোমার স্ত্রীর অনিষ্ট করিতেছে। তোমার প্রজাগণ তোমার রাজ্যের ক্ষতি করিবে না। কিন্তু নিকল্সা ও তাহার দলের গুস্কভ্ (ডুমার একজন জন-প্রিয় সভ্য), রড্জিয়াঙ্কো (ডুমার সভাপতি), সামরীন্ (Procurator of the Holy Synod, যাঁহার কর্ত্তৃত্বে রাসপুটীন দ্বিতীয় বার পদচ্যুত হইয়াছিল) প্রভৃতি লোকেরাই রাজ্যের ক্ষতি করিবে।

ভয় করে। তাহারাও জানে যে যখন আমি বুঝি যে আমি ভালই করিতেছি, তখন আমার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দিতে কেহই সক্ষম নহে। তোমার সাহস ও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা তাহাদিগকে কম্পিত করিয়া তুলিতে হইবে। ঈশ্বর তোমার সঙ্গে আছেন, এবং আমাদের সুহৃদবর তোমার পক্ষে আছেন। সমস্তই ভাল হইতেছে। পরিণামে দেশ রক্ষা করিয়াছ বলিয়া সকলেই তোমাকে ধন্যবাদ দিবে; এ বিষয়ে সন্দেহ করিও না। বিশ্বাস কর তাহা হইলেই সমস্ত মঙ্গল হইবে। জানিও সেনা-বাহিনীই স্বর্বস্ব। যখন দুষ্ট দমন করিতেই হইবে তখন আঘাত না করিলে চলিবে কেন? তোমার সৈন্যগণ বাধা থাকিলে ধর্ম্মঘটকারিগণ কিছুই করিতে পারিবে না। তাহাদিগকে স্বচ্ছন্দে দমন করিতে পারিবে ও করিতে হইবে। যুদ্ধের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিগ্রহ সেণ্ট জনের এই মূর্ত্তিটী আলেক্‌সিফ্‌কে (Head of the General Stuff) দিও। তোমাকে যে মূর্ত্তিটী গত বৎসর দিয়াছি, নিশ্চয়ই সেটী তোমার কাছে আছে। তোমাকে আর একটী দিলাম না। কারণ ঐটীর সহিত আমার শুভ কামনা জড়িত রহিয়াছে; অধিকন্তু তোমার নিকট বন্ধু গ্রেগরির (রাসপুটীন্) প্রদত্ত সেণ্ট নিকলাসের মূর্ত্তি রহিয়াছে। তিনি তোমাকে রক্ষা করিতেছেন ও পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছেন। জুনা-মোঙ্কিতে প্রতি দিনই তোমার কল্যানার্থ একটী বাতি প্রদান করিতেছি। আগামী কল্য তিন ঘটিকার সময় তথায় এবং ভাজ্জিনের সমক্ষে বাতি দিব। আমার আত্মা তোমার নিকটে আছে অনুভব করিও।"

এই পত্র প্রাপ্তির পর দিবস ২৩শে আগষ্ট গ্র্যাণ্ড ডিউকের হস্ত হইতে জার স্বয়ং সমর কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

জারের রণক্ষেত্রে যাত্রার পর হইতে রাষ্ট্রক্ষেত্রে রাণীর কর্ত্তৃত্ব

তাঁহার সমক্ষে উপস্থাপিত করিতে লাগিলেন ও তাঁহার অনুগ্রহ লাভের জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ সমস্ত রাজকার্য্য তাঁহার এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণের হস্তেই ন্যস্ত হইল। বিনা প্রকাশ্য কারণে মন্ত্রীর পর মন্ত্রী পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিগণ কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দিল। রাসপুটীনের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা থাকা না থাকাই নিয়োগ ও পদচ্যুতির হেতু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল।

রাজ্ঞীর উপর রাস্‌পুটীনের প্রভাব এবং ১৯১৫ অব্দ হইতে বিদ্রোহ আরম্ভ হওয়া পর্য্যন্ত সম্রাজ্ঞীর ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করিলে মনোবিজ্ঞানের একটী কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়। সম্রাজ্ঞীর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি সম্রাট্‌কে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস কুসংস্কারের বশে রাস্‌পুটীনের পদতলে সেই ইচ্ছাশক্তিকেও অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে তাহার হস্তের ক্রিড়ণক করিয়া রাখিয়াছিল। সম্রাটের ঘনিষ্ট আত্মীয়গণ অনেকেই রাজপরিষদে (State Council) স্থান পাইতেন না। সকলেই রাস্‌পুটীনের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেন। রাস্‌পুটীনের প্রভাব-প্রতিপত্তি যে কেহ অপছন্দ করিতেন, তাঁহারই পরিষদে স্থান হইত না। এ অবস্থায় রাজকার্য্যে জারের কর্ত্তৃত্ব শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি স্বেচ্ছায় এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেন না। গভর্ণমেণ্টও এইসকল কারণে ক্ষমতা পরিচালনে অক্ষম হইয়া পড়িল। কোনও নীতিই স্থির রহিল না। অনুরক্ত রাজভক্তগণ সকাতরে সম্রাট্‌কে অনুরোধ করিতে লাগিল "এখনও একটী নীতি স্থির করিয়া দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করতঃ রাজ্য রক্ষা করুন।" কিন্তু হায়! একবার ঘুণ ধরিয়াছে, ক্ষয় আরম্ভ হইয়াছে, কার সাধ্য বাধা দেয়। অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে ১৯১৬ অব্দে সমর-মন্ত্রণা-সভায় ডমার সমর-কমিশনের সভাপতি গুস্কভ অতি দুঃখের

সহিত বলিয়াছিলেন "আমাদের গভর্ণমেণ্ট চালাইবার ভার যদি জার্ম্মান দিগকে দেওয়া হইত, তাহা হইলে তাহারা এই প্রকারই কার্য্য নির্ব্বাহ করিত সন্দেহ নাই।" সমস্ত সমালোচনা, সমস্ত সতর্কীকরণ বৃথা হইয়া গেল। অপ্রতিহত অদৃষ্টের হস্তে সাম্রাজ্য ন্যস্ত হইল। সম্রাজ্ঞী আসন্ন বিপদ অনুভব করিলেন সত্য, কিন্তু ভ্রম বশতঃ ডুমার সভ্যগণকে ষড়যন্ত্র-কারী জ্ঞানে তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। জনশক্তি দমন করিতে সক্ষম এইরূপ ব্যক্তির অনুসন্ধান করাই যেন প্রধান রাজকার্য্য বলিয়া গণ্য হইল। রাসপুটীনের পরামর্শ অনুযায়ী অন্ধের মত এই নির্ব্বাচন করিয়া সম্রাজ্ঞী অদৃষ্টের জটিল কর্ম্ম যেন সরল করিয়া দিলেন।

গ্র্যাণ্ড ডিউকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া অসম্ভব রূপে কৃতকার্য্য হওয়ার পর রাসপুটীন সমগ্র রাজকার্য্য পরিচালনার যন্ত্র হস্তগত করিবার উদ্দেশ্যে নানা কৌশল বিস্তার করিতে লাগিল। সরাষ্ট্র সচিব স্কার-বিটভ্ প্রমুখ রাজভক্ত মন্ত্রিগণকে ১৯১৫ অব্দে বিদায় করিল। এক বৎসর মধ্যে গ্র্যাণ্ড ডিউক কর্ত্তৃক মনোনীত সমর সচিব পলিয়ানভকে ও পররাষ্ট্র-সচিব সোজেনবকে পদচ্যুত করিল। ১৯১৬ অব্দের নবেম্বর মাসে আলেকসিফকে পদচ্যুত করিয়া উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সর্ব্বনাশের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করিল। ইহাদের পরিবর্ত্তে যে সকল লোক নিযুক্ত হইল তাহা অতি বিস্ময়কর। পলিয়ানবের স্থলে সমর সচিব হইল সুভালেভ, যাঁহার উৎকোচ গ্রহণের কাহিনীতে সারা রুশিয়া প্রতিধ্বনিত। প্রধান মন্ত্রী পররাষ্ট্র-সচিব সুজানভের স্থলে হইল ষ্টুরমার, যাহাকে সকলেই জার্ম্মানীর গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিত। সম্রাজ্ঞী রাসপুটীনের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র স্বরূপ হইয়া পড়িলেন। রাসপুটীনের একাধিপত্য সর্ব্বসাধারণের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল।

রুশ-সেনা ও দেশবাসী

১৯১৬ অব্দের শরৎকালে গভর্ণমেণ্টের আশঙ্কিত সঙ্কট কাল উপস্থিত হইল। রাজদ্রোহ সম্বন্ধে জনসাধারণ প্রকাশ্যে আলোচনা করিতে লাগিল। ত্রস্ত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষ ডুমার একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিলেন। সভাস্থলে সভ্যগণ গভর্ণমেণ্ট ও রাজ পরিষদের কার্য্যাবলী রাজ-বিদ্রোহসূচক বলিয়া স্পষ্ট ভাষায় তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনার শেষে সভ্য মিলুকফ্ এই প্রশ্ন করিয়া উপসংহার করিলেন "এই সকল কর্ম্ম মূর্খতা, না রাজ-বিদ্রোহের পরিচায়ক? বর্ত্তমান অবস্থার জন্য এ দুইটীর কোন্‌টী দায়ী?" তিনি বিনয় সহকারে মূর্খতাই ইহার কারণ বলিয়া উক্তি করা মাত্র সভা কম্পিত করিয়া সমস্বরে ধ্বনি উঠিল 'না, না, রাজ-বিদ্রোহ।' হইতে পারে এই সব মূর্খতারই পরিণাম, কিন্তু ঘটনাগুলি ভীষণ রাজ-দ্রোহসূচক বলিয়া সন্দেহ করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। রণক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে এক প্রকার নিঃসহায় অবস্থায় বিনা সাহায্যে বিনা সহানুভূতিতে ভীষণ শত্রুর সম্মুখে ফেলিয়া রাখিয়া গভর্ণমেণ্ট ও রাজপারিষদগণ তাহাদিগের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি, সর্ব্বদা

সহায়তা করিতে প্রস্তুত ডুমা, জেম্‌স্টভস্ এবং অন্যান্য জনসঙ্ঘগুলির প্রতিকুলে প্রয়োগ করিয়া যে কেবল মূর্খতার পরিচয় দিতেছিল জনসাধারণ তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত থাকে নাই। রুশ-সেনাদিগকে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে অশেষ প্রশংসা করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের শেষে ততোধিক নিন্দা করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ প্রশংসা অতিরঞ্জিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহারা যে নিন্দার পাত্র ছিল না, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। রুশ-সেনার অবস্থার অদ্ভুত বিশিষ্টতা ছিল। এ্যাংলো স্যাক্‌সন্ জাতীয় লোকেরা রুশদিগকে বুঝিতে অক্ষম। সেই জন্যই যুদ্ধক্ষেত্রের রুস সীমান্তের একটি ঘটনায় তাহারা বিস্ময়ে অভিভুত হইয়াছে ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা ধারণাই করিতে পারে না যে কি প্রকারে সৈন্যগণ জনগণের অংশ না হইয়া একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় বলিয়া রুশিয়াতে গণ্য হয় এবং তাহারাও অপনাদিগকে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করে। রাজ-সৈন্য দেশের নহে; তাহারা দেশবাসীকে রক্ষা না করিয়া নির্য্যাতনে উত্যক্ত করে। এ অবস্থায় দেশ-বাসীগণ সেনাদিগকে অত্যাচার করিবার প্রবল যন্ত্র বলিয়াই মনে করে; সুতরাং অসম্ভব ঘৃণার চক্ষে দেখে। জনসাধারণ সেনাদিগকে প্লেগের তুল্য ভয় করে এবং দুর্দ্দৈব মনে করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া সকল অত্যাচার সহ্য করে। রুশিয়াতে বাধ্যতা-মূলক সৈন্য সংগ্রহের (conscription) বিধান প্রচলিত ছিল। অসহায় জনগণ ইহা বিধি-বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করিত। ভগবান পাপের নানাবিধ শাস্তি বিধান করেন; ইহাও তন্মধ্যে একটি! সৈন্যগণকে যে প্রকার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার নামে আজ্ঞানুবর্ত্তিতা অবিচারিত চিত্তে অভ্যাস করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহার পরিণামে তাহাদিগের মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইত। যন্ত্রবৎ

আজ্ঞা পালন করিতে তাহারা অভ্যস্ত হইত। যে কোন কর্ম্মেই হউক না কেন আদেশ পাইলেই তাহারা করিতে প্রস্তুত। এই প্রকার শিক্ষা না দিলে তাহাদিগের দ্বারা স্বদেশবাসীর উপর পাশবিক অত্যাচার করা সম্ভব হয় না। এই শিক্ষা দিতে লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। নির্ম্মম কঠোর শাস্তির বিধান না করিলে মানুষকে পশু করা যায় না। সেনাগণ স্বদেশ ভক্তি বুঝে না, তাহাদিগকে বুঝিতে দেওয়াও হয় না; দেওয়া নিরাপদও নহে। শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে তাহারা শিক্ষা পায় না। তাহাদের কার্য্য আদেশ পালন করা। অতএব সম্মুখে যে কেহই থাকুক না কেন, আদেশ পাইবা মাত্র তাহার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে—ইহাই তাহাদের কর্ত্তব্য। এই জন্যই তাহারা জীবিত আছে এবং এই জন্যই তাহাদের জন্ম। যে কোন ব্যাপারে তাহাদের সহানুভূতি উদ্রেক হওয়া সম্ভব, তাহাতে তাহাদিগকে লিপ্ত হইতে দেওয়া হয় না। তাহাদিগের আপন শত্রু-মিত্র নাই। মিত্র তাহাদের উপরস্থ কর্ম্মচারী, শত্রু যাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিবার আদেশ হইয়াছে। এতদতিরিক্ত তাহারা কিছু জানিতে বা বুঝিতে পারে না। তুর্কী, জাপান, চীন কেহই তাহাদের শত্রু নয়; তাহাদিগকে তাহারা চিনেও না—কতদূরে তাহাদিগের বাস। কিন্তু তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশ হইয়াছে, অতএব তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে। স্বদেশ রক্ষা তাহাকে কোনদিন করিতে হয় নাই। পর দেশেই সে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত। অবস্থানুসারে আজ্ঞাধীনতার উপকারিতা থাকিলেও উহা সর্ব্বদাই বিষম বিপজ্জনক। ইহার ভিত্তি অতি সঙ্কীর্ণ। রুশ যুদ্ধ-শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্ম, জার এবং পিতৃভূমি এই তিনটি সৈন্যের চরিত্র গঠনের ভিত্তি বলিয়া নিরুপিত। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে পশুবল এই তিনটীর স্থল অধিকার করিয়াছে। শাস্তির

ভীতি ও বিভীষিকা স্মরণ করিয়া সে সমস্তই করিতে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত হইত। কোনও দিনই অপর কোন বৃত্তির বশে তাহাকে কার্য্য করিতে দেওয়া হয় নাই। পরন্তু তদ্বিরুদ্ধেই কার্য্য করিতে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

রাজ-সরকার এ তাবতকাল রাজ্য বিস্তারোপযোগী যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া সেনাদিগের এই অন্ধ আজ্ঞাধীনতা রক্ষা করিতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ কালে তাহা রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধ অতি মাত্রায় জনসাধারণের; সুতরাং সেনাগণের প্রতি তাহাদিগের চিরকালের ঘৃণা-বিদ্বেষ আর তাহারা পোষণ করিতে পারিল না। যুদ্ধক্ষেত্রের সান্নিধ্য এবং বিপক্ষগণও দেশের চিরশত্রু, এইসকল কারণে জনসাধারণের সৈন্যদিগের প্রতি ভয় ও ঘৃণার পরিবর্ত্তে সহানুভূতি ও ভালবাসা দেখা দিল। রাজপথে সেনাদিগের যাত্রাকালে জনসাধারণ কর্ত্তৃক উচ্চৈস্বরে অভিবাদন ও উৎসাহ দান করা রুশ ইতিহাসে এই সর্ব্ব প্রথম। সেনাগণও পূর্ব্বের ন্যায় সঙ্কীর্ণচেতা যুদ্ধ ব্যবসায়ী মূর্খ আজ্ঞাধীন যন্ত্র স্বরূপ রহিল না। এই সুবৃহৎ বাহিনীর মধ্যে লক্ষ লক্ষ নূতন কৃষক সেনা রহিয়াছে; তাহারা চিরাচরিত প্রথায় শিক্ষিত হইয়া অন্ধ আজ্ঞানু-বর্ত্তিতায় অভ্যস্ত হয় নাই। সহস্র সহস্র শিক্ষিত যুবক রহিয়াছে; তাহারা কেবল দেশপ্রেমেই মত্ত হইয়া সৈন্য-শ্রেণী-ভুক্ত হইয়াছে, অন্ধ আজ্ঞানুবর্ত্তিতার পরিবর্ত্তে ইহারা তীব্র সমালোচনা করিতে অভ্যস্ত। উপযুক্ত যুদ্ধোপকরণের, সময়োচিত সৈন্য সাহায্যের অভাব প্রভৃতি যে কোনও দোষ ত্রুটী তাহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিত, কঠোর সমালোচনা করিত এবং দেশ-দ্রোহিতাই তাহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। যে নিয়মানুবর্ত্তিতা (discipline) আজ্ঞাধীনতার

(obedience) উপর নির্ভর করে, তাহা কঠোর সমালোচনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে বাধ্য। যে দিন হইতে সমালোচনা আরম্ভ হইল, সে দিন হইতেই রুশ-বাহিনীর ধ্বংস অবধারিত হইয়াছিল। অনেক সময় কলের কামানের ভয় দেখাইয়া সেনাগণকে অগ্রসর হইতে বাধ্য করা হইয়াছে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে সেনাগণ অসীম সহিষ্ণুতা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু ধ্বংসের বীজ সৈন্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ধ্বংসের লক্ষণও ধীরে ধীরে প্রকট হইতেছিল। ১৯১৫ অব্দে গ্যালেসিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন, রুশিয়ার সমর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দুর্ঘটনা। বস্তুতঃ এই ঘটনাতেই রুশ-বাহিনী ধ্বংস হইয়াছিল। জাতীয় মনস্তত্ত্বে এই বিরাট দুর্যোগ যে অসীম বিক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া আনয়ন করিয়াছিল, তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। উপযুক্ত যুদ্ধ উপকরণ সংগ্রহ করিবার ত্রুটিতে এই মহা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষ ভুল বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার হেতু আরও গভীর ও গুরুতর। ইহার যথার্থ কারণ অনুসন্ধান করিলে রুশ-সেনার মানসিক বিপ্লব ইহার হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইতে হয়। রুশ-সেনা কর্ত্তৃপক্ষের দোষ-ত্রুটীর সমালোচনা এবং বিচার করিতে এই সর্ব্ব প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারই পরিণামে বিশাল সেনা-বাহিনীর গ্রন্থিগুলি শিথিল হইয়া পড়ে। নিয়মানুবর্ত্তিতা একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। যুদ্ধ করিতে করিতে রুশ-সেনা নেতৃবর্গকে অধিকাধিক অবিশ্বাস করিতে লাগিল। ক্রমে তাহাদের ভয় ভাঙ্গিয়া গেল। গ্যালেসিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে যেসকল কামান এবং অন্যান্য যুদ্ধোপকরণ সেনাগণ ফেলিয়া আসিয়াছিল, কর্ত্তৃপক্ষ অচিরেই তাহা পূরণ করিতে সক্ষম হইলেন ; কিন্তু সৈন্যদিগের শ্রদ্ধা পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইলেন না। ভীতি প্রদর্শন করায় বিপরীত ফল হইতে লাগিল। বিশাল রুশ-সেনা-বাহিনীর মৌলিক অংশগুলি বিধ্বস্ত হইয়া পড়িল; ধ্বংসের গতিরোধ করা অসম্ভব হইল।

বিপরীত দিক হইতে বিপ্লবের সূচনা

১৯১৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সেনাপতি ক্রিমভ্ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে সেনা-বাহিনীর প্রতিনিধি হইয়া পেট্রোগ্রাডে ডুমার সভ্যগণের সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। তিনি রাজ-পরিষদে প্রস্তাব করিলেন যে, সাময়িক অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, রিভলিউসন ব্যতীত রক্ষার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে রাজপারিষদগণ ও আমলাবর্গ স্থির করিলেন যে, জারকে পদচ্যুত করতঃ রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা এবং গ্রাণ্ড ডিউক মাইকেলকে রিজেন্ট (রাজ-অভিভাবক) করাই একমাত্র রক্ষার উপায়। ফেব্রুয়ারী মাসেই কার্য্য সিদ্ধি করিতে হইবে স্থির হইল। উদার মতাবলম্বী সম্প্রদায় এই ব্যবস্থায় সম্মত হইলেন। গোপনে অতি সতর্কতার সহিত পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যবস্থার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। ১৯১৬ অব্দের ৫ই নবেম্বর সম্রাজ্ঞী জারকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমাকে সিংহাসনচ্যুত করা এবং আমাকে কোনও সন্ন্যাসিনী-আশ্রমে (Convent) রাখিবার জন্য একটী ষড়যন্ত্র হইতেছে ; ইহা গুজব নহে জানিও।"

অকারণ মন্ত্রী পরিবর্ত্তনের যে প্রথা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, পেট্রোপভপভের নিয়োগে ইহার পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল। সাধারণের অপ্রিয় এবং সন্দেহের পাত্রকে এই গুরু দায়িত্বপূর্ণ সরাষ্ট্র-সচিবের পদে নিয়োগ করা যেন জনমত পদদলিত করিবার উদ্দেশ্যেই। অতি নীচ এবং অক্ষম ব্যক্তিকে অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার বিষময় ফল ফলিতে আরম্ভ করিল। ডুমার সভ্যগণ যতই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিত, সম্রাজ্ঞী ততই তাহাকে সমর্থন করিতেন। সে সময় সরাষ্ট্র-সচিবের প্রধান কর্ত্তব্য খাদ্য সংস্থানের সুব্যবস্থা করা। দেশময় খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল। রাজধানীর অবস্থা অত্যন্ত শঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। খাদ্য সংগ্রহ এবং বণ্টন করিবার ব্যবস্থা বারংবার পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল-; কিন্তু কোন ফল হইল না। ১৯১৬ অব্দের শরৎকালেও পেট্রোগ্রাড এবং মস্কোর নারীগণ এক একখানী রুটীর আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রহরের পর প্রহর সারাদিন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য হইত। কর্ত্তৃপক্ষ এই দৃশ্যে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন। রুটীর জন্য হাঙ্গামা হইতেই ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ হয়, ইহা স্মরণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হইলেন। এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুক্ষণ এক স্থানে বহু স্ত্রীলোক দণ্ডায়মান থাকায় অদ্ভুত অদ্ভুত গুজব সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠিল এবং বিপ্লব প্রচারও স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। কর্ত্তৃপক্ষ এই অবস্থায়ও কর্ত্তৃত্বের বিন্দুমাত্র অংশও প্রজার হস্তে অর্পণ করা সঙ্গত মনে করিলেন না। রাস্পুটীন জারকে বুঝাইল—শঙ্কটকালে কর্ত্তৃত্ব কোন মতেই হস্তচ্যুত করিতে নাই। দৈববাণীর তুল্য জার এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। রাস্পুটীন্ যেন রাজ-পরিবারের অশুভ-গ্রহ হইয়া উঠিল। তাহাকে ধ্বংস করিতে না পারিলে, সিংহাসন ও রাজ-বংশ কাহারই রক্ষা নাই।

ডুমা, মিউনিসিপালিটীগুলি ও জেমস্টভস্গুলি সকলেই জারকে আবেদন পত্র দ্বারা অনুরোধ করিতে লাগিল, "এখনও কোন যোগ্য ব্যক্তি বা সঙ্ঘের হস্তে খাদ্য সংগ্রহের ভার দেওয়া হউক; কিন্তু সেই ব্যক্তি বা সঙ্ঘের উপর যেন জনসাধারণের শ্রদ্ধা থাকে।" সেনাপতি আলেকসিফ্ এবং জারের পার্শ্বচরগণ ঐ অনুরোধ রক্ষা করিতে জারকে যৎপরোনাস্তি অনুনয় বিনয় করিল, কিন্তু সম্রাজ্ঞীর উচ্ছ্বাস-পূর্ণ আবেদন জার কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি পেট্রোপভ্পভের এই ভার হস্তেই রাখিয়া দিলেন। খাদ্য সংস্থানের এই জটিল সমস্যা লইয়া ডুমা এবং রাজকর্ম্মচারিদিগের বিবাদের মধ্যদিয়া রুশ রিভলিউসন ১৯১৬ অব্দের ১লা নবেম্বর দেখা দিল। ডুমার প্রকাশ্য অধিবেশনে মিত্র-শক্তিদিগের দূতগণের সমক্ষেই প্রধান মন্ত্রী ষ্টুমার্কে দেশদ্রোহী বলিয়া অভিহিত করা হইল। কিন্তু ইহাতেও জারিনা স্বদল বলে অটল রহিলেন। তিনি জারকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। জারের দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পেট্রোপভ্পভের অযোগ্য হস্তেই খাদ্য সংস্থান ও বণ্টনের ভার রহিয়া গেল। কিন্তু ষ্টুমার অপসৃত হইলেন। ট্রেপভ প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। ইনি ষড়যন্ত্রের বাহিরের লোক। জার কাহারও পরামর্শ না লইয়াই ইহাকে নিযুক্ত করিলেন। জারিনার কিন্তু ইহা আদৌ পছন্দ হইল না।

যাহা হউক প্রধান মন্ত্রী পরিবর্ত্তনেও অবস্থা উন্নত হইল না। ডুমা জনসাধারণের সমর্থন পাইয়া আমলাতন্ত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইল। ডুমার নিকট দায়ী থাকিবে এইরূপ গভর্ণমেণ্ট দাবী করিল। এ অবস্থায় ট্রেপভ ডুমাতে বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না। তিনি একবার দণ্ডায়মান হইয়া কি বলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু

চতুর্দ্দিক হইতে "পদত্যাগ কর—পদত্যাগ কর" বলিয়া তুমুল ধ্বনি উঠায়, তাঁহার বক্তব্য কেহই শুনিতে পাইল না। পরদিন সংবাদ পত্রে দেখা গেল তিনি বলিয়াছেন—"মিত্রশক্তিবর্গ সম্মিলিত হইয়া রুশিয়াকে তাহার চিরবাঞ্ছিত কন্‌ষ্ট্যান্টিনোপল প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।"

ট্রেপভ্ কিন্তু ভগ্নোৎদ্যম হইলেন না। তিনি জারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন যে পেট্রোপভ্‌পভ্ উন্মাদ, তাঁহাকে অবসর দেওয়া কর্ত্তব্য। জারিনাও প্রাণপণে পেট্রোপভ্‌পভ্‌কে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন যে সে উন্মাদ নহে। জারের সঙ্কল্প দৃঢ় রাখিবার জন্য তাঁহার নিকট উদ্দীপনা-পূর্ণ পত্র লিখিতে লাগিলেন। জার বিষম সমস্যায় পড়িলেন। ডুমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া সভ্যগণকে শান্ত করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মাত্রই বারংবার জারকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু জারের নিকট জারিনার অনুরোধই প্রবল হইল। ১৭ই ডিসেম্বর (১৯১৬) 'আগামী ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ডুমা বন্ধ থাকিবে' এই আদেশ দিয়া জার দৃঢ়তার পরিচয় দিলেন। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা কালে রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা রাস্‌পুটীন ঘাতকের হস্তে নিহত হইলেন। গ্র্যাণ্ড ডিউক ডিমিট্রি প্যাব্‌লোভিচ, প্রিন্স ইউসুপভ্ এবং ডুমার নরম দলের নেতা পুরিস্কোভিচ্ মিলিয়া ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। জনসাধারণ ইহাতে নিতান্ত বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। প্রজাপীড়নে জারকে উত্তেজিত করিয়া রাস্‌পুটীন্ জন-সাধারণেরই অপ্রিয় হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজবংশীয় গ্র্যাণ্ড ডিউক এবং প্রিন্সগণ তাঁহাকে হত্যা করিল কেন? হত্যাকাণ্ডের বীভৎসতা সম্বন্ধে তাহারা কিছু না জানিলেও, সন্ন্যাসীকে হত্যার জন্য অভিজাত সম্প্রদায়ের তাহার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে তাহা বুঝিল না।

রাস্‌পুটীনের দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিলেই হইত। সুদূর সাইবেরিয়ায় গোপনে প্রেরণ করতঃ সারা জীবন অবরুদ্ধ রাখিলেই পারিত। হত্যা করার কোনও প্রয়োজন ছিল বলিয়া তাহারা ধারণা করিতে পারিল না। হত্যাকারীগণ মনে করিয়াছিল যে, এই কার্য্য করিলে ইহার আঘাতে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে জারের চৈতন্য হইবে। কিন্তু তাহারা যে ভুল করিয়াছিল সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। পেট্রোপভ্‌-পভ এ যাবত সরাষ্ট্র-সচিবের পদে অস্থায়ীরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। জার তাঁহাকে ঐ পদে স্থায়ী করিলেন। ট্রেপভের স্থলে প্রিন্স গ্যালেট-সিন্‌কে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়া তিনি যে তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এক বিন্দুও বিচলিত হন নাই, তাহারই পরিচয় দিলেন। পেট্রপভ্‌পভ এইক্ষণ সম্পূর্ণ উন্মাদ রোগগ্রস্ত। তথাপি তাঁহার উপর জার এবং জারিনার এত অনুরক্ত হইয়া পড়িবার কারণ এই যে, তাঁহারা তাঁহাকে মৃত রাস্‌পুটীনের স্থলবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতেন। 'তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজবংশ ধ্বংস হইবে', রাস্‌পুটীনের এই ভবিষ্যদ্বাণী রাজদম্পতী যখনই স্মরণ করিতেন তখনই তাঁহারা পেট্রোপভ্‌পভকে রাস্‌পুটীনের স্থলবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহারই মধ্যে রাস্‌পুটীন জীবিত রহিয়াছে এই ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিতেন। বিশাল রুশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও অধীশ্বরী হইয়াও তাঁহারা গ্রাম্য সাধারণ লোকের ন্যায় এতদূর কুসংস্কারাপন্ন ছিলেন!

রিভলিউসন আরম্ভ

রাজ-পরিষদ (State Council) যখন কিছুতেই রাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তন করিল না, তখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে বিদ্রোহ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। রাজ-পরিষদ কর্ত্তৃক রিভলিউসনের ব্যবস্থা প্রথমে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিল। এই ব্যবস্থায় জারকে পদচ্যুত করা, জারিনাকে কন্‌ভেণ্টে আবদ্ধ রাখা, রাজকুমারকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করা স্থিরীকৃত হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু চক্রান্তকারীগণ কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে না করিতে প্রজা-সাধারণ বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া দিল। কালের পৃষ্ঠায় নিয়তির হস্তে রুশিয়ার বিস্ময়কর-ইতিহাস লেখা আরম্ভ হইল। সকল যুগের শ্রেষ্ঠতম ও উদারতম শাসনপ্রণালীর পরীক্ষা আরম্ভ হইয়া গেল। রুশ-রাষ্ট্র-রঙ্গমঞ্চে অভূতপূর্ব্ব মহা বিস্ময়কর ও অসীম কৌতুহলোদ্দীপক অভিনয় আরম্ভ হইয়া গেল। যে মন্ত্রে জগতের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমাত্রই ভীত কম্পিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, সেই বীর্য্যশালী মন্ত্রের সাধনা রাষ্ট্র-সাধকগণ অভিনব অদ্ভুত তপস্যাবলে আরম্ভ করিল।

১৯১৬ অব্দের শেষভাগে খাদ্য সংস্থান করা একটী বিষম জটিল সমস্যায় পরিণত হয়। ইহার আশু সমাধান করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িল। সকলেরই আশঙ্কা হইল যে ডুমার আগামী অধিবেশনের দিবস (১৯১৭ অব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী) শ্রমিকগণ বিদ্রোহ আরম্ভ করিবে। ১০ই ফেব্রুয়ারী ডুমার সভাপতি রড্জিয়াঙ্কো জারের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সতর্ক করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "এখনও ডুমার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দায়িত্ব পূর্ণ শাসনভার তাহার উপর ন্যস্ত করুন; নতুবা আসন্ন ভীষণ বিপদ হইতে রক্ষার অন্য উপায় নাই। এখনও অবহিত হইলে সিংহাসন রক্ষা হইবে।" জার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখনও পেট্রোপভ্পভের পদচ্যুতির প্রার্থনা কর?" রড্জিয়াঙ্কো বলিলেন "হ্যাঁ, মহারাজ! এতকাল ইহা প্রার্থনা করিয়াছি; এইক্ষণ ইহা দাবী করিতেছি।" ক্রুদ্ধ হইয়া জার বলিলেন, "কী সাহস! এত স্পর্দ্ধা কেন?" রড্জিয়াঙ্কো বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "মহারাজ আপনি আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য। আমরা অচিরে ভীষণ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করিব; পরিণাম কি হইবে কেহই জানি না। আপনি এবং আপনার গভর্ণমেণ্ট যেভাবে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে জনসাধারণ এত ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে যে এ অবস্থায় সকলই সম্ভব।" জার তখনও বলিলেন "আমি ওসকল বুঝি না; ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছি।" ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া রড্জিয়াঙ্কো একবার শেষ চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, "আমি এখন বিদায় হই, আমার বিশ্বাস ইহাই আমার চির বিদায়। আর আমাকে আপনার নিকট রাজকার্য্যে উপস্থিত হইতে হইবে না।" জার জিজ্ঞাসা করিলেন—কেন? রড্জিয়াঙ্কো বলিলেন "মহারাজ! দেড় ঘণ্টা কাল আপনার সহিত আলাপে আমি স্পষ্ট বুঝিলাম যে আপনি অতি ভীষণ দুর্গম পথে পরিচালিত হইয়াছেন।

আপনি ডুমা ভঙ্গ (disolve) করিতে উদ্যত হইয়াছেন। সুতরাং ডুমার সভাপতিরূপে রাজকার্য্যে আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইব কি প্রকারে? কিন্তু মহারাজ! ইহা অতি তুচ্ছ কথা। ইহা অপেক্ষা গুরুতর বিষয়ে আমি আপনাকে সাবধান করিতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা, তিন সপ্তাহ মধ্যে এমন ভীষণ বিদ্রোহ-ঝঞ্ঝা আরম্ভ হইবে যে, তাহাতে আপনাকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে।" ইহা বলিয়া রড্‌-জিয়াঙ্কো বিদায় হইলেন। বিধির বিধান অখণ্ডনীয়। এত স্পষ্ট কথাও জার যেন শুনিতেই পাইলেন না। জারিনা ও পেট্রোপভ্‌পভের উক্তি তাঁহার নিকট অধিক মূল্যবান হইল। তাঁহারা বলিয়াছে যে, জনসাধারণ রাজভক্তই রহিয়াছে। ডুমাই অনর্থের মূল। স্বার্থান্বেষী ক্ষমতালুব্ধ মুষ্টিমেয় ডুমার সদস্যগণই এই গোলযোগ করিতেছে। ডুমা ভঙ্গ করিবামাত্র জনসাধারণ শ্রদ্ধাঞ্জলি সহ তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিতে পদতলে পতিত হইবে। অতএব ডুমা ভঙ্গ করাই শ্রেয়। প্রধান মন্ত্রী গ্যালেট্‌সিন্ ডুমা ভঙ্গ করিবার আদেশ-পত্র স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। তারিখ লিখিলেন না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ডুমার অধিবেশন আরম্ভ হইল, কিন্তু কোথাও বিদ্রোহের কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সকলের আশঙ্কা ভ্রান্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু ২৩শে ফেব্রুয়ারী খাদ্যের জন্য দাঙ্গা আরম্ভ হইল।

ঐ দিন প্রায় ৮০,০০০ শ্রমজীবি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পেট্রোগ্রাডের রাজপথে 'রুটি, রুটি' (bread-bread) বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিল। পর দিবস তাহাদের সংখ্যা দুই লক্ষে পরিণত হইল। রাজধানী পেট্রোগ্রাড (St. Petersburg-এর নাম ডুমার প্রথম অধিবেশনে পেট্রোগ্রাড করা হইয়াছিল) নেভা নদীর উভয় তীর

ব্যাপিয়া অবস্থিত। কতগুলি সেতু দ্বারা সংলগ্ন। পুলিশ প্রহরীগণ সেতুগুলি অধিকার করিয়া পথরোধ করতঃ দণ্ডায়মান হইলে, ক্ষিপ্ত জনসঙ্ঘ বরফের উপর দিয়া নদী পার হইল। তখন অকস্মাৎ রিভলিউসনের ভাবী পরিণতি স্পষ্ট অঙ্কিত করিয়া কতগুলি অপ্রত্যাশিত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া গেল। সশস্ত্র অশ্বারোহী পুলিশের সহিত নিরস্ত্র জনগণের রাজপথে একটী সংঘর্ষ হয়। পুলিশের আগ্নেয়াস্ত্র ভীষণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিবামাত্র এক দল কসাক সেনা অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া পুলিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালনা করিতে আরম্ভ করে। জনসাধারণ উল্লাসে ও উৎসাহে দিগন্ত কম্পিত করিয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। দলে দলে নগরবাসিগণ আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। তখন রাজপথে একটী খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হয়। পর দিবস বিদ্রোহীগণ নেভার সেতুগুলি অধিকার করে। গ্রিণেডিয়ার গার্ডস্‌এর প্যাভল্‌বস্কি রেজিমেণ্ট উন্মত্ত জনসাধারণের সহিত সংঘর্ষে জনতার উপর গুলি বর্ষণ করিবার পর নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে মুখ ভার করিয়া বারিকে (Barrack) ফিরিয়া গেল এবং সেনানীগণকে দৃঢ় কণ্ঠে বলিল যে, আর তাহারা তাহাদিগের ভ্রাতাগণকে কিছুতেই হত্যা করিতে পারিবে না। তৎপর দিবস সেনা-বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়া গেল।

ক্রমে ব্যাপার গুরুতর হইতে লাগিল। রড্‌জিয়াঙ্কো তারযোগে জারের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—"অবস্থা সাঙ্ঘাতিক, রাজধানী অরাজক, অশান্তি বৰ্দ্ধমান, রাজপথে গুলিবৃষ্টি, একদল সেনা অপর দলকে গুলি করিতেছে। সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন কোনও ব্যক্তিকে অচিরে শাসনভার দিয়া নিযুক্ত করুন ; বিলম্বে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী।" তিনি এই মর্ম্মে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেক সেনাপতির নিকটও টেলিগ্রাম করিলেন এবং অনুরোধ করিলেন যে তাঁহারা যেন এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। ব্রাসিলভ,

রুস্কি, গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাস প্রভৃতি সকল সেনাপতি জারকে তাঁহাদের সমর্থন জ্ঞাপন করিল। জার কিন্তু বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। ইহা তিনি গ্রাহ্যই করিলেন না। পেট্রোগ্রাডস্থ সৈন্যাধ্যক্ষ হাভালভ্‌কে সত্বর বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

রড্‌জিয়াঙ্কো পুনরায় তারযোগে জারকে জানাইলেন, "এখনই ব্যবস্থা করা আবশ্যক; মুহূর্ত্ত বিলম্বে সুযোগ থাকিবে না, শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত, দেশ ও রাজবংশ সঙ্কটাপন্ন।" প্রসিদ্ধ ভলিন্‌স্কি-গার্ডস্‌ নামক সেনাদলের বারিকে ঐ দিবস বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ক্রমে ঐ বিদ্রোহ সকল বারিকের সেনামধ্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

১৯১৭ অব্দের মার্চ্চ মাসের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বিদ্রোহের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠে। কর্ত্তৃপক্ষ পুলিশ প্রহরীদিগকে কলের কামান ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। নগরের স্থানে স্থানে গোপনে ঐ সকল কামান স্থাপন করা হইল। শ্রমিকগণের নেতাদিগকে বন্দী করা হইল। ৯ই মার্চ্চ পেট্রপভ্‌পভ এই মর্ম্মে এক ইস্তাহার প্রচার করিলেন যে, "বহু লোকে অন্যায় রূপে অনেক খাদ্য মজুত করিয়া রাখায় জনসাধারণের খাদ্যাভাব হইয়াছে। পেট্রোগ্রাডে প্রচুর রুটী রহিয়াছে।" জনসাধারণ উক্ত মজুত খাদ্য সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে লুণ্ঠন আরম্ভ করিল। এ যাবত কেহই জনসাধারণের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নাই। ১০ই মার্চ্চ শনিবার বিপ্লবের প্রথম রক্তধারা ক্ষরিত হইল। একজন পুলিশ প্রহরী একটী নিরস্ত্র নারীকে আঘাত করে। ইহা দেখিয়া একজন কসাক্‌ সেনা উক্ত প্রহরীকে হত্যা করিল। পর দিন পেট্রোগ্রাড দুর্গস্থ সেনাদিগকে বিপ্লব দমন করিবার জন্য আহ্বান করিলে তাহারা স্পষ্ট বলে "আমরা কিছুতেই আমাদের ভ্রাতাগণের উপর গুলি বর্ষণ করিব না।" প্রায় সর্ব্বত্রই সেনাগণকে জনসাধারণের

পক্ষাবলম্বন করিতে দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ বিচলিত হইলেন। এ সত্য গোপন করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই ভাবিয়া নিরুপায় গভর্ণমেণ্ট এক দল পুলিশ প্রহরীকে সৈন্যের পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া জনগণের উপর গুলি বর্ষণ করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু এ প্রবঞ্চনা বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। সেনাগণ পুলিশ প্রহরীদিগকে চিনিতে পারিল এবং সৈন্যবেশধারী প্রহরীগণকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। জনগণের সহিত সেনাগণ প্রকাশ্য রাজপথে সখ্য স্থাপন করিতে লাগিল। কোনও সেনাদল সুসজ্জিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ রূপে যাত্রা করিয়াছে, কোথায়ও জনতার সম্মুখীন হইয়াই সহসা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যে কেহ চাহিল, তাহাকেই হস্তের বন্দুক প্রদান করিয়া আলিঙ্গন করতঃ মুখ চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে এইরূপ ঘটনা ঘটিতে লাগিল। এই সময় বালকগণকে সরকারী রাইফেল লইয়া রাজপথে পারাবত শিকার করিতে দেখা গিয়াছে। নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অস্ত্র সংগৃহীত হইয়া গেল। কোনও কোনও স্থলে সেনাগণ সেনানীদিগকে (Officers) হত্যা করিয়া অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করতঃ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া রাজপথে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইল। বিচারালয়গুলি ও কারাগৃহগুলি অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিয়া দিল। অচিরে এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে, পুলিশ ব্যতীত আর কেহই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে রহিল না; সকলেই প্রজা পক্ষ অবলম্বন করিল।

এ সকল অশান্তি দাঙ্গা-হাঙ্গামা ক্রমেই প্রচণ্ড ভাব ধারণ করিতে লাগিল। কিন্তু সর্ব্বগ্রাহ্য একটি ভাবের অভাবে এ যাবত প্রকৃত রিভলিউসন্ আরম্ভ হইতে পারে নাই। যে দিন সন্ধ্যাকালে ডুমা ভঙ্গ করা হইল, সেই দিন সেই সময় জনসাধারণের ঐ অভাব

পূরণ হয়। ডুমা রক্ষা করিতেই হইবে—জনগণ এবং সেনাগণ ঐ এক ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অচিরে রিভলিউসন আনয়ন করিল। শ্রমিক, কৃষক এবং সেনাগণ সমস্বরে চিৎকার করিয়া "ডুমা গৃহে চল, —ডুমা গৃহে চল" (to the Duma, to the Duma) বলিয়া আকাশ, বাতাস কম্পিত করিয়া তুলিল। সে কি দৃশ্য! উন্মত্ত জনগণ সেনাগণসহ প্রচণ্ড বেগে ডুমা গৃহের দিকে ধাবিত হইয়াছে। মহা প্রলয়ের সমগ্র ধ্বংস-শক্তি আজ যেন এই জনগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিশাল জন-সঙ্ঘে মহিলা, বৃদ্ধ ও বালকগণ পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া মিলিত হইয়াছে। কি ভীষণ বিক্ষোভের মধ্য দিয়া বিদ্রোহ জন্ম গ্রহণ করে!

ডুমা জনসাধারণের এই সমর্থন পাইয়া জারের কর্ত্তৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিল। একটী অস্থায়ী কমিটী গঠন করিয়া তদুপরি নূতন গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করিবার ভার অর্পণ করিল। সকল রাজনীতিক সম্প্রদায়ের লোকই এই কমিটীতে স্থান পাইল। রড্‌জিয়াঙ্কো নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। নির্ব্বিবাদে কার্য্যোদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে এই কমিটী প্রথমেই জারের পক্ষাঘাতগ্রস্ত গভর্ণমেণ্টের সহিত নিষ্পত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইল। প্রধান রাজমন্ত্রী গ্যালেটসিন্, জননায়ক রড্‌জিয়াঙ্কো এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল—এই তিন জনে একত্রে সকল দিক আলোচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সকলে মিলিত হইয়া জারকে অবিলম্বে একটী দায়িত্বপূর্ণ গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার জন্য পরামর্শ দিবেন। পুরাতন গভর্ণমেণ্ট ভঙ্গ করিয়া ডুমার অভিমতানুসারে একটী গভর্ণমেণ্ট গঠন জন্য আবশ্যকীয় আদেশপত্র চাহিয়া রড্‌জিয়াঙ্কো তারযোগে জারের নিকট আবেদন করিলেন। গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল টেলিফোনে সেনাপতি আলেকসিফ্‌কে জানাইলেন যে, অবিলম্বে জারকে

নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠন করিবার উপদেশ দিয়া সঙ্কট হইতে উদ্ধার না করিলে ধ্বংস অনিবার্য্য। আলেক্‌সিফের বিবৃতি পাঠ করিয়া জার তাঁহাকে জানাইলেন যে, গ্র্যাণ্ড ডিউকের মূল্যবান উপদেশের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলা হউক যে, জার তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য উত্তম রূপে অবগত আছেন। পরক্ষণেই প্রধান মন্ত্রী গ্যালেটসিনের টেলিগ্রাম জারের হস্তগত হইল। তাহাতে রাজ্য ও রাজবংশ রক্ষা করিতে হইলে গ্র্যাণ্ড ডিউকের উপদেশ গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় নাই বলিয়া জারকে তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সানুনয় অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহার পর জার জারিনাকে তারযোগে কি জানাইলেন, আর জারিনা তাহার কি উত্তর দিয়াছিলেন, ইতিহাস সে বিষয়ে নির্ব্বাক্; কিন্তু পরক্ষণেই জার গ্যালেট্‌সিন্‌কে সংবাদ দিয়াছিলেন যে 'গভর্ণমেণ্টের কোনও পরিবর্ত্তন করা হইবে না। সেনাপতি আইভেনব একদল বিশ্বস্ত সেনা সহ পেট্রোগ্রাডে প্রেরিত হইতেছেন এবং এইক্ষণ হইতে গ্যালেট্‌সিনকে অনন্যাধীন সর্ব্বনিয়ন্তা (Dictator) বরণ করা হইল।'

জার নিকলাস সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী

এই সকল আবেদন নিবেদন অনুনয় বিনয় প্রত্যাখ্যান কর্ম্মায় আলেকসিফ্ প্রভৃতি সেনানায়কগণ জারকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, "এইক্ষণ আপনার মাত্র দুইটী পন্থা আছে ; যে কোনও একটী অবলম্বন করা আবশ্যক। হয় আপনি জনসাধারণের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য স্বয়ং রাজধানীতে গমন করুন ; নতুবা জনমত উপেক্ষা করিবার সমর্থন লাভ করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা-বাহিনীর মধ্যে স্বয়ং গমন করুন। জনমত উপেক্ষা করিয়া আপনার পেট্রোগ্রাড গমন নিতান্ত বিপজ্জনক।" জার ঐ উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া স্ত্রী এবং পুত্রগণের নিকট যাইবার মানসে ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রাতে মহিলেভ্ ষ্টেশন হইতে যাত্রা করিলেন। অব্যবহিত পরেই রডজিয়াঙ্কের শেষ টেলিগ্রাম আসিয়াছিল "রিভ-লিউসন পূর্ণ বেগে চলিয়াছে। মন্ত্রীগণ ধৃত হইতেছেন, রাজকার্য্য স্থগিত রহিয়াছে, ডুমা একটী কমিটি গঠন করিয়াছে। রাজ-কর্ম্মচারিদিগের হত্যা নিবারণ করিবার জন্য ও সাময়িক উত্তেজনা প্রশমন জন্য ঐ কমিটী গভর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে।" এই টেলিগ্রাম পাইয়া

আলেকসিফ প্রমুখ সেনাপতিগণ প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিলেন "সম্ভবতঃ জারের গাড়ী রাজধানী পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিবে না।" বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। মহিলেভ হইতে প্রেট্রোগ্রাডের অর্দ্ধপথে তাঁহার ট্রেণের গতিরোধ করা হইল। ইহার কারণ এই বলা হইল যে, সম্মুখে একটী সেতু ভগ্ন হইয়াছে। তাঁহার ট্রেণখানি লাইন পরিবর্ত্তন করিয়া একটী দীর্ঘ পথে চালনা করা হইল। পুনরায় 'ঘোলাগো' ষ্টেশনে ট্রেণের গতিরোধ এবং পরিবর্ত্তন করিয়া ১লা মার্চ্চ সন্ধ্যাকালে 'স্কভ' ষ্টেশনে উপস্থিত করা হইল। এই দুই দিনে সুকৌশলে আত্মীয়-স্বজন, সেনাপতিগণ ও সেনাবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া জারকে একেবারে নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় করা হইল।

২৮শে ফেব্রুয়ারী জার যখন পেট্রোগ্রাড অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন সেনাপতি হাবলভ, সমর-সচিব বেলিয়েভ এবং গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল পেট্রোগ্রাডে চারি দল পদাতিক সৈন্য, এক দল কসাক, দুইটী কামানের ব্যাটারী এবং কলের কামানের একটী প্লেটুনসহ আড্‌মিরালটী গৃহে গিয়া আশ্রয় লইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে এই গৃহটীর সুবিধাজনক অবস্থান তাঁহাদিগকে জনসাধারণের সকল প্রকার আক্রমণ ব্যর্থ করিতে সমর্থ করিবে। অন্যান্য মন্ত্রীগণ কেহ পলায়ন করিয়াছেন, কেহ ধৃত হইয়া ডুমার সমক্ষে বিচারার্থ নীত হইয়াছেন। আড্‌মিরালটী গৃহে যুদ্ধোপকরণ এবং খাদ্যের অভাব হইয়া পড়িল। হাবলভ্‌ প্রভৃতির অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে বিদ্রোহী সেনাগণ কামান লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারাও পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। জারের গভর্ণমেণ্ট নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

এদিকে জারের ট্রেণ চলিতে লাগিল। ষ্টেশনে ষ্টেশনে স্থানীয় শাসনকর্ত্তা এবং পুলীশ কর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যথারীতি সম্মান প্রদান করিতে লাগিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে কেহই তাঁহাকে রাজধানীর যথার্থ সংবাদ দিতে পারে না। ভিয়াস্‌মাস্ ষ্টেশন হইতে অপরাহ্ন ৩ ঘটিকার সময় তিনি জারিনাকে এক টেলিগ্রাম পাঠাইলেন —"অদ্য প্রাতে পাঁচ ঘটিকার সময় যাত্রা আরম্ভ করিয়াছি। আমার মন তোমার কাছে পড়িয়া আছে; আকাশের অবস্থা কি মনোরম! আশা করি তুমি সুস্থ ও শান্তিতে আছ; যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেক সেনা পাঠাইয়াছি। নিকির ভালবাসা লও।" এই টেলিগ্রামখানির ভাষা হইতে জারের নিরুদ্বিগ্ন চিত্তের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই নিশ্চিন্ত ভাব চলিতে লাগিল। তাঁহার ট্রেণের পুনঃ পুনঃ গতি পরিবর্ত্তনেও এ ভাবের বিপর্য্যয় হয় নাই। সেনাপতি ডুবেন্‌স্কি সঙ্গে ছিলেন। তিনি গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী ঐতিহাসিক। তিনি লিখিয়াছেন, "জার একজন অসম সাহসী পুরুষ। অভ্যাস মত যথারীতি আহার-নিদ্রাদি সমাধা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে বাক্যালাপে পরিতুষ্ট করিতেছিলেন।" ট্রেণ স্কভ ষ্টেশনে থামিলে অবস্থার গুরুত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তথায় জেনারেল রুস্কি জারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জনসাধারণের সমস্ত দাবীগুলি পূরণ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন জার রড্‌জিয়াঙ্কোর নিকট টেলিগ্রাম করিলেন, "দেশ রক্ষার জন্য এবং প্রজাগণের সুখের জন্য তোমাকে মন্ত্রীসভা গঠন করিবার আদেশ দিতেছি। কিন্তু সমর-সচিব, নৌ-সচিব এবং পররাষ্ট্র-সচিব আমি স্বয়ং মনোনীত করিব।" রড্‌জিয়াঙ্কো উত্তর দিলেন, "আপনার

সামান্য সামান্য অধিকার দানে গণদেবতা তুষ্ট হইবে না। আপনার একমাত্র পন্থা, সিংহাসন ত্যাগ করিয়া রাজকুমারকে তথায় স্থাপন করিয়া গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেলকে শিশু রাজার অভিভাবক নিয়োগ করা।” এই টেলিগ্রাম রণক্ষেত্র হইতে গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাস প্রমুখ সাত জন সেনাপতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। সেই সময় ইহাও প্রচারিত হইয়াছিল যে, ডুমা দুই জন সভ্য গুস্কভ ও শুলগিন্‌কে সিংহাসন-ত্যাগ-পত্র গ্রহণ করাইবার জন্য জারের নিকট পাঠাইতেছে। অযথা অবমাননা হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অভিপ্রায়ে ইতিপূর্ব্বেই জার তাঁহার সিংহাসন ত্যাগের সংবাদ তারযোগে ডুমাকে জ্ঞাপন করিলেন। জারের পার্শ্বচরগণ এই পদত্যাগে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। ভইকভ্ সংবাদ পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে জারের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং যাহাতে এই টেলিগ্রাম প্রেরিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। জার অনুমতি দিলেন। ভইকভ তৎক্ষণাৎ নারিস্কিন্‌কে দৌড়াইয়া গিয়া টেলিগ্রাফ আফিসে উহা স্থগিত রাখিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু নারিস্কিন তথায় পৌছাইবার পূর্ব্বেই টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়া গেল! নারিস্কিন ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাগমন করিয়া সকলকে এই সংবাদ দেওয়ায়, তাঁহারা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—“সমস্ত শেষ হইয়া গেল।” এই ঘটনার অর্দ্ধঘণ্টা পরে জার তাঁহার ট্রেনের নিকটে প্লাটফরমে পাদচারণ করিতে করিতে দেখিলেন গাড়ীর বাতায়নে ডুবেন্‌স্কি অশ্রুমোচন করিতেছেন। জার তাঁহার দিকে চাহিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। ডুবেন্‌স্কি লিখিয়াছেন, “হয় ইহা অতিশয় মানসিক বলের পরিচয়, নতুবা সকল বিষয়ে অস্বাভাবিক তাচ্ছিল্যের প্রমাণ। কোনো সেনাপতি তাহার অধীনস্থ বাহিনীর নেতৃত্ব ত্যাগ করিতে যে চাঞ্চল্য অনুভব করে, সম্রাট তাঁহার সিংহাসন

ত্যাগ করার কালে ততটুকু চাঞ্চল্যও অনুভব করেন নাই।" ডুমা হইতে প্রেরিত সভ্যগণ উপস্থিত হইলে বুঝা গেল যে, ডুমা মনে করিয়াছে—রাজবংশের ধারা বিপর্যয় না করিয়া মাত্র জারকে সিংহাসনচ্যুত করিলেই তৎকালীন উচ্ছৃঙ্খল অবস্থার উপসম করা সম্ভব হইবে। ট্রেনে কর্ম্মচারীবৃন্দের সমক্ষেই জার এই প্রতিনিধিদ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। একটী ছোট টেবিলে সম্রাট্, গুস্কভ এবং শুল্গিন্ তিনজনে ঘিরিয়া বসিলেন ; কর্ম্মচারিগণ দণ্ডায়মান রহিলেন। ধীর স্থির এবং উত্তেজনাশূন্য ভাষায় আদব-কায়দা শুদ্ধ রাখিয়া জার কথা বলিতে লাগিলেন। গুস্কভ বলিলেন, "দেশ রক্ষা করিবার জন্য আবশ্যক সদুপদেশ দিতে ডুমা কমিটীর পক্ষ হইতে আমি আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি। পেট্রোগ্রাড্ সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহিগণের হস্তগত হইয়াছে। রণক্ষেত্র হইতে তথায় সৈন্য প্রেরণ করা বৃথা ; কারণ যে মুহূর্ত্তে সেনাগণ রাজধানীর বায়ু সেবন করিবে তন্মুহূর্ত্তেই তাহারা বিদ্রোহিদিগের সহিত যোগদান করিবে।" সেনাপতি রুস্কি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই কথা সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন যে, রণক্ষেত্র হইতে সেনা পাঠাইতেও তিনি অক্ষম। গুস্কভ্ আবার বলিতে লাগিলেন, "অতএব এ অবস্থায় বিবাদ করা বৃথা। আমরা উপদেশ দিতেছি যে, আপনি সিংহাসন ত্যাগ করুন। অবশ্য যে কার্য্য করিতে আপনাকে বলিতেছি, তাহার গুরুত্ব আমি বিশেষ উপলব্ধি করিতেছি। কিন্তু নিরুপায় হইয়া নিঃস্বার্থ ভাবে একমাত্র দেশের কল্যাণের জন্যই এই প্রস্তাব করিতে সাহসী হইয়াছি। আমরা আশা করি না যে, আপনি এই মুহূর্ত্তেই ইহাতে সম্মত হইবেন। আপনাকে চিন্তা করিবার উপযুক্ত সময় দিতে আমরা প্রস্তুত ; কিন্তু যাহা হয় অদ্য রাত্রেই জানাইয়া

এ বিষয়ে অগ্রেই বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করিতে মনস্থ করিয়াছি।” তখন গুস্কভ্ বলিলেন যে, ‘যাঁহারা দেশকে এই ভীষণ তুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের হস্তে ভাবী জারের শিক্ষা-দীক্ষার ভার অর্পণ করা ডুমার মত নহে। অতঃপর আপনাকে রাজকুমারের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইবে।” জার বলিলেন “আমি একমাত্র পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে সম্মত নহি। আমি সিংহাসন আমার ভ্রাতা মাইকেলকে অর্পণ করিলাম।” ডুমার প্রতিনিধিদ্বয় এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; এবং সিংহাসন ত্যাগ পত্রের একখানি পাণ্ডুলিপি জারের হস্তে দিলেন। জার উহা লইয়া উঠিয়া গেলেন। দেড় ঘণ্টাকাল মধ্যে উহা টাইপ করাইয়া স্বাক্ষর করতঃ আনিয়া দিলেন। এই পদত্যাগপত্রের এক খণ্ড প্রতিলিপি সেনাপতি রুস্কির হাতে দিয়া গুস্কভ এবং শুলগিন পেট্রোগ্রাড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জারের ব্যবহারে তাঁহারা বিস্মিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা জানিতেন না যে, ইতিপূর্ব্বে জার তার-যোগে পদত্যাগ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পেট্রোগ্রাডে যখন গুস্কভ উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় জারের সিংহাসন-ত্যাগ-সংবাদ কেহ গ্রাহ্যও করিল না। জনসাধারণ তখন রাজতন্ত্র সংরক্ষণ জন্য অযথা তৎপর বলিয়া ডুমার প্রতি দোষারোপ করিতেছিল। ডুমার উপর এই জন্য তাহারা এত গুরুতর আক্রমণ করিয়াছিল যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া নূতন জার চতুর্থ আলেকজেণ্ডারকে (গ্র্যাণ্ড ডিউক মাইকেল) পদত্যাগ করিবার নিমিত্ত সভায় উপস্থিত হইতে আহ্বান করিলেন। রাজতন্ত্র অথবা প্রজাতন্ত্র কোন্ তন্ত্রানুযায়ী অতঃপর রাজ্যশাসন হইবে, ইহা স্থির করিবার ভার জনসাধারণের প্রতিনিধি সভার উপর অর্পিত হইল। জার আলেক-

আলেকজেণ্ড্রা নামক রাজপ্রাসাদে বন্দী করা হইল। জার ৪র্থ আলেক-জেণ্ডারের সৌভাগ্য, তিনি ইউরোপের পশ্চিম প্রদেশে পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন।

রিভলিউসনের প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত

বর্ত্তমান রিভলিউসনের পূর্ব্বে রুশিয়াতে জাতীয়তা বোধ বলিতে কিছু ছিল না। পুরুষানুক্রমে রুশবাসিগণ কোনও দিন দেশাত্মবোধের আনন্দ অনুভব করে নাই। জননী জন্মভূমির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য তাহাদিগের জীবনের একটা নূতন দিক এই রিভলিউসনে উন্মুক্ত হইল। তাহারা যে একটা জাতি এবং রুশ দেশ তাহাদের মাতৃভূমি—এ নূতন অনুভূতির উন্মেষে তাহারা যেন নূতন জীবন লাভ করিল। এতকালের সুদূরস্থিত পরভাবাপন্ন গভর্ণমেণ্ট এখন তাহাদের অতি নিকট ও আপন হইয়াছে। রুশিয়া চিরদিন আদর্শবাদী। শতাব্দীর পর শতাব্দী সে সত্যের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। এক দিন সত্য লাভ হইবে, এই আশায় সে কোন দিনই নিরুৎসাহ হয় নাই। রিভলিউসন তাহার আশাপূর্ণ করিল, তাহার বিবেক মুক্তিলাভ করিল, সে সত্যের দর্শন পাইল।

রিভিলিউসন কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন করিল! গভর্ণমেণ্ট এবং প্রজাগণ মধ্যে যে তীব্র বৈর ভাব, বিভিন্ন সাম্প্রদায় মধ্যে যে পরস্পরের হিংসা-

দ্বেষজনিত ভীষণ শত্রুতা এতকাল প্রজ্জলিত ছিল, অকস্মাৎ যেন কোন্ যাদুকরের মন্ত্রে সে সমস্ত নির্ব্বাপিত ও শান্ত হইয়া গেল! তৎপরিবর্ত্তে আনন্দের ও প্রেমের স্রোত সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। কিন্তু হায়! এই আনন্দ ও শান্তি বহুকাল স্থায়ী হইল না। এই অবস্থা ধ্বংস করিবার বীজ অন্তরে ও বাহিরে লুক্কায়িত ছিল। ম্যাক্‌সিম গর্‌কি রুশিয়ার মুক্তি উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় সকলকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়াছিলেন—"এই কয় বৎসরের যুদ্ধে রুশ সভ্যতা কত জীর্ণ, কত রুগ্ন, তাহা স্পষ্ট প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমরা মুক্তির জন্য বুভুক্ষু হইয়াছিলাম; কিন্তু আমাদের অরাজকতা প্রবণতা মুক্তিকে পাছে গ্রাস করিয়া ফেলে—ইহাই আশঙ্কা।" গর্‌কি যে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, অল্পকাল মধ্যেই তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শাসনক্ষমতা লাভে জনসাধারণ প্রকৃত প্রস্তাবে এক বিন্দুও মুক্তিলাভ করে নাই। তাহারা যে অসহায় দরিদ্র চির বুভুক্ষু রহিয়া গেল, এই কথা বুঝিয়াই গর্‌কি ভীত হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, গণদেবতা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইবে। বহুকালের কঠিন দাসত্বের পর সে মুক্ত হইবার পথে অগ্রসর হইয়াছে; তাহাকে বঞ্চিত করিতে কেহই সমর্থ হইবে না। যতকাল সে বুঝে নাই, ভাবে নাই, মুক্তির স্বাদ জানে নাই, ততকাল সে নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্র বিষয়ে নির্লিপ্ত রহিয়াছে। কিন্তু আজ সে বুঝিতে পারিয়াছে—কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার স্থান কোথায়। মুক্তির আনন্দে তার প্রাণ ভরপুর। দেশ তাহার, সেও দেশের—ইহা সে বুঝিয়াছে। তাহার দেশের শাসন সংরক্ষণ সে নিজেই করিবে, নতুবা তাহার জীবন ব্যর্থ। রিভলিউসনের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিয়া অভিজাত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কৃতকার্য্য হইতে পারিল না।

বুখারিন্
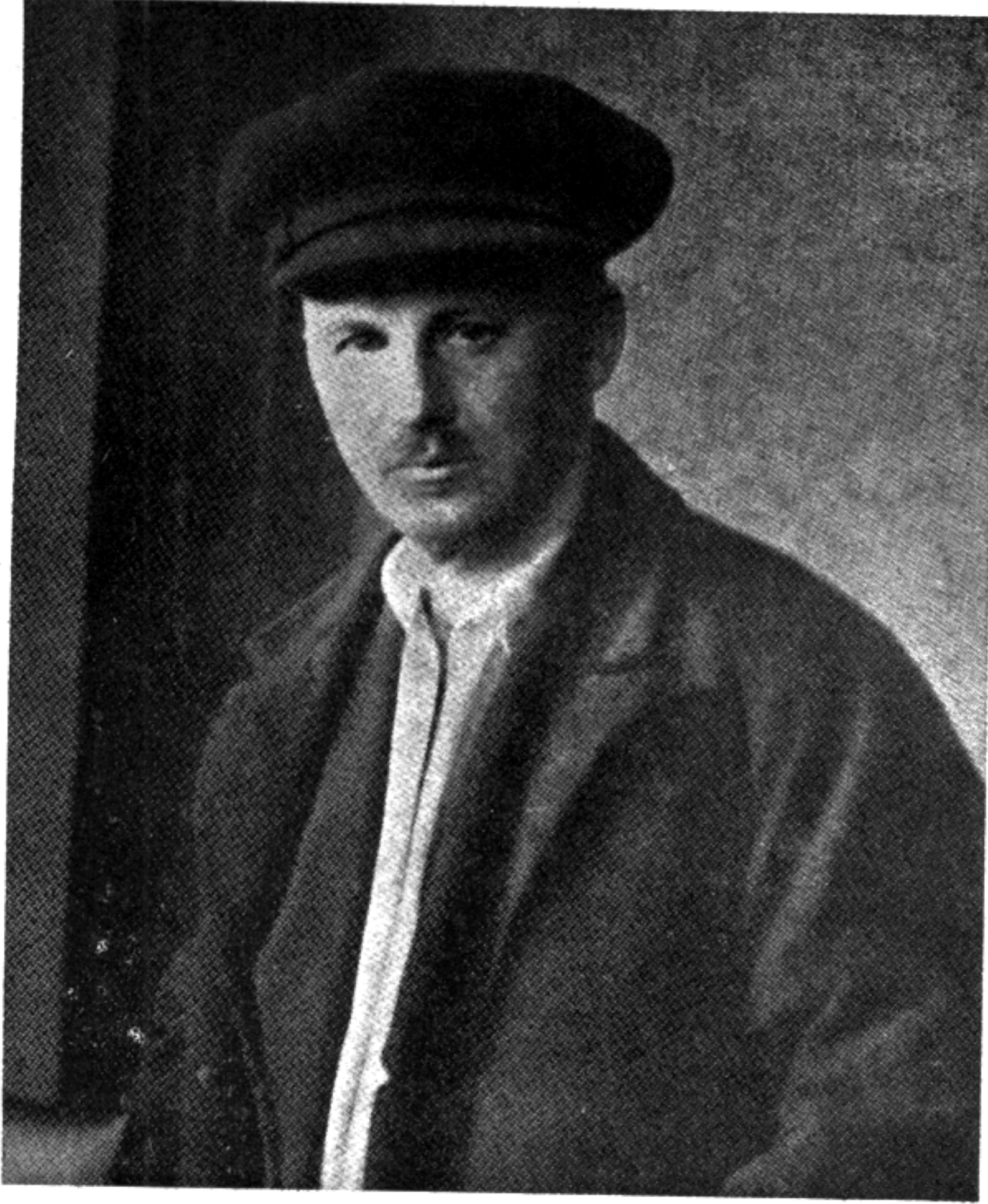
জার গবর্ণমেণ্টের শাসন পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিয়া ডুমা ও অভিজাতবর্গ যে প্রথম ব্যবস্থা করিল, গণ-শক্তির নিকট তাহা দুই দিনের বেশী টিকিতে পারিল না। প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ লইয়া বিষম মতভেদ আরম্ভ হইল। সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বিরোধ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদিগের মধ্যে কোনও প্রকার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা রহিল না।

মহাযুদ্ধ চলিবে, কি শান্তি স্থাপন করিতে হইবে, এই প্রশ্ন লইয়া প্রথম বিরোধ দেখা দেয়। শ্রমজীবিরা, কৃষকগণ এবং সেনাবাহিনী যুদ্ধ চালাইতে অসম্মত। মধ্যবিত্তগণ, অভিজাতবর্গ, সেনানায়ক এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যুদ্ধ চালাইবার পক্ষপাতী। বলশেভিক সম্প্রদায় সকল কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত এই বিবাদের মীমাংসা হইল না। রিভলিউসন আরম্ভ হওয়ার এক পক্ষকাল মধ্যেই স্পষ্ট বুঝা গেল যে, জনসাধারণ এবং সেনাগণ অচিরে যুদ্ধ বন্ধ করিতে উদগ্রীব। কি উপায় অবলম্বন করিলে উহা সম্ভব হইবে, এই প্রশ্নের মিমাংসা লইয়া পুনরায় মতভেদ আরম্ভ হয়। অল্প সংখ্যক বলিল "যে প্রকারেই হউক নিবৃত্ত হইব।" বহু সংখ্যক বলিল "তাহা অসম্ভব। যে হেতু আমাদিগের রিভলিউসনের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে এবং ইহা যুধ্যমান সকল পক্ষকেই শান্তি স্থাপনে সুযোগ প্রদান করিয়াছে।" এই শেষ পক্ষই 'শ্রমজিবী' ও সেনাদিগের প্রতিনিধিগণের সভা (Soviets of Workers and Soldiers' Deputies) নামে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিয়াছিল।

পেট্রোগ্রাড সোভিয়েট সারা জগতের জনসাধারণের অবগতির জন্য সুযুক্তিপূর্ণ এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিল। "কেহ পররাজ্য অধিকার করিতে পারিবে না এবং কেহ ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে

না" এই নীতি অবলম্বন করিয়া শান্তি স্থাপন করিবার জন্ত যুধ্যমান সকল দেশের অধিবাসীদিগকে উক্ত ঘোষণাপত্রে অনুরোধ করা হইয়াছিল। সমগ্র রুশিয়া এই প্রস্তাব দৈববাণী স্বরূপ মনে করিয়া মহোৎসাহে উহা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইল; কিন্তু মিত্রশক্তিগণ (the allies) ইহা অবাস্তব আদর্শবাদ বলিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। ইহার পরিণামে মিত্রশক্তিবর্গ হইতে রুশিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। রুশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট উক্ত ঘোষণাপত্রের প্রস্তাব গ্রহণ বা ত্যাগ কিছুই করিতে না পারিয়া বিষম সঙ্কটে পড়িয়া গেল। প্রায় এক পক্ষকাল ইতস্ততঃ করিয়া পররাষ্ট্র-সচিব মিলুকভ্ মিত্রশক্তিদিগকে এই নীতি অবলম্বন করিলেন বলিয়া জানাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মিত্র রাজ্যস্থ রুশ দূতদিগকে উপদেশ দিলেন যে, যদিও এই নীতি রুশিয়া অবলম্বন করিল, তথাপি পূর্ণ উদ্যমের সহিত যুদ্ধ চালাইতে তাহারা বাধা করিবে না, এই কথা তাহারা যেন মিত্রশক্তিদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেয়। রুশ জনসাধারণ এই চাতুরী বুঝিতে পারিল। তাহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া মিলুকভ্ এই দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ব্যবহার করিয়াছে—ইহাতে তাহারা ক্রুদ্ধ হইল।

এই মিলুকভ্-কাণ্ডে কল্পনাক্ষেত্র হইতে রিভলিউসন বাস্তব ক্ষেত্রে উপনীত হইল। এক দিকে জনসাধারণ এবং অপর দিকে অভিজাতবর্গ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও সেনানীগণ। দুই পক্ষে ভীষণ সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। মনে হইল যেন রুশজাতি নির্ম্মূল হইতে চলিয়াছে। অচিরে অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মিত্র-শক্তিদিগের সহিত কোনও প্রকারে একমত হইতে না পারায়, চরমপন্থী সমাজ-সাম্যবাদীগণ (Extreme Socialists) যারপরনাই আনন্দিত হইল। তাহারা সুযোগ পাইয়া কার্য্যোদ্ধার জন্য প্রাণপণ যত্ন আরম্ভ

করিল। দলে দলে রণক্ষেত্রে গিয়া সেনাদিগকে যুদ্ধের বিরুদ্ধ মতাবলম্বী করিতে লাগিল। নানা প্রকার যুক্তি-তর্কের বলে—যুদ্ধে তাহাদিগের কোন স্বার্থ নাই—স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিল। অধিকন্তু বাড়ী ফিরিয়া না গেলে জমি-জমার অংশ তাহাদিগের ভাগ্যে মিলিবে না, এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। সৈন্যগণ দলে দলে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল।

—•—

রিভলিউসনের দ্বিতীয় পর্ব্ব

কেরেন্‌স্কি ও লেনিন

বলশেভিকদিগের উত্তরোত্তর প্রভাব বৃদ্ধি হইতেছে এবং আপন প্রতিপত্তি দিন দিন হ্রাস হইতেছে দেখিয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ভীত হইয়া উঠিল। এ অবস্থায় রণক্ষেত্রে একবার অতি প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিতে পারিলে, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব মনে করিয়া তাহারা কেরেন্‌স্কির উপর এই অঘটন ঘটাইবার ভার অর্পণ করিল। কেরেন্‌স্কি এ সময় সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়াছিলেন এবং রুশিয়ার ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেছিল। ১৯১৭ অব্দের জুলাই মাসে সমর-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া কেরেন্‌স্কি উক্ত আক্রমণের আয়োজন আরম্ভ করিলেন; কতগুলি উৎসাহী অনুচরের সহিত বক্তৃতা দ্বারা উত্তেজনা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করিতে করিতে রণক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ উত্তেজনা ও উৎসাহ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। বক্তৃতা শুনিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইতে লাগিল; কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তিনি স্থানান্তরে গমন করিতেন তন্মুহূর্ত্তেই

তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইতে স্বীকৃত হইল না। বহু চেষ্টা করিয়া জর্জ্জিয়ান (Georgian), মঙ্গলিয়ান (Mongolian), তাতার (Tartar), উক্রানিয়ান (Ukranian) প্রভৃতি শ্লাভ ব্যতীত অপরাপর জাতীয় সেনা ও শ্লাভ্ সেনানীদিগকে লইয়া একটি শক্তিশালী ক্ষুদ্র বাহিনী প্রস্তুত করতঃ ১লা জুলাই গ্যালেসিয়ার রণক্ষেত্রে ভীষণবেগে অক্রমণ আরম্ভ করা হইল। কিছু কাল এই বাহিনী জার্ম্মানদিগকে পরাস্ত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ১৮ই জুলাই জার্ম্মানবাহিনী প্রত্যাক্রমণ আরম্ভ করে। ২১শে জুলাই হইতে রুশ বাহিনী বিপর্য্যস্ত হইতে থাকে। যে সেনাদলগুলি কেরেন্স্কির ব্যবস্থানুযায়ী আক্রমণে যোগ দিয়াছিল, তাহারা দ্রুত গতিতে ক্ষয় হইতে লাগিল। কর্তৃত্ব ও আদেশানুবর্ত্তিতা উভয়ই একযোগে লোপ পাইল। অনুনয়-বিনয়ও নিস্ফল হইতে লাগিল। বাহিনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল; দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা দেখা দিল। কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া সেনাগণকে প্রত্যাগমনের আদেশ দিলেন। এই পরাজয় সংবাদে অস্থায়ী গভর্ণমেন্টের প্রতিপত্তি একেবারেই লুপ্ত হইল। এই সুযোগে লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিকগণ শাসন সংরক্ষণের পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা আরম্ভ করিল।

যুদ্ধের প্রারম্ভে লেনিন্ সুইজারল্যাণ্ডে নির্ব্বাসন ভোগ করিতেছিলেন। তখন তাঁহার নেতৃত্বে অল্প সংখ্যক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সমাজ-সাম্যবাদী রুশিয়াতে অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিতেছিল। "জারের সেনাগণ পরাস্ত হইলে শ্রমিকগণ আনন্দিত হইবে" এই মর্ম্মে লেনিন্ প্রেরিত একখানি পত্র ১৯১৪ অব্দের নবেম্বর মাসে প্রাপ্ত হওয়ার অপরাধে ডুমার পাঁচজন বলশেভিক সভ্য ধৃত হইয়া সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত হয়। সে সময় লেনিনের বিপ্লব চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল

হয় নাই। তাঁহার প্রচারিত শ্রেণী-বিরোধ (Class War) আংশিক রূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু তিনি হতাশ হইবার পাত্র নহেন। বাধা-বিঘ্ন তাঁহার উদ্যম এবং তেজ বৃদ্ধিই করিতে লাগিল। যুদ্ধ বিরোধী সমাজতন্ত্রীদিগকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়া, তাহাদিগের সহিত শ্রেণী-বিরোধের নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। যখন রুশিয়াতে রিভলিউসন আরম্ভ হইল, তখন তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে দেখিয়া গৌরবানুভূতি ও আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন ; আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অচিরে রুশিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে,এই বিরাট রিভলিউসনের তিনিই বিধি নির্দ্দিষ্ট নায়ক। তাঁহাকে ফ্রান্স, বেলজিয়াম বা ইটালির মধ্য দিয়া যাইতে দেওয়া হইল না। তিনি এবং তাঁহার অনুচরগণ কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া এক দল সুইজ সমাজ-তন্ত্রীর সহায়তায় জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া রুদ্ধ-দ্বার-বাতায়ন রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া রুশিয়ায় যাইবার অনুমতি পাইলেন ; এবং এই উপায়ে রুশিয়ায় উপস্থিত হইলেন। শত্রু-রাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করায় রুশ বুরজোঁয়া সম্প্রদায় তাঁহার অনেক অলীক নিন্দা প্রচার করিতে লাগিল। তিনি কাইজারের নিকট উৎকোচ লইয়াছেন বলিয়া গুজব রটাইয়া সাধারণের নিকট তাঁহাকে দেশদ্রোহী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। তিনি পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হইবা মাত্র সোভিয়েট তাঁহাকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া অভিনন্দিত করিল। সেই সভায় বক্তৃতা-মঞ্চে আরোহণ করিয়া লেনিন সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, রিভলিউসনের ইহা প্রারম্ভ মাত্র, পরিণামে কেবল রুশিয়াতে নহে সারা বিশ্বে ধনীদিগের রাজতন্ত্র ধ্বংস হইবে এবং শ্রমিকদিগের হস্তে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্পিত হইবে। কৃষক ও শ্রমজীবিগণই সমাজের

ধন উৎপাদনকারী। কৌশলে তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন রাখিয়া নিষ্ঠুর স্বার্থপর মহালোভী মনুষ্যগণ এতকাল সমস্ত ধন আত্মসাৎ করিয়া আসিতেছে, এবং উক্ত ধনের প্রকৃত সত্বাধিকারীদিগকে বঞ্চিত করিয়া কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিবার উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদন দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছে। এই অবিচারের,এই অনাচারের ও এই অত্যাচারের নিরশন করিবার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান রিভলিউসন আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহারা এই নূতন বাণী শুনিয়া যদিও অনেকেই ইহার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিল, তথাপি লেনিন তাহাতে নিরুত্তম হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, বহির্জগত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নিরক্ষর কুসংস্কারাচ্ছন্ন রুশ কৃষক, শ্রমিক ও সেনাদিগকে প্রবুদ্ধ করা সহজ ব্যাপার নয়। তাহাদিগের প্রাপ্য অধিকার বুঝিবার এবং তাহা লাভ করিবার উপযুক্ত শক্তি যে তাহাদের যথেষ্ট আছে, ইহাই নানা প্রকারে সরল ভাবে তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন "এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্ট মুষ্টিমেয় ধনীগণের সংহতি মাত্র। তাহারা সরিয়া গিয়া সোভিয়েটের সভ্যদিগকে স্থান দিতে বাধ্য। শ্রমিকগণ! সেনাগণ! তোমরা দৃঢ় ও উচ্চকণ্ঠে সকলকে শুনাইয়া বল, 'রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাদিগেরই প্রাপ্য এবং কেবল আমরাই উহা গ্রহণ করিতে চাই'।" জনসাধারণ তখনও ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। তাহাদিগের ধারণা যে, এই অস্থায়ী গভর্ণমেন্টই তাহাদিগকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ দান করিতে সক্ষম হইবে। এই গভর্ণমেন্ট সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি লইয়া রাষ্ট্র-সভা গঠন করিবে; তখন তাহাদিগকেও রাষ্ট্র পরিচালনে তুল্য অধিকার প্রদান করা হইবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে উল্লিখিত কেরেন্স্কি পরিচালিত জুলাই মাসের আক্রমণ ব্যর্থ হওয়ায় লেনিনের মহা সুযোগ উপস্থিত হইল। ১৯১৭ অব্দের

৪ঠা জুলাই পেট্রোগ্রাডের কারখানার শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়া, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে রাষ্ট্র ক্ষমতা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ সেভিয়েটদিগের হস্তে অর্পণ করিবার জন্য অভিযান করে। কিন্তু তখনও পেট্রোগ্রাডস্থ সোভিয়েট মডারেটদিগের হস্তে থাকায়, জন-সাধারণ অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টকে ক্ষমতাহীন করিয়াই ক্ষান্ত না হইয়া সোভিয়েটের কার্য্যকরী সমিতিকেও পদচ্যুত করিতে চাহিল। লেনিনের বক্তৃতায় এবং কেরেন্‌স্কির উপরোক্ত ভ্রান্ত আক্রমণের ফলে জনসাধারণ আপনা হইতেই বিপ্লব-পথে যাত্রা করিয়াছিল। প্রারম্ভে নেতাগণ কেহই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই। ক্রমে যখন সকল কারখানার শ্রমিকগণ যোগ দিল, দলে দলে সেনাগণ তাহাদের সহিত মিলিত হইল এবং ক্রনষ্ট্যাড হইতে ক্রুজারে এবং ডেষ্ট্রয়ারে রক্ত ও কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন করিয়া বিপ্লবীদিগের সাহায্যার্থে নেভা নদী-বক্ষে পেট্রোগ্রাডে নৌবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন বলশেভিক নেতাগণ বিপ্লব মধ্যে নিজ নিজ স্থান করিয়া লইলেন। সকলে এক বিরাট সমারোহ করিয়া সেনা ও নাবিকগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত অবস্থায় সোভিয়েট সভা-গৃহে উপস্থিত হইল। দৃঢ়কণ্ঠে সোভিয়েট সভ্যগণকে জানাইল, "হয় আপনারা সমগ্র রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করুন, নতুবা এই মুহূর্ত্তে পদত্যাগ করুন।" রাজপথে এই অভিযানের উপর গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল। রিভলিউসনের প্রথম সহীদগণ ধরাশায়ী হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র হইতে সেনা সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এই উত্থান ব্যর্থ করিতে সক্ষম হইল। পেট্রোগ্রাডের রাজপথে রক্তনদী বহিয়া গেল। কেরেন্‌স্কির অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট বিশ্বের সকল আমলা-তন্ত্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া জাল-জুয়াচুরির ক্রুর নীতি অবলম্বন

করিবার উদ্দেশ্যে জাল দলিল-পত্র প্রস্তুত করিয়া প্রমাণ সহ প্রচার করিতে লাগিল যে, লেনিন ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ দেশের মহা শত্রু জার্ম্মানীর বেতনভোগী গুপ্তচর। অচিরে ইহার বিষময় ফল ফলিল। সেনাগণ এত দিন বলশেভিকদিগকে সাহায্য করিতেছিল, এইক্ষণ তাহাদিগকে ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। লেনিন এবং জিনভেফ আত্মগোপন করিলেন। ট্রট্স্কি প্রমুখ কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। বলশেভিক সংবাদপত্র 'প্রাভডা'র প্রচার বন্ধ করা হইল। উন্মত্ত জনমণ্ডলী ইহার ছাপাখানা, কর্ম্মস্থল ইত্যাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শত্রুদমন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল। ছল-চাতুরী দ্বারা প্রবঞ্চনা করিয়া ক্ষণকালের জন্য লোক ভুলাইতে পারা যায়, কিন্তু শীঘ্রই ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করে। ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্বকৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য জনগণ অস্থির হইয়া পড়িল। অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ও সোভিয়েটের মডারেট সভ্যদিগের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে তাহাদিগের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। লেনিনের কর্ম্মের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল।

অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট মধ্যেও অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। কেরেন্স্কি এবং প্রধান সেনাপতি কর্নিলভ্ উভয়ে একযোগে রিভলিউসনের এই ধারাটী রোধ করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। তাহারা স্থির করিলেন যে, একজন অনন্যাধীন সর্ব্বনিয়ন্তা (Dictator) ব্যতীত কার্য্যোদ্ধার হইবে না। ইহার প্রতিষ্ঠা কল্পে কর্নিলভ কয়েক দল সেনা রণক্ষেত্র হইতে পেট্রোগ্রাড অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। সোভিয়েটগুলিকে পদচ্যুত করিতে কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তিগণ কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঐ সৈন্যগণের পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হইবার কথা, কিন্তু ডিক্টেটারের পদ অধিকারের লোভ কেরেন্স্কি ও কর্নিলভ্ উভয়েরই প্রবল হইয়া উঠায়, পরস্পর

পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। কর্নিলভের প্রেরিত সেনাগণ সেনাপতি ক্রাইমভের অধীনে পেট্রোগ্রাডের যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই কেরেন্‌স্কি ভয়ে বিহ্বল হইতে লাগিলেন। তিনি বিভ্রান্ত হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, কর্নিলভ দেশদ্রোহী ও রিভলিউসনের শত্রু এবং এই অপরাধে তিনি তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। ৮ই সেপ্টেম্বর (১৯১৭) কর্নিলভ পদত্যাগ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু কেরেন্‌স্কির পদচ্যুতি ঘোষণা করিলেন; এবং তাঁহার সেনাদিগকে পেট্রোগ্রাড অধিকার করিবার আদেশ দিলেন। রুশিয়ার ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া এ যাবত পূজ্য কেরেন্‌স্কি অনন্যোপায় হইয়া রিভলিউসন রক্ষা করিবার ছলে সাহুনয়ে সোভিয়েট সভ্যদিগের সহিত সন্ধি করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন এবং বলশেভিক নেতাদিগকে একটী শ্রমিক সেনাবাহিনী গঠন করিবার অনুমতি দিলেন। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ট্রট্‌স্কি, ষ্টালিন প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন। কর্নিলভের অভিযান সকল দিকেই অনর্থ সৃষ্টি করিল। এক দিকে শ্রমিক সেনাবাহিনী গঠিত হইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের ও পুরাতন রাষ্ট্রতন্ত্রের মৃত্যুবাণ হইয়া রহিল। অপর দিকে সরকারী সৈন্যদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া যে সামান্য পরিমাণ ক্ষাত্রশক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও নষ্ট করিয়া ফেলিল। রণক্ষেত্রে আক্রমণকারী সুসজ্জিত ভীষণ শত্রু সম্মুখে থাকা কালে সৈন্যাধ্যক্ষ বিশিষ্ট সৈন্যদলকে তথা হইতে অপসৃত করিয়া স্বদেশের রাজধানীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ দিলেন। এই অভূতপূর্ব্ব সর্ব্বনাশকারী ব্যাপারে সমগ্র সেনাবাহিনী ভগ্নোদ্যম হইয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ কসাকগণ সদলবলে ডন উপত্যকায় নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। সেনানীগণ অনেকেই

নিরপেক্ষ হইয়া রহিলেন। কয়েকজন মাত্র সেনাপতি, বিশেষতঃ ডেনিকিন্ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায়, কর্নিলভের পক্ষাবলম্বন করিতে বাধ্য হন; কিন্তু অবিলম্বে কেরেন্স্কির গুপ্তচর কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কারাগারে বন্দী হইলেন। ক্রাইমভের সেনাগণ সাহায্যাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িল। রাজধানীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইয়া বিষম সঙ্কট উপলব্ধি করতঃ নিজ আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে ক্রাইমভ আত্মহত্যা করিল। তাঁহার সেনাগণ অনন্যোপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

রিভলিউসনের নূতন সেনাবাহিনী দৃঢ়তার সহিত নূতন সোভিয়েট গঠন করিবার দাবী করিল। তদনুসারে নিয়মিত সভ্য নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। এই নূতন নির্ব্বাচনের ফলে মস্কো এবং পেট্রোগ্রাডে সোভিয়েট সভ্য সংখ্যা বলসেভিকেরই সর্ব্বাধিক হইল। পেট্রোগ্রাড সোভিয়েটে ট্রট্স্কি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের অর্থাৎ কেরেনস্কির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করিবার আয়োজন প্রকাশ্যেই করিতে লাগিলেন।

আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের পরিবর্ত্তনের উপর কেরেন্স্কি গভর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে লাগিল। অচিরে সন্ধি হইলে অবস্থা নিরাপদ হইতে পারে, এই বিশ্বাসে তাহারা মিত্রশক্তিবর্গকে আর যুদ্ধ চালাইবার আবশ্যকতা আছে কিনা এই সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটি সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু ইহাতে অকৃতকার্য্য হইল। তখন তাহারা ষ্টকহল্মে সমাজ-সাম্যবাদীদিগের একটি আন্তর্জ্জাতিক সভার (International Conference) অধিবেশনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদিগের বিশ্বাস ঐ সভার অধিবেশন হইলে জার্ম্মানিতে রিভলিউসন হইবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ যুদ্ধের শান্তি হইবে। কিন্তু মিত্রশক্তিগণ নিজ নিজ দেশের

নির্ব্বাচিত সভ্যদিগকে ঐ সভায় যাইবার অনুমতি পত্র দিলেন না। ইহাতেও অকৃতকার্য্য হইয়া অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট অবসন্ন মনে ধ্বংসের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। এদিকে বল্‌সেভিকগণ লেনিনের উপদেশ অনুসারে ষ্টক্‌হল্‌ম্‌ সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইল এবং অপর মুষ্টিমেয় উপস্থিত সভ্যদিগকে লইয়া কোনও প্রকারে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিল। এই সভাতেই লেনিন তাঁহার সুবিখ্যাত Third International-এর বীজ বপন করিলেন। বলসেভিকগণ সুদিন আসন্ন বুঝিয়া মহোৎসাহে কার্য্য আরম্ভ করিল। ইতিপূর্ব্বে কর্নিলভ্‌ প্রেরিত অশ্বারোহী সেনাদিগকে বাধা দিবার জন্য কেরেন্‌স্কি তাহাদিগকে বহু অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা লইয়া এইক্ষণে তাহারা প্রকাশ্যেই লাল-পল্টন গঠন করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। অস্ত্রের কারখানাগুলি হইতে আবশ্যক মত অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। ভীত হইয়া কেরেন্‌স্কি সমর-পরিষদের সহিত যুক্তি করিয়া সোভিয়েটে সংবাদ দিলেন যে, পেট্রোগ্রাডস্থ পল্টনের প্রধান অংশ রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা প্রয়োজন। ট্রট্‌স্কি বলিয়া বসিলেন যে, এই প্রস্তাব সামরিক প্রয়োজনে অথবা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার জন্য একটী সামরিক রিভলিউসনারি কমিটী অচিরে গঠন করা আবশ্যক। তিনি উক্ত কমিটী গঠন করতঃ পেট্রোগ্রাডস্থ পল্টনের অসীম শ্রদ্ধাভাজন হইলেন। কেহই রণক্ষেত্রে যাইতে সম্মত নহে। সমর পরিষদের সহিত উক্ত কমিটীর পরামর্শ অন্তে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া ট্রট্‌স্কি প্রস্তাব করায় অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বাক হইয়া গেল। ভবিষ্যতে সোভিয়েটের এই সামরিক রিভলিউসনারি কমিটীই বলসেভিক উত্থানের সময় সমর-পরিষদের কার্য্য করিয়াছিল।

কেরেন্‌স্কির কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। রণক্ষেত্রে সেনানায়ক-

গণের নিকট সেনা সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বিফল মনোরথ হইলেন। কোথায়ও একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি পাইলেন না। নিরুপায় হইয়া সকল দলের সভ্য লইয়া একটী সমবেত মন্ত্রী সভা (Coalition Government) গঠন করিলেন এবং একটী প্রজাতন্ত্র সভা (Council of Republic) আহ্বান করিলেন। সকল রাজনৈতিক সম্প্রদায় হইতে প্রতিনিধি লইয়া ২০শে অক্টোবর (১৯১৭) পেট্রোগ্রাডে এই সভার প্রথম অধিবেশন হয়। জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা সত্যাগ্রহ করা সঙ্গত (Active or Passive resistance), এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য আলোচনা আরম্ভ হইল। সভ্যগণ প্রত্যেকে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া তাহাদিগের অযোগ্যতার যথেষ্ট পরিচয় দিলেন। সভা আরম্ভেই বলশেভিক সভ্যগণ বুরজোঁয়া সভ্যদিগকে রাজতন্ত্রবাদী ও রিভলিউসন বিরোধী বলিয়া তাহাদিগের সহিত সভায় একত্রে কার্য্য করিতে আপত্তি প্রকাশ করতঃ সভা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এ অবস্থায় সভার কোন কার্য্যই হইল না। প্লেথানভের নেতৃত্বে কতগুলি সভ্য (Bourgeois) নূতন উদ্যমে সংগ্রাম চালাইবার পক্ষপাতী হইল। মার্ত্তভের নেতৃত্বে একদল সভ্য সত্যাগ্রহ অবলম্বন করতঃ আন্তর্জ্জাতিক মিত্রতা স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিল। এই শেষ পক্ষের নিকট প্রথম পক্ষ পরাজিত হইল।

ট্রট্স্কি ১লা নবেম্বর (১৯১৭) সামরিক রিভলিউসনারি কমিটী গঠন করিলেন। পেট্রোগ্রাডস্থ সেনাবাহিনী ৩রা নবেম্বর এই কমিটীর অধীনতা স্বীকার করে। তখন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সহিত সংশ্রব ছিন্ন করিয়া সোভিয়েটের অধীন একটী সেনাবাহিনী গঠন করিবার উদ্যোগ প্রকাশ্যে আরম্ভ হইল। এই নূতন বাহিনীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা অসমীচীন বিবেচনা করিয়া বাল্টিক নৌ-বহরের সেনাদিগকে ঐ বাহিনীভুক্ত করা হয়। ইতিপূর্ব্বে ইহারা লালঝাণ্ডা উড়াইয়া

বলশেভিক পক্ষে যোগ দিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধা হইল না। এই সময় কেরেন্‌স্কির অধীনে মাত্র দুই ব্যাটেলিয়ান্ ক্যাডেটস্ (অভিজাত ও উচ্চপদস্থ ধনী বংশের যুবকগণ) এবং এক কোম্পানী নারী সেনা ছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি সহকারীগণকে জানাইলেন যে বিদ্রোহ দমনের আবশ্যকীয় সকল ব্যবস্থাই তিনি করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে কর্নিলভ্‌কে পদচ্যুত করিয়া কেরেন্‌স্কি স্বয়ং প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিপক্ষের ভীষণ হাউইজার এবং মেসিনগানের বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়াই যুদ্ধে জয় লাভ করিবেন মনে করিয়াছিলেন। (১৮৬০ খৃষ্টাব্দে চীন সেনাপতিগণ শত্রুর আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে বৃহৎ বৃহৎ চিত্র বিচিত্র ড্রাগণ ব্যাঘ্র ও ভল্লুকাদির মুর্ত্তি স্থাপন করিয়া রাজ্য রক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থা হইয়াছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল) ১৯১৭ অব্দের নবেম্বর মাসে কেরেন্‌স্কি ইহারই এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিলেন।

রিভলিউসনের শেষ পর্ব্ব

বলশেভিক প্রতিষ্ঠা

১৯১৭ অব্দের ৫ই নবেম্বর 'পিটার ও পল' দুর্গের পল্টন সমক্ষে ট্রট্‌স্কি উপস্থিত হইলেন এবং নানা যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাই-লেন যে, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট দেশের কেবল অনিষ্টই করিতেছে। এই গভর্ণমেণ্ট বিতাড়িত করা হউক বলিয়া এক প্রস্তাব তিনি তাহাদিগকে গ্রহণ করাইলেন; সঙ্গে সঙ্গে দুর্গস্থ সেনানীদিগকে সৈন্যগণ বন্দী করিয়া ফেলিল। কেরেন্‌স্কির সকল আশা-ভরসা শেষ হইয়া গেল। পর দিন প্রভাতকালে ট্রট্‌স্কির সামরিক রিভলিউসনারি কমিটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করিল। ৭ই নবেম্বর ট্রট্‌স্কির সেনাগণ উইণ্টার প্রাসাদ অবরোধ করিয়া মন্ত্রীগণকে বন্দী করিল। একজন লেফ্‌ট্‌নাণ্ট কয়েক জন সৈন্যসহ কেরেন্‌স্কির প্রজাতন্ত্র সভা ভাঙ্গিয়া দিল। বনাটো নামক এক ব্যক্তির শকটে ছদ্মবেশে আরোহণ করিয়া কেরেন্‌স্কি পলায়ন করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। বিদ্রোহ কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া ট্রট্‌স্কির সমর পরিষদ ঘোষণা করিল "অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট পদচ্যুত

হইয়াছে, রাষ্ট্রশক্তি এইক্ষণ শ্রমিক ও সৈনিকগণের প্রতিনিধিবর্গের পেট্রোগ্রাডস্থ সোভিয়েটের হস্তগত হইয়াছে। এত দিন জনসাধারণ যে সকল উদ্দেশ্য সাধন জন্য এত ত্যাগ ও এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছে, এইক্ষণ তাহা সার্থক হইয়াছে। সার্ব্বজনীন সুবিধাদায়ক শান্তি ভূম্যধিকারীদিগের অধিকার লোপ, কারখানায় শ্রমিকগণের কর্ত্তৃত্ব স্থাপন এবং একটী সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা, এই সমস্তই তোমরা অচিরে করিতে পারিবে। শ্রমিক, কৃষক ও সেনাগণের রিভলিউসন দীর্ঘজীবি হউক!" ঐ দিন সন্ধ্যাকালে সমস্ত সোভিয়েটগুলির একটী কংগ্রেস বসিল। গত জুলাই মাসে আত্মগোপন করিবার পর এই সভায় লেনিন প্রথম সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকস্মিক নাটকীয় আবির্ভাব সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। সমবেত জনগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থির হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহার আশার বাণীতে সকলে আশ্বস্ত হইল। তিনি নূতন গভর্ণমেণ্টের নামাকরণ করিলেন 'জনগণের প্রতিনিধি সভা' (Council of Peoples Commissers)। লেনিন সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই গভর্ণমেণ্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। সকলে সমস্বরে নূতন গভর্ণমেণ্টকে অভিবাদন করিল।

এই বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট স্থায়ী হইবে বলিয়া তখন কেহ বিশ্বাস করে নাই। সকলেই ভাবিয়াছিল যে উপযুক্ত সেনা সংগ্রহ করিয়া কেরেন্স্কি পেট্রোগ্রাড অধিকার করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সেনাগণ ও সেনানায়কগণ কেরেন্স্কিকে এত অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, এক ব্যক্তিও তাঁহার আহ্বানে অগ্রসর হইল না। বহু চেষ্টায় সেনাপতি ক্রাস্নভের অধীনে অতি ক্ষুদ্র এক দল কসাক সেনা এবং কয়েকটী কামান সংগ্রহ করিয়া কেরেন্স্কি পেট্রোগ্রাড

আক্রমণ করিলেন। ট্রট্স্কি পরিচালিত লাল-পল্টনের সহিত দুইবার সংঘর্ষ হইল; দুইবারই কেরেন্স্কি পরাজিত হইলেন। অবশেষে কেরেন্স্কি ছদ্মবেশে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

কিছু দিন মধ্যেই সরকারী সেনাবাহিনী বহুকালের মোহশ্বাসের পর লীলাসম্বরণ করিল। কিছু দিনের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া শান্তি স্থাপনের সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জার্ম্মানদিগের নিকট প্রস্তাব করিতে সোভিয়েট কংগ্রেস কর্ত্তৃক প্রধান সেনাপতি ডুখোনিন আদিষ্ট হইলেন। কি কি সর্ত্তে যুদ্ধ স্থগিত থাকিবে, ডুখোনিন তাহা বিস্তারিত জানিতে চাহিলেন। বলশেভিক কমিসারগণ ইহা অবাধ্যতা বলিয়া গণ্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ডুখোনিনের স্থলে একজন নূতন প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া তাহাকে ক্রনষ্টেড হইতে এক দল নৌ-সেনা সহ রণক্ষেত্রে পাঠাইয়া ডুখোনিনের হস্ত হইতে কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া সমর কমিশার ক্রলেঙ্কোকে আদেশ দিলেন। রণক্ষেত্রস্থ সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া তাঁহারা এক ইস্তাহার ঘোষণা করিলেন যে, তাহারা যেন সেনানীদিগের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখে; কারণ তাহারা শান্তি স্থাপনে নানাবিধ বাধা সৃজন করিতেছে। ডুখোনিন রণক্ষেত্র হইতে পেট্রোগ্রাডে যাইবার উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠিলেন। তথা হইতে সেনাগণ তাহাকে টানিয়া আনিয়া নৃশংসরূপে হত্যা করিল। পুরাতন সমর পরিষদ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। কাহারও অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া সৈন্যগণ গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। গৃহগামী সৈন্যে পথঘাট পূর্ণ হইয়া উঠিল। এই সময় কর্নিলভ, ডেনিকিন প্রভৃতি সেনাপতিগণ প্রহরীদিগের সাহায্যে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া ডন প্রদেশে উপস্থিত হইলেন এবং কসাকদিগের সহিত যোগ দিয়া বলশেভিক বিরোধী একটী সেনাবাহিনীর অঙ্কুর সৃজন করিল।

১৯১৭ অব্দে ২২শা নবেম্বর তৎকালীন পররাষ্ট্র-সচিব ট্রট্স্কি যুদ্ধ শান্তির জন্য প্রয়োজন বলিয়া, সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে কিছু কালের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে মিত্রশক্তিদিগের নিকট প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু কেহই তাহাতে কর্ণপাত করিল না। মিত্রশক্তিগণের সহযোগে কার্য্য করা অসম্ভব দেখিয়া পূর্ব্বে জারের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিত্র-শক্তিদিগের যে সকল গোপনীয় সন্ধি হইয়াছিল, তাহা প্রকাশ করিয়া জগত সমক্ষে নিজ ব্যবহারের নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিয়া ট্রট্স্কি জার্ম্মানীর সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিলেন। রুশ প্রতিনিধিগণ দৃঢ়তার সহিত জার্ম্মান প্রতিনিধিগণের সমক্ষে "কেহ কাহারও রাজ্য অধিকার করিবে না এবং কেহ কাহারও নিকট ক্ষতিপূরণ দাবী করিবে না" এই সর্ত্তে সন্ধি স্থাপন করিবার প্রস্তাব করিল। এই প্রস্তাবে প্রথমে জার্ম্মানগণ একটু বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল। কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া ২৫শে নবেম্বর তাহারা ইহা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল। বলশেভিকগণ ইহাতে যারপরনাই হৃষ্ট হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আনন্দ স্থায়ী হইল না। দুই দিন পর জার্ম্মানগণ যখন সন্ধির সর্ত্তগুলি উপস্থিত করিল, তখন তাহাতে রাজ্যগ্রাস ও ক্ষতি পূরণের যথেষ্ট দাবী সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে দেখা গেল। কয়েক সপ্তাহ তীব্র বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীতে শ্রমিকগণ এই সময় ধর্ম্মঘট করায় ট্রট্স্কির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু অচিরেই ধর্ম্মঘট ভঙ্গ হইয়া গেল। অষ্ট্রিয়ার এবং জার্ম্মানীর প্রতিনিধিগণ তাহা-দিগের প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার জন্য নিশ্চিন্ত মনে ছল-চাতুরী ও ভয় প্রদর্শনাদি করিতে লাগিল। ইউক্রেনিয়ার সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি স্থাপন করিতে তাহারা উদ্যত। ট্রট্স্কির আপত্তি তাহারা গ্রাহ্য করিল না। ইউক্রেনিয়ানগণ কেবল সন্ধি করিয়াই নিরস্ত হইল

না। তাহারা জার্ম্মানদিগকে ত্রাণকর্ত্তারূপে ইউক্রেনিয়ায় গমন পূর্ব্বক শাসন সংরক্ষণের বিধি ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। শেষে জর্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ান প্রতিনিধিগণ রুশিয়াকে এক চরমবাণী (ultimatum) প্রদান করিল। ট্রট্স্কি কিন্তু এই প্রকার সর্ব্বগ্রাসী সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন না; কিন্তু যুদ্ধ করাও রুশিয়ার সামর্থ্যাতীত বলিয়া সেনাদিগকে বিদায় দিলেন; সন্ধি-সভা ভঙ্গ হইল। ছয় দিন এই অদ্ভুত অবস্থা স্থায়ী হইল। জার্ম্মান সেনাপতি হপ্ম্যান সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবার জন্য রুশিয়াকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়া আর একবার চরমবাণী প্রেরণ করিলেন। ইহাতেও ট্রট্স্কি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন না। জার্ম্মান বাহিনী অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। অপ্রতিহত গতিতে দুই দিনে তাহারা বহুদূর আসিয়া পড়িল। বল-শেভিকগণ তখন প্রমাদ গণিয়া তারযোগে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু ইহার পরও জার্ম্মান বাহিনী দুই দিবস আরও বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিল। ব্রেষ্টলিস্ক নগরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা এই সন্ধিপত্রে অধিকতর ক্ষতি জনক বহু সর্ত্ত সন্নিবিষ্ট হয়। ২রা মার্চ্চ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। ১৫ই মার্চ্চ সোভিয়েটদিগের চতুর্থ কংগ্রেস উহা অনুমোদন করে। এই উপলক্ষে লেনিনের বিখ্যাত বক্তৃতাটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলিয়া-ছিলেন যে, রুশ বাহিনী পুনর্গঠন করিবার জন্য যে প্রকার সর্ত্তেই হউক না কেন কিছু কাল সন্ধিবলে শান্তি স্থাপন অত্যাবশ্যক। সন্ধির সর্ত্ত বহু কাল স্থায়ী হইবে না বলিয়া তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। ২২শে মার্চ্চ ট্রট্স্কিকে সমর-সচিব করিয়া তাঁহার উপর লাল-পল্টন গঠন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত সভাগণ দ্বারা প্রতিনিধি সভা গঠন করিবার অধিকার লাভই রিভলিউসনের সার্থকতা

গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত রুশ জনসাধারণ ইহাই বুঝিয়া আসিতেছিল। ক্রমান্বয়ে তিনবার তিনটী অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট এই আবশ্যকীয় বিধানকে অবহেলা করিয়া বিষম ভ্রম করে। ১৯১৭ অব্দে কেরেন্‌স্কি তাঁহার পতনের পূর্ব্বক্ষণে এই প্রতিনিধি সভা গঠন জন্য সভ্য নির্ব্বাচনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তখন মহা যুদ্ধ চলিতেছিল। রুশ দেশের অনেক প্রদেশ শত্রুর অধিকারে সুতরাং নির্ব্বাচনের উপযুক্ত সময় নয় বলিয়া কার্য্য স্থগিত রাখা হয়। বলশেভিকগণ রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতঃ সন্ধি দ্বারা শান্তি স্থাপন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু যখন নির্ব্বাচনের ফলে বলশেভিক প্রতিনিধি সংখ্যা অল্প হইয়াছে দেখা গেল, তখন তাহারা বাধ্য হইয়া প্রতিনিধি সভা ভঙ্গ করিয়া দিল (১৭ই জানুয়ারী, ১৯১৮)। যে সভার জন্য বিপ্লববাদীগণ এত দিন ধরিয়া ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছে, সেই সভা এত অবহেলার সহিত অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে বলশেভিকগণ যে কি অপরিমিত শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৭ই জানুয়ারী (১৯১৮) রাত্রিকালে এই সভার প্রথম এবং শেষ অধিবেশনে ক্রুসালভ নামক এক বলশেভিক নাবিক-সভ্য সভাপতি চার্ণভ্‌কে ধমক দিয়া আদেশের স্বরে বলিয়া উঠিল, "আর বাক্যব্যয় করিবেন না, গৃহে গিয়া নিদ্রায় সুখ ভোগ করুন।" রিভলিউসনের ইতিহাসে এই অভিনয় চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই ঘটনার ১০ দিন পরে সমগ্র রুশিয়ার সোভিয়েটদিগের কংগ্রেস এবং কৃষকদিগের কংগ্রেসের মিলিত অধিবেশনে শ্রমজীবিগণের অধিকার সম্বন্ধে সেই বিশ্ববিশ্রুত ঘোষণা-পত্র প্রস্তুত হয়। এই পত্রে রুশিয়া গণতান্ত্রিক রাজ্য এবং শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদিগের সোভিয়েট কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে এবং ঐ

করা হইয়াছিল। রুশ সোভিয়েট রিপাব্লিক কতগুলি বিভিন্ন রিপাব্লিকের সমবায়। ভবিষ্যতে কর্ম্ম করিতে চাও—কেহই অপরের শ্রমলব্ধ ধন ভোগ করিতে পারিবে না, জনগণ মধ্যে উচ্চ-নীচ শ্রেণী বিভাগ থাকিবে না, এবং মার্কসের (Marx) সমাজ-সাম্যবাদানুসারে নূতন করিয়া সমাজ গঠন করিতে হইবে, ইহাই সোভিয়েটের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল।

নব রুশিয়ার সঙ্কট কাল

লেনিনের কৃতিত্ব

পুরাতন রুশিয়া অপেক্ষা নব রুশিয়া আয়তনে অতিশয় ক্ষুদ্র, কিন্তু শক্তি সামর্থ্যে তদপেক্ষা বহু উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কর্নিলভের ও ডন প্রদেশের কসাকদিগের বিদ্রোহ অল্পয়াসেই নূতন গভর্ণমেণ্ট দমন করিতে সমর্থ হইল। কয়েক সপ্তাহ সংগ্রামের পর গৃহ বিবাদের (Civil War) প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়। কর্নিলভ্ রণক্ষেত্রে শয়ন করিলেন, আলেকসিফ্ কালগ্রাসে পতিত হইলেন এবং কালেডিন (সেনাপতি) বন্ধন ভয়ে আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। ট্রট্স্কির লাল-পল্টনের জয়ধ্বনিতে দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল।

১৯১৮ অব্দের জুন মাসে সোভিয়েট রুশিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বলবান ও দুর্দ্ধর্ষ শত্রুগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া পড়িল। ইউক্রেনিয়া প্রভৃতি পশ্চিম প্রদেশগুলি জার্ম্মানি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। দক্ষিণে ডন প্রদেশ ক্রাস্নভের (সেনাপতি) দশ সহস্র কসাক সেনা কর্ত্তৃক অধ্যুসিত হইল। ইহার পশ্চাতে ডেনিকিন্ তাঁহার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

গঠনে ব্যাপৃত হইলেন। জর্জ্জিয়া, আজারবিজান এবং আরমেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। পূর্ব্ব দিকে ভল্‌গা-তীরের মধ্য প্রদেশগুলি যেকোশ্লোভাক্‌গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল; ব্লাডিভষ্টক জাপানের হস্তগত হইল। উত্তর দিকে আর্কেন্‌জেল্‌ এবং মুরমন্‌স্ক ইংরাজ ও আমেরিকান সৈন্যের হস্তগত হয়। ফিনল্যাণ্ড সেনাপতি মেনারহিমের অধিনায়কত্বে স্বতন্ত্র হইয়া পেট্রোগ্রাড আক্রমণে প্রস্তুত হইতে লাগিল। এই সকল শত্রু সারা বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগণের সাহায্যে অস্ত্র-শস্ত্র সৈন্যবল ও অর্থবলে অসীম বলবান হইয়া উঠিল। এই সকল বলসেভিক বিরোধী সেনা-বাহিনী পুরাতন সুবিখ্যাত রুশ সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে লাগিল। পুরাতন রুশবাহিনীর অবশিষ্ট অংশও ঐ সেনাপতিগণের নেতৃত্বে অভিযান করিল। রুশের সমগ্র অশ্বারোহী সেনা তাহাদিগের সহিত যোগ দিল। রুশিয়ার যে অতি উর্ব্বর প্রদেশগুলি শস্যের ভাণ্ডার স্বরূপ পরিগণিত, সেগুলি শত্রুর হস্তগত হইল। বহির্গমনাগমনের পথ শত্রু কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইল। খাদ্য এবং কাঁচা মাল সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। এতদ্ব্যতীত বল-সেভিক অধিকার মধ্যেও স্থানে স্থানে কৃষকগণ সময় সময় বিদ্রোহী হইতে লাগিল। পুরাতন রুশ-বাহিনীর যে সকল সেনাপতি বলসেভিক পক্ষে যোগ দিয়াছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিতে আরম্ভ করে। এই অবস্থায় মহাত্মা লেনিন বলসেভিক রুশিয়ার কর্ণধার হইয়া যে কর্ম্মকুশলতা, অসাধারণ প্রতিভা এবং অসামান্য দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন—তাহা অভূতপূর্ব্ব এবং অসাধারণ। তাঁহাকে যুগাবতার বলিলেও যেন তাঁহার সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হইল না বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার উপদেশে অদ্ভুতকর্ম্মা ট্রট্‌স্কি সমর-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া এক বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অস্ত্র-শস্ত্রাদি

রণসম্ভার উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মহাযুদ্ধের পূর্ব্বের মাত্রায় দাঁড় করাইয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ব্রেষ্টলিটস্কের সন্ধির অব্যবহিত পরেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি রুশিয়ার আভ্যন্তরিণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ নিজ স্বার্থানুকুল অবস্থা সৃষ্টি করিতে তৎপর হইল। বিপ্লবের ফলে মহাজনগণ, জমিদারগণ, অভিজাতশ্রেণী, পুরোহিত সম্প্রদায় এবং মধ্যবিত্তগণের বৃত্তি লোপ হওয়ায়, সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য হইতে সোভিয়েট কর্ত্তৃক বলপূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সকলেই দেশ ত্যাগ করতঃ বিদেশে ধনী সাম্রাজ্য-বাদীগণের শরণাপন্ন হইয়াছিল। বিদেশী মহাজনগণ, জারের রাজত্বকালে রুশ গভর্ণমেণ্টকে যে ঋণদান করিয়াছিল তাহা শোধ করিতে তাহারা বাধ্য নয় বলিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করে। স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহারাও সোভিয়েট ধ্বংস করিতে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রবাসী রুশদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইল। প্রচুর পরিমাণে অর্থ ও যুদ্ধোপকরণ সংগৃহীত হইল। মাস্কো কেন্দ্রবিন্দু লক্ষ্য করিয়া বৃত্তাকারে চারিদিক হইতে ইহাদিগের অগণিত সেনাবাহিনী অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সময়টিকে ঐতিহাসিকগণ 'ইণ্টারভেন্‌সন্' যুগ বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

ফরাসীগণ এই ইণ্টারভেন্‌সন্ আরম্ভ করে। মহাযুদ্ধের সময় যেকোস্লোভাক্ জাতীয় বহু অষ্ট্রিয়ান সেনা রুশহস্তে বন্দী হয়। রুশগণ এই বন্দীদিগকে লইয়া একটি সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিল। ষড়-যন্ত্রের ফলে ৩রা মার্চ্চ (১৯১৮) ব্রেষ্টলিটস্ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবা-মাত্র, উক্ত সেনাগণ ফরাসী সেনাপতির অধীনতা স্বীকার করে। জার্ম্মানীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া উহাদিগকে ফ্রান্সে পাঠাইবার

জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া গমন করিতে বাধা পায়; ফরাসী সেনাপতি কৌশলে যেকোশ্লোভাক বাহিনীর ভ্লাডিভষ্টক যাত্রার অনুমতি রুশ গভর্ণমেণ্ট হইতে সংগ্রহ করিল। সেনাগণ যাত্রা করিয়া পথে অন্যায় ব্যবহার করায় ট্রট্স্কি উহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ দিলেন। মে মাসের শেষ ভাগে এই আদেশ প্রচারিত হয়। কিন্তু আদেশ পালিত হইবার পূর্ব্বেই ঐ সেনাগণ সাইবেরিয়া রেলপথের সুদীর্ঘ অংশ ও পার্শ্ববর্ত্তী বহু নগর অধিকার করে। তাহারা পূর্ব্বাভিমুখে ভ্লাডিভষ্টকের দিকে গমন না করিয়া পশ্চিম দিকে মাস্কৌ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৮ই জুন সামারা নগর অধিকৃত হইল। তথায় ১৫ই জুন ভূতপূর্ব্ব কেরেন্স্কি গভর্ণমেণ্টের বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি মিলিত হইয়া একটী সাইবেরিয়ান গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করেন। ডুটভ্ এবং ক্রাসনভ্ সেনাপতিদ্বয় ডন উপত্যকার ও রেনবার্গের কসাকদিগকে সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিল। ব্রেষ্টলিটস্ক সন্ধির পূর্ব্বে জার্ম্মনগণ ইউক্রেনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া বিস্তৃত রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এমতাবস্থায় এই সময় সোভিয়েটের রাজ্যের পরিধি অতি সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। অধিকন্তু লৌহ, কয়লা, কেরোসিন ইত্যাদির খনিগুলি এবং কার্পাস ও গমের ক্ষেত্রগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট মহা বিপন্ন হইয়া পড়ে।

১৯১৮ অব্দের জুলাই মাসে মহা সঙ্কট উপস্থিত হইল। সংকীর্ণ রাজ্য মধ্যেও বলসেভিক সম্প্রদায়ের বাম ও দক্ষিণ উভয় পক্ষের বিদ্রোহে গভর্ণমেণ্ট অস্থির হইয়া পড়িল। বাম-প্রান্তের Social Revolutionariesগণ বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিয়া প্রথমে জার্ম্মান অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবে এবং পরে গরিলা যুদ্ধের সাহায্যে কালক্রমে উক্ত অধিকার ধ্বংস করিয়া কমিউনিষ্টগণকে স্বমতাবলম্বী করিতে

সক্ষম হইবে বলিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিল। এই উদ্দেশ্যেই ইহারা ব্রেষ্টলিটস্ক সন্ধির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। ৬ই জুলাই মাস্কো নগরে ইহারা বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া জার্ম্মানগণকে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে জার্ম্মাণ দূতাবাসে জার্ম্মান মন্ত্রী মিরবাক্‌কে (Mirback) হত্যা করিল, নগরের অধিকাংশ অধিকার করিল এবং ক্রেম্‌লিন প্রাসাদ মধ্যে সেল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তথায় তখন সোভিয়েটের পঞ্চম কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। গভর্ণমেণ্ট একে একে কমিউনিষ্ট সভ্যগণকে সৈন্যবেষ্টিত করিয়া অক্ষত-দেহে সভাগৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিল। Social Revolutionary সভ্যগণ গভর্ণমেণ্টের সেনা বেষ্টনী মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। পর দিবস মাস্কোর বাহিরে বিস্তৃত প্রান্তর মধ্যে উভয় পক্ষের বল পরীক্ষা হইল। বিদ্রোহীগণ পরাস্ত হইল। বিদ্রোহ আরম্ভ করিলেই, উত্তর হইতে বহু শিক্ষিত সেনা উপযুক্ত সেনাপতিগণের অধীনে মাস্কো অধিকার করিতে অগ্রসর হইবে বলিয়া ফরাসীর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দক্ষিণ প্রান্তের বল্‌সেভিক-গণ নগরে নগরে বিদ্রোহ আরম্ভ করিবার আয়োজন করিল। মাস্কোর প্রায় ২০০ মাইল উত্তরস্থ জারশ্লভি নামক নগরে বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়া সোভিয়েট সমর্থনকারী বহু ব্যক্তিকে হত্যা করিল এবং নগর অধিকার করিয়া বসিল। এই সময়ে তথা হইতে প্রায় ১৫০ মাইল উত্তরে ভলগডা নগরে মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিল। ভলগডাতে তাহাদিগকে বিদ্রোহীগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া, সোভিয়েট তাহাদিগকে মাস্কো আসিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু মাস্কোতে সোভিয়েট মিরবাককে রক্ষা করিতে পারে নাই, এই হেতুবাদে তাহারা আসিতে অসম্মত হইল। মিলিত মিত্রশক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ সোভিয়েটের কার্য্যে হস্তক্ষেপ

(Intervention) করিতে আরম্ভ করিল। মুরমন্স্ক্ বন্দরে বহু সেনা আনয়ন করিয়া আরকেন্‌জেল অধিকার করিতে তাহারা উদ্যত হইল। ভ্লাডিভষ্টকে ইতিপূর্ব্বে (২৯শে জুন) সোভিয়েটের হাত হইতে নগর অধিকার করিতে যেকোশ্লোভাকগণকে জাপান সাহায্য করিয়াছিল।

ফরাসী বিপ্লবকালে বিদেশী শক্তিগুলি হস্তক্ষেপ করায় বিপ্লব যে মহা ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছিল, সেইরূপ রুশবিপ্লবও বিদেশীয়দের হস্তক্ষেপের ফলে অতি নৃশংস আকার ধারণ করিল। রাজনৈতিক বিরুদ্ধ মতাবলম্বীগণ স্বপ্রতিষ্ঠার জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বিদেশীর নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া স্বদেশের ও স্বজাতির বিরুদ্ধে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। অন্তর্বিরোধের সময় বহিঃশত্রু সুযোগ বুঝিয়া হস্তপ্রসারণ করিবামাত্র দুর্ব্বল পক্ষ অবিচারিত চিত্তে চির শত্রুকে মিত্র জ্ঞানে, ভক্ষককে রক্ষক মনে করিয়া আগ্রহের সহিত ঐ প্রসারিত হস্ত ধারণ করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে গিয়া স্বজাতির মৃত্যুবাণের সন্ধান দেয়। এ ব্যাপার জগতের ইতিহাসে এ যাবত অসংখ্য বার ঘটিয়াছে। দুর্ব্বল পক্ষ এই পন্থা অবলম্বন করিলে, প্রবল পক্ষ শঙ্কিত হইয়া ভীষণ নৃশংসতা অবলম্বন করিয়া প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে এবং আত্মরক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয়, রোমাঞ্চকর বীভৎস ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া পড়ে। ভূতপূর্ব্ব কেরেন্‌স্কি গভর্ণমেণ্ট জার নিকলাসকে সপরিবারে বন্দী করিয়া প্রথম সাইবেরিয়া প্রদেশে জারকোসেলোতে (Tsarkoe Selo) এবং পরে টবলস্কে (Tolosk) রাখে। সাইবেরিয়াতে রাজভক্তগণের অভ্যুত্থানের আশঙ্কায় তাহাদিগকে ১৯১৮ অব্দের ২রা মে একতারিনবার্গে লইয়া যায়। যেকোশ্লোভাক সেনাবাহিনী ও রাজভক্ত রুশ-সেনাগণ অগ্রসর হইতে থাকায়, জুলাই মাসে একতারিনবার্গের সোভিয়েট ভীত হইয়া

পড়ে। আক্রমণকারিগণ শীঘ্রই নগর অধিকার করিবে এবং জারকে মুক্ত করিবে ও তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া অপরিমিত শক্তি সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে, এই আশঙ্কায় ভয়ে বিহ্বল হইয়া ১৬ই জুলাই রাত্রিকালে জার নিকলাসকে স্ত্রী-পুত্র ও কন্যাগণসহ গুলি করিয়া হত্যা করিল।

মুরমন্স্ক্ (Murmonsk) নগরে মহাযুদ্ধের সময় যে রুশবাহিনী শিবির স্থাপন করিয়া ফিনল্যাণ্ড হইতে শত্রুর আগমনপথ রোধ করিয়া অবস্থান করিতেছিল, ব্রেষ্টলিটস্ক সন্ধির পরেও তাহারা তথা হইতে অপসৃত হইল না। অধিকন্তু জার্ম্মানগণকে ফিনল্যাণ্ডের পথে অগ্রসর হইতে বাধা দিবার ছলে, স্থানীয় সোভিয়েটের অনুমতি লইয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। সেনাপতি গোপনে বিদেশী শত্রুগণের বশ্যতা স্বীকার করিল। ২রা জুলাই মিত্রশক্তিবর্গের মিলিত সেনাবাহিনী তথায় অর্ণবপোত হইতে নির্ব্বিরোধে অবতরণ করিল এবং রুশবাহিনীর সহযোগে নগর অধিকার করিল। বাধা দিতে কেহ ছিল না। ৩১শে জুলাই এই বিশাল বাহিনী অগ্রসর হইয়া ওনেগা অধিকার করে। এই একই দিনে পূর্ব্ব দিকে সাইবেরিয়াতে যেকোশ্লোভাক বাহিনী ভল্গা-তীরে সিম্বির্স্ক (Simbirsk) অধিকার করে। ১লা আগষ্ট ইহারা একতারিনবার্গ অধিকার করিল। ৩১শে আগষ্ট উত্তরে মিত্রশক্তিগণ আর্কেন্‌জেল বন্দর হস্তগত করিল। তথা হইতে বিদেশী এবং দেশী মিলিত সেনাবাহিনী দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া সেন্‌কুর্স্ক (Shenkursk) অধিকার করিল। শিক্ষিত অভিজ্ঞ মিত্রশক্তিগণের মিলিত সেনার সাহায্যে রাজভক্ত রুশবাহিনী অজেয় হইয়া উঠিল। সোভিয়েটের নবগঠিত লাল-পল্টন সর্ব্বক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। সোভিয়েট রিপাব্লিক অঙ্কুরে বিনষ্ট হইবার উপক্রম

হইল। কিন্তু শীঘ্রই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। লাল-পল্টন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে প্রবল হইতে লাগিল। রাজভক্ত সেনাগণের অত্যাচারে তদধিকৃত দেশের কৃষকগণ অসন্তুষ্ট হইয়া পড়ে। তাহাদিগের শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থায় জনগণ ভীত হইয়া পড়িল। নূতন শাসকগণ জয়লাভ করিলে পুনরায় অত্যাচারী জমিদারের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে, এই ভয়ে কৃষকগণ শঙ্কিত হইয়া পড়িল। অগ্রগামী সেনাগণের আবশ্যকীয় রসদ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল।

৩০শে আগষ্ট মাস্কৌতে শ্রমিকদিগের এক সভায় লেনিন বক্তৃতা দিয়া গৃহে ফিরিবার কালে একজন রুশ যুবতী তাঁহাকে পিস্তলের দুইটি গুলির দ্বারা আহত করে। মূর্চ্ছিত লেনিনকে তুলিয়া গৃহে নিয়া গেল। আঘাৎ সাংঘাতিক ; কয়দিন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না। ঐ একই দিনে কম্যুনিষ্ট নেতা উরিট্‌স্কি পেট্রোগ্রাডে আততায়ীর হস্তে নিহত হয়। এমতাবস্থায় সোভিয়েট নিতান্ত কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইল। 'চেকা' নামক বিচারালয়ের অবিচ্ছেদ অধিবেশন আরম্ভ হইল। শত সহস্র লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে লাগিল। লাটসিস (Latsis) তাঁহার "Two Years' Struggle on the Internal Front" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে 'চেকা', পরে যাহার নাম "অগপু" (Ogpu) হইয়াছে, ১৯১৮—১৯ অব্দ মধ্যে মধ্য-রুশিয়ার বিশটি গভর্ণমেণ্টে ৮৩৮৯ জনকে বন্দুকের গুলিদ্বারা হত্যা করিয়াছে। ইহার তৃতীয় চতুর্থাংশ ১৯১৮ অব্দের শেষ ভাগে করা হয়। পেট্রগ্রাডেই উরিট্‌স্কির হত্যার অব্যবহিত পরে ৫০০ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। বিদেশী শক্তিগণ শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিলেও এ যাবত মাস্কৌতে তাহাদিগের দূতগণকে নিরাপদে বাস করিতে দেওয়া হইত। এইক্ষণ

তাহাদিগকে বন্দী করা হইল। ইংরাজ দূত মিঃ লক্‌হার্ট লেট্‌স্ সেনাগণকে বিদ্রোহ করিতে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং বলশেভিক নেতাগণকে বন্দী করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সোভিয়েট অভিযোগ আনয়ন করে। ইংলণ্ডস্থ বলশেভিক বন্দীদিগের মুক্তিদ্বারা লক্‌হার্ট এবং তাঁহার অনুচরগণের মুক্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ক্রয় করে। মিত্রশক্তিগণের সহিত বিনাযুদ্ধে মীমাংসা অসম্ভব বুঝিয়া, সোভিয়েট রুশিয়া মৃত্যু পণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। লাল-পল্টন অদ্ভুত পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া সকল ক্ষেত্রেই জয়লাভ করিয়া যুদ্ধের গতি বিপরীত দিকে ফিরাইয়া দিল। ভল্গা-তীরে কাজান, সামারা, সিম্বির্স্ক ও সাইশ্রান শত্রু কবল হইতে উদ্ধার করিয়া উরাল অভিমুখে অগ্রসর হইবার পথ বাধাশূন্য করিয়া লইল। আর্কেন্‌জেল হইতে দক্ষিণে অগ্রসর সেনাবাহিনীর সহিত সাইবেরিয়ার যেকোস্লোভাক্ সেনাগণের মিলন অসম্ভব করিয়া ফেলিল। ১৯১৮ অব্দের ৬ই নভেম্বর সমগ্র রুশিয়ার সোভিয়েটগুলির মাস্কৌতে একটি কংগ্রেস বসিল। সকল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে জয়ের সুসংবাদে উল্লসিত হইয়া আর অল্প কাল দৃঢ়রূপে অভিযান পরিচালন করিতে পারিলে জয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া কংগ্রেস মন্তব্য প্রকাশ করিল। লাল-পল্টন মহোৎসাহে অগ্রসর হইতে লাগিল। উক্রেনিয়াস্থ জার্ম্মান সেনাগণের নিয়মানুবর্ত্তিতা শিথিল হইয়া পড়িতেছে শুনিয়া কংগ্রেস হর্ষ প্রকাশ করিল। জার্ম্মান ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট্‌দ্বয়কে সিংহাসনচ্যুত করা হইয়াছে—এই সংবাদে পশ্চিম ইউরোপে মহা যুদ্ধ, সন্ধির উদ্দেশ্যে স্থগিত রাখা হইয়াছে জানিতে পারিয়া কংগ্রেসের সভ্যগণ আনন্দে উন্মত্ত হইয়া পড়িল। জার্ম্মানির অন্তর্বিপ্লবের সাফল্য ব্রেষ্ট্‌লিটস্ক

রুশিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠিল। লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীসকল সফল হইল দেখিয়া শ্রদ্ধা-ভক্তিতে দেশবাসী তাঁহাকে অবতারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিল।

বিদেশীগণ রুশিয়ার অন্তর্বিরোধে হস্তক্ষেপ করিতে তখনও নিরস্ত হইল না। ককেশাস প্রদেশ প্রভৃতি যেসকল স্থানে জার্ম্মান সেনা রাজভক্ত রুশসেনার সহায়তা করিতেছিল, নূতন জার্ম্মান রিপাব্লিক তথা হইতে সেনা অপহৃত করিয়া দেশে লইয়া গেল। কিন্তু মিত্রশক্তিবর্গের মিলিত সেনা তৎক্ষণাৎ জার্ম্মান সেনার স্থান গ্রহণ করিল। কৃষ্ণসাগর ও বল্টিকসাগর উপকূলে মিত্রশক্তিগণের রণতরী-বহর দেখা দিল। জার্ম্মান মিত্রশক্তিগণের সেনা ও রণসম্ভার প্রচুর পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল। তাহারা ঐ সকল সেনা ও সমরোপকরণ সোভিয়েট ধ্বংস করিতে প্রয়োগ করিবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পাইল। রুশিয়ার দক্ষিণে কর্নি-লভ, এলেক্সিফ, ডেনিকিন প্রভৃতি সোভিয়েট বিরোধী রুশ-সেনাপতিগণ মিত্রশক্তিগণের বহু অভিজ্ঞ ও শিক্ষিত সেনা সাহায্যে অপরিমিত অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল কম্পিত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িল। পূর্ব্ব দিকে সেনাপতি কোল্‌চাক সাইবেরিয়ার অধীশ্বর বলিয়া ১৮ই নবেম্বর ওমস্ক নগরে অভিষিক্ত হইলেন। এই অভিষেক-উৎসব উপলক্ষে বন্দী কন্‌ষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির সভ্যাদিগকে কারাগার হইতে বাহির করিয়া নৃসংশরূপে হত্যা করা হইল। কেরেন্‌স্কির কনষ্টিটুয়েণ্ট এসেম্‌ব্লির যে সকল সভ্য কোলচাকের অনুচরদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল, তাহারা পলায়ন করিয়া গিয়া বলশেভিক পক্ষে যোগ দিল। এইরূপে ক্রমে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট প্রভূত বল সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিল। লাল-পণ্টন ১৯১৮ অব্দের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের অভিজ্ঞতার ফলে, ১৯১৯ অব্দের চারি দিকের ভীষণ আক্রমণ

ব্যর্থ করিয়া, দেশ হইতে শত্রুসেনা বিতাড়িত করিবার উপযোগী শৌর্য্য, বীর্য্য, রণকৌশল ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ হইয়া অপরাজেয় হইয়া উঠিল।

১৯১৯ অব্দের প্রারম্ভে উভয় পক্ষের বিবাদ, আলোচনাদ্বারা আপোষ নিষ্পত্তি করিবার একবার চেষ্টা করা হয়। মিঃ লয়েড জর্জ্জ এবং প্রেসিডেণ্ট উইলসন ২২শে জানুয়ারী উভয় পক্ষের প্রতিনিধিগণকে কনষ্টান্টিনোপলের সন্নিকটস্থ প্রিঙ্কিপো (Prinkipo) দ্বীপে ১৫ই ফেব্রুয়ারী উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। মিত্রশক্তিগণ রুশিয়ার অন্তর্বিপ্লবে কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে না বলিয়া যদি প্রতিশ্রুত হয়, তাহা হইলে বলশেভিক প্রতিনিধিরা যথাস্থানে নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উপস্থিত হইবে, সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে উত্তর দিল। কিন্তু রাজভক্তগণ তাহাদিগের তৎকালীন আয়োজনে অপার আস্থাবান এবং মিত্র-শক্তিগণের অপরিমিত সাহায্যে বলদৃপ্ত, কাজেই বলশেভিকগণ উদ্যত আক্রমণবেগ কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না, এই বিশ্বাসে উক্ত আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিল। কোন উত্তরই দিল না। তাহাদিগের প্যারী নগরস্থ প্রতিনিধিগণ আপোষ সম্বন্ধে বাক্যালাপ করিতেও অসম্মত হইল। এ যাবত রুশ-জনসাধারণ গৃহবিবাদে মর্ম্মাহত হইয়া আপোষ মীমাংসার জন্য যে মহা উৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল, অপর পক্ষ বিদেশীদিগের হস্তে ক্রীড়নক হইয়া বিনা যুদ্ধে বিবাদ ভঞ্জন করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায়, সেই উৎসাহই বহুগুণ বর্দ্ধিত হইয়া রাজভক্ত পক্ষের সর্ব্বনাশের জন্য প্রযুক্ত হইল। বলশেভিক বিরোধী রুশগণও বিদেশীদিগের গ্রাস হইতে দেশ রক্ষার জন্য বলশেভিকগণের সহিত যোগ দিল। যুদ্ধ থামিল না। ভীম বেগে পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং উত্তর দিক হইতে শত্রুসেনা মাস্কো অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল;

বিশ্ববাসী মনে করিল যে, আগামী গ্রীষ্মকাল মধ্যেই বলশেভিক শক্তি চূর্ণ হইবে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ধূলিসাৎ হইবে।

উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যা এবং সমরোপকরণের পরিমাণ তুলনা করিয়া সকলে ঐ প্রকার ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ যুদ্ধ ও বিপ্লবী যুদ্ধ দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ফ্রান্সে এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রুশিয়াতে জনসাধারণ আত্মপ্রত্যয়ের উদ্দীপনায় যে অসাধারণ উদ্যম, উৎসাহ, সাহস, শৌর্য্য, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়া, অলৌকিক-কীর্ত্তিতে বিশ্ব চমৎকৃত করিয়াছে, তাহা বারংবার যুক্তি-তর্ককে ব্যাহত করিয়া একটি অতি প্রাকৃত অবস্থার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছে। বলশেভিকগণ গর্ব্বে অধীর না হইয়া, প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া, দুই পক্ষেরই দোষ-ত্রূটি দেখাইয়া সকলকে অবহিত করিতে লাগিল। শত্রুসেনার অবস্থান সুবৃহৎ মানচিত্রে স্থূল কৃষ্ণবর্ণের রেখাদ্বারা অঙ্কিত করিয়া, সকল রাজপথের ধারে স্থানে স্থানে প্রতিদিন স্থাপন করিয়া সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট জনগণকে প্রকৃত অবস্থার সংবাদে প্রবুদ্ধ করিতে লাগিল। দিনের পর দিন ঐ স্থূল কৃষ্ণরেখা মাস্কো অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, জনসাধারণ সর্ব্ব প্রকার আর্থিক অনটন সত্ত্বেও পরাজয়ে অধীর না হইয়া দেশরক্ষার জন্য ঐ রেখা দূরে—বহুদূরে সরাইয়া দিয়া একেবারে লুপ্ত করিয়া ফেলিতে উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতে লাগিল। ১৯১৯ অব্দের অক্টোবর মাসে পেট্রোগ্রাড্ এবং মাস্কোর সান্নিধ্যে ঐ অজগর সদৃশ কৃষ্ণরেখার অবস্থান দৃষ্ট হইল। উভয় নগরের বৃহৎ কারখানাগুলি শূন্য করিরা অগণিত শ্রমিক ছুটিয়া গিয়া লাল-পল্টনে যোগ দিল।

লাল-পল্টন অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। ট্রট্স্কির

অসাধারণ সাধনা সিদ্ধ হইতে আরম্ভ করিল। একতারিনবার্গ ক্ষেত্রে লাল-পল্টনের হস্তে পরাজিত হইয়া সেনাপতি কোলচাক সাইবেরিয়ার পূর্ব্বাভিমুখে পলায়ন করিল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ হইতে ডেনিকিন সসৈন্যে প্রবল বেগে মাস্কৌ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার প্রধান বল কশাক অশ্বারোহী সেনা। লাল-পল্টনে অশ্বারোহী সেনা ছিল না বলিলেও হয়। কয়েক মাস মধ্যে অদ্ভুত কর্ম্মা ট্রটস্কি এক বৃহৎ অশ্বারোহী সেনাবাহিনী গঠন করিয়া ফেলিলেন। এ প্রকার ক্ষিপ্রতা সহকারে এরূপ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী বাহিনী কেহ কোন দিন গঠন করিয়াছে বলিয়া ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না। বুডেনি নামক এক কশাকসেনা এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই বাহিনী দক্ষিণ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র ডেনিকিনের গতি রোধ হইল। 'ওরেল' নগর প্রান্তে উভয় বাহিনীর সাক্ষাৎ হইল। তুমুল সংগ্রামের পর ডেনিকিনের সেনা বিধ্বস্ত হইল। ডেনিকিন স্বয়ং পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিল। আর্কেন্‌জেল হইতে ইংরাজ ও আমেরিকান সেনা অপসৃত হইল। সাইবেরিয়াতে কোলচাকের সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। ডেনিকিন ক্রিমিয়াতে পলায়ন করিলেন। পলায়ন কালে রাংঙ্গেল নামক এক যুবকের হস্তে সেনা পরিচালনার ভার দিয়া গেলেন। বুডেনির সহিত প্রথম সংঘর্ষেই অনভিজ্ঞ রাঙ্গেলের সেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সর্ব্ব ক্ষেত্রেই লাল-পল্টনের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইতে লাগিল। পশ্চিম দিকেও শান্তি নাই। ইংরাজ ও ফরাসীর প্ররোচনায় এবং সাহায্যে পোলগণ রুশ রাজ্য আক্রমণ করে; খিব্ নগর অধিকার করিয়া নীপার নদী পার হইবার উপক্রম করে। লাল-পল্টন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া

তাহাদিগকে পরাজিত করিল এবং পলায়নপর পোলদিগের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

দেশ শত্রু-মুক্ত করিয়া লেনিন্ গঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। প্রয়োজন অনুরূপ সর্ব্বত্র নিয়মানুবর্ত্তিতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিতা দৃঢ়হস্তে প্রবর্ত্তন করিয়া শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, শাসন, বিচার, সংরক্ষণ ইত্যাদি রাষ্ট্রের সকল বিভাগে নূতন নূতন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়া এক অভিনব যুগের উদ্বোধন করিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুগণ এইক্ষণ বলশেভিক রুশিয়ার বহির্বাণিজ্য রোধ করিয়া লেনিনের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র অচল করিতে প্রাণপণ যত্ন আরম্ভ করিল। উপর্য্যুপরি অন্তর ও বহিঃশত্রুর সহিত তুমুল সংগ্রামে অর্থ নাশ হওয়ায় এবং বহু কৃষক সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় অধিকাংশ কৃষিকার্য্য কৃষকাভাবে নষ্ট হওয়ার ফলে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিবার পথও রুদ্ধ। সংগ্রাম শেষ করিতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। এই কাল যাবত প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লাল-পণ্টন অষ্টপ্রহর সশস্ত্র থাকিয়া শত্রু দমনে প্রবৃত্ত ছিল। ইহাদের ভরণ-পোষণ অস্ত্র-শস্ত্রাদি সমরোপকরণ উপযুক্ত মাত্রায় সংস্থান করিতে রাষ্ট্রীয় কোষ নিঃশেষ হইয়া পড়ে। এই সব কারণে দেশে খাদ্যাভাব ভীষণ দুর্ভিক্ষের আকার ধারণ করিল। লেনিন বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া মহা শঙ্কট হইতে দেশকে উদ্ধার করিয়া জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন।

চতুর্দ্দিকস্থ দেশগুলির সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে লেনিন উদ্যোগী হইলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী ইস্থোনিয়া, ১৪ই মার্চ্চ ল্যাটভিয়া, ১২ই অক্টোবর পোলাণ্ড এবং ১৪ই অক্টোবর ফিনলাণ্ড সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিল। রাংঙ্গেল নিঃশেষে পরাজিত হইলে ইউক্রেনিয়ান

এবং ককেসিয়ান রিপাব্লিকদ্বয় সোভিয়েট বিপাব্লিকের সহিত যুক্ত হইল। বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলির প্রায় সমস্তগুলিই আবার সংযুক্ত হইল। প্রান্তস্থ যেসকল দেশ পৃথক রহিল, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইল না; কারণ শিক্ষা-দীক্ষা আচার-ব্যবহার এবং গোত্রাদি সকল বিষয়েই তাহারা পৃথক। এমতাবস্থায় সমগ্র রুশিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছে বলিয়া বলশেভিকগণ গৌরব ও গর্ব্বের উপযুক্ত অধিকারী সন্দেহ নাই।

আদর্শের দিকে রুশিয়ার প্রগতি

যে নীতি অনুসরণ করিয়া লেনিন কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কার্য্যকালে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। প্রথম প্রথম সমগ্র উৎপন্ন শস্য সরকারী গোলায় সংগৃহীত হইত। কৃষকগণ ইহাতে আপত্তি করিতে লাগিল। ইহার পরিণামে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ হ্রাস হইতে লাগিল। লেনিন বহু আয়াসে সহকর্ম্মিগণকে সম্মত করিয়া কৃসকদিগকে শস্য বিক্রয় করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। কমিউনিজিম্ নীতির বিরুদ্ধ হইলেও দেশের মঙ্গলের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র প্রশস্ত বলিয়া ইহা প্রবর্ত্তন করিতে তিনি এক বিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

১৯২১ অব্দের অজন্মার পরিণামে রুশিয়াতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বহু কষ্টে জীবনপাত করিয়া লেনিন দেশ রক্ষা করিলেন। ১৯২৩ অব্দে অসময় লেনিনের মৃত্যু হইল। তিনি যেসকল ব্যবস্থার প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহচর ও শিষ্যগণের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সেগুলি ক্রমে বিস্তৃতি ও পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। তিনি বহু কৌশলে অপরাপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের উপায় উদ্ভাবন করিয়া

কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন ; সেসকল ক্রমে পরিণতি লাভ করিতে লাগিল। ১৯২৪ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট (Labour) বলশেভিক রুশিয়াকে রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য করিল, এবং তাহার সহিত ব্যবহার আরম্ভ করিল। ক্রমে অন্যান্য শক্তিগণ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুসরণ করিতে লাগিল। ইংরাজ রক্ষণশীল সম্প্রদায় ও ধনী মহাজনগণ জিনভেফের লিখিত বলিয়া একখানি জালপত্র প্রকাশ করতঃ লেবার গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস করিয়া অযথা অবমাননা করিয়া সোভিয়েট রুশিয়ার সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। ১৯২৯ অব্দে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বার লেবার পক্ষের হস্তগত হইলে রুশিয়ার সহিত সম্বন্ধ আবার স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক ব্যবহারও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ব্যাপার আলোচনার ইহা স্থল নহে। অতঃপর রুশিয়া বলসেভিক নীতি অনুসরণে উন্নতির পথে কি প্রকার অগ্রসর হইতেছে, তাহারই যথা-সম্ভব আলোচনা করিব।

১৯২৯ অব্দে অর্থাৎ দশ বৎসরে সাধারণ শিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়া শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪ জনের স্থলে ৬০ জন হইয়াছে। জনসাধারণ সমবায় সমিতির উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া কৃষিকার্য্যে আধুনিক উন্নত যন্ত্রাদি ও বৈজ্ঞানিক সার ব্যবহার করিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রতি গ্রামে গ্রামবাসিগণ শতকরা প্রায় ৮০ জন ঋণ গ্রহণ, উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং শস্য উৎপাদন জন্য কোনও না কোন সমবায় সমিতির সভ্য হইয়াছে। ১৯২৪—২৫ অব্দে ফোর্ডসানের ট্রাক্টারের প্রথম প্রচলন আরম্ভ হইলে কৃষকগণ উহা ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিত। তাহারা চিরাভ্যস্ত সনাতন প্রথা ত্যাগ করিতে কত কুণ্ঠা—কত অবিশ্বাস জনিত ভয় প্রকাশ করিত। দুই-তিন বৎসরের মধ্যে উহার ব্যবহারে উপকৃত হইয়া তাহারা মহা উৎসাহে উহার প্রচলন বৃদ্ধি করিতে

যত্নবান হইয়াছে। ধনী, মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র সকল কৃষকই সমভাবে উপকৃত হইতেছে। সাধারণ নিয়মের বশীভূত হইলে ধনী কৃষক ট্রাক্টর ক্রয় করিয়া দরিদ্র কৃষকের ক্ষুদ্র ক্ষেত্রটুকু আত্মসাৎ করতঃ তাহাকে মজুর করিয়া ফেলিত। কিন্তু বলশেভিক সরকার হইতে ব্যবস্থা করিয়া ট্রাক্টর প্রদত্ত হওয়ায় তাহা ঘটে নাই। কেহ কেহ স্বয়ং লইয়াছে, কেহ কেহ বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া লইয়াছে। বলশেভিক সরকারের প্রথম উদ্দেশ্য কৃষির উন্নতিসাধন এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র কৃষকগণকে রক্ষা করা ও তাহাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথা অনুসারে এক ব্যক্তিকে বিস্তৃত জমিদারী ভোগ করিতে না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন বিধানের বলে সেই বিস্তৃত ভূমিতে বহু কৃষককে প্রচুর পরিমাণ শস্য উৎপাদন করিবার অধিকার দিয়া অর্থনৈতিক সমস্যার সুন্দর মিমাংসা করিয়াছে। সরকার হইতে কৃষকদিগকে উপযুক্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট বীজ প্রদান করা হয়। কোনও সমগ্র গ্রাম বা কতগুলি সংঘবদ্ধ কৃষক বীজ ও যন্ত্রাদি পাইবার জন্য সরকারের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়। সেই চুক্তি অনুসারে সরকার উৎকৃষ্ট ও উপযুক্ত পরিমাণ বীজ, আবশ্যকীয় ট্রাক্টারাদি যন্ত্র, প্রয়োজনীয় সার এবং যথাবশ্যক বিশেষজ্ঞের উপদেশ দিয়া কৃষককে সাহায্য করিবে ও তাহার মূল্য স্বরূপ কৃষকগণ উৎপন্ন শস্যের নিজ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ সরকারকে দিবে—এই মর্ম্মে চুক্তি হয়। অবশ্য এই শস্যের একটা মূল্য ধার্য্য করা হয়।

আর এক ব্যবস্থা অনুযায়ী ট্রাক্টার ফৌজ (Brigade) অর্থাৎ ৫০ হইতে ১০০ ট্রাক্টার ও অন্যান্য আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি সহ সরকারী বিশেষজ্ঞ-গণ কর্ষণ, বপন, ছেদন, বহন, মলনাদি সমস্ত কার্য্যই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নির্ব্বাহ করিয়া দেয় এবং মূল্য স্বরূপ উৎপন্ন শস্যের এক তৃতীয়াংশ

গ্রহণ করে। বীজের পরিমাণ বাদ দিলে এই এক তৃতীয়াংশই প্রায় একচতুর্থে পরিণত হয়। কৃষকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোতগুলি একত্র করিয়া দিতে হয়; কারণ ক্ষুদ্র জমিতে ট্রাক্টার কার্য্যকরী হয় না। সকলের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র যোতগুলি একত্র করাই সমবায় কৃষির প্রথম ও প্রধান পর্ব্ব। যে-সকল জমি এতকাল মরুপ্রান্তর ছিল, তাহা এখন নন্দনকাননে পরিণত হইয়াছে। বর্ত্তমান রুশিয়াতে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র অধিষ্ঠিত। ককেসাসের উত্তর প্রদেশে একটি এক লক্ষ হেক্টারসের (প্রায় ৭ লক্ষ বিঘা) ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণ আমেরিকান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতেছে। সাত সহস্র শ্রমজীবি এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে ইহা একটী বিস্তৃত মরুপ্রান্তর ছিল।

রুশ জনসাধারণের মানসিক পরিবর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। কিছু কাল পূর্ব্বের মূর্খ, নির্ব্বোধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অদৃষ্টবাদী ও রক্ষণশীল রুশ কৃষক যেন যাদুকরের কুহকে অকস্মাৎ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সংস্কার প্রিয়, আত্মনির্ভরশীল এবং উদারচেতা কর্ম্মবীর হইয়া পড়িয়াছে। যেসকল যুবক ও বালকগণ ট্রাক্টার ফৌজে কার্য্য করিতেছে ইহারা লাল-পল্টনে নিয়মিতরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত। তথায় সকল প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান রুশিয়ার যুবকমাত্রকেই আঠার মাস বাধ্য হইয়া পল্টনে থাকিতে হয়। সেই সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে সামরিক ও রাজনীতিক ড্রিল ব্যতীত বহুবিধ শিল্প, কলা ও যন্ত্র ব্যবহারের কৌশল শিখিতে হয়। তন্মধ্যে মোটর ট্রাক্টর চালনা এবং মেরামতাদি শিক্ষা প্রধান। এই প্রকার শিক্ষিত যুবকগণ ট্রাক্টার ফৌজে গ্রাম মধ্যে গমন করিয়া গ্রামবাসী বালকদিগকে শিক্ষা দেয়। ক্রিন্‌সি গ্রামের ট্রাক্টার ফৌজের নেতা ২৮ বৎসরের যুবক ভিস্কুবভের এক বৎসরের (১৯২৮—২৯) কর্ম্মপঞ্জী হইতে ইহারা কি ভাবে কার্য্য করিতেছে

তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। ১৯২৮ অব্দে আগষ্ট মাসে ২১টী মাত্র ট্রাক্টার লইয়া সে ঐ গ্রামে আগমন করে। শরতের পূর্ব্বেই ১০০০ হাজার হেক্টারিস ভূমির শস্য (১ হেক্টার = ২$\frac{১}{২}$ একর = ৭॥০ বিঘা) ঝাড়িয়া মলিয়া স্তূপ দিয়াছে, আড়াই হাজার হেক্টারিস ভূমি কর্ষণ করিয়াছে। শীতাগমে তাহারা ১৭ হইতে ২০ বৎসর বয়স্ক ৭৫ জন যুবককে ট্রাক্টার চালনা শিক্ষা দিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২০০ শত নিরক্ষর কৃষককে লেখাপড়া শিখাইয়াছে এবং ৪০ জন কৃষককে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে (agro techniqde) শিক্ষা দিয়াছে। ১৮২৯ অব্দের বসন্তকালে তাহার ট্রাক্টার সংখ্যা ২১ স্থলে ৫২ হইয়াছে। ইতিমধ্যে কালেস্কা নামক একটী গ্রাম ৩০০০ হেক্টারিস্ ভূমি একত্র করিয়া তাহার সাহায্যে কর্ষণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীষ্মকালে গমের বীজ বপনের পর পেষাও নামক একটি বৃহৎ গ্রামের এক হাজার ঘর গৃহস্থ ৭০০০ হেক্টরিস্ ভূমি একত্র করতঃ তাহারা ফৌজের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছে। তাহার ট্রাক্টার সংখ্যা এই সময় ৬৭টী হইয়াছে।

১৯২৮ অব্দে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ৪০,০০০ ট্রাক্টার ক্রয় করিয়াছিল। ট্রাক্টার ফৌজের পরীক্ষা সর্ব্বত্র অপ্রত্যাশিত রূপে সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিস্তৃত মরুপ্রান্তর আবাদ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। ধনী কৃষকগণ উদ্বৃত্ত শস্য গভর্ণমেণ্টকে দিতে অসম্মত হইলে বুখারিন তাহাদের দাবী পূরণ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন; কিন্তু ষ্টালিন তাহাতে অসম্মত হইয়া দরিদ্র কৃষকগণকে বৈজ্ঞানিক কৃষি প্রণালী ও যন্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিয়া উন্নত করিয়া "কুলক" অর্থাৎ ধনী কৃষকদিগকে বশীভূত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ২১টী ট্রাক্টারের একটি ফৌজের কৃত কর্ম্মের উপরোক্ত বর্ণনা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে ৪০,০০০ ট্রাক্টার বহু বিভিন্ন ফৌজে বিভক্ত হইয়া গ্রামে গ্রামে গিয়া কি করিতে সমর্থ

হইয়াছে। ১৯৩১ অব্দে রুশিয়া বিদেশ হইতে আর ট্রাক্টার আমদানী করে না। দেশের কারখানায় বাৎসরিক প্রায় ৮০,০০০ ট্রাক্টার নির্ম্মিত হইতেছে।

সমাজ-সাম্যবাদের প্রধান সূত্র এই যে, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, জরাগ্রস্ত ইত্যাদি অক্ষম ব্যক্তি ভিন্ন প্রত্যেক বয়স্ক ব্যক্তিকেই শ্রম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে হইবে; এবং কেহ অপরের শ্রমলব্ধ ধন ভোগ করিতে পারিবে না। জনসাধারণকে উপযুক্ত কর্ম্ম দিয়া নিরলস রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলেই এই সূত্র প্রয়োগ করা সফল হইবে। দূরদর্শী লেনিন দেশ হইতে আলস্য, বিলাসিতা ও অপচয় দূর করিয়া রুশ জাতিকে জগদ্বরেণ্য করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আদর্শ-বাদী লেনিনের কল্পনায় সোভিয়েট রুশিয়ার ভবিষ্যত চিত্র যেরূপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহাকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি ১৯২০ অব্দে তাঁহার সহযোগী Krzhizhanovskyকে দেশের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার উপযোগী একটি কর্ম্মপদ্ধতি প্রস্তুত করিতে বলিয়া এই মর্ম্মে পত্র লিখেন—"জনসাধারণের বোধগম্য একটি কর্ম্মপ্রণালী প্রস্তুত করিতে হইবে, যদ্দারা দশ বৎসর বা পাঁচ বৎসর মধ্যে আমরা সারা দেশ ব্যাপিয়া বিশটি, ত্রিশটী, পঞ্চাশটী বা যথাবশ্যক সংখ্যক বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের যন্ত্রাগার (power station) স্থাপন করতঃ প্রত্যেক যন্ত্রাগারের চারি ধারে চারি শত বা অগত্যা দুই শত ভার্ষ্ট্স্ "(⅔ মাইল) ব্যাপিয়া শক্তি প্রসার করিয়া কৃষি, শিল্পাদি সকল প্রকার উৎপাদন কার্য্য সম্পন্নার্থ জনগণকে সাহায্য করিতে সক্ষম হইতে পারিব।" লেনিনের উদ্ভাবনী শক্তির প্রভাবে ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে তাঁহার সহযোগী যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কর্ম্মপ্রণালী প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ "The five years' plan." বিশ্বের দরবারে

সকলের অগ্রণী হইয়া দণ্ডায়মান হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে যে কর্ম্ম পদ্ধতি অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লেনিন লিখিয়াছিলেন যে 'Electrification plus Soviets = Socialism', অর্থাৎ সারা রুশিয়াতে তাড়িতশক্তি ব্যবহারের অবাধ প্রসার এবং সোভিয়েট সংঘ গঠন করিতে পারিলেই সমাজ-সাম্যবাদ সার্থক হইবে।

১৯২৮ অব্দে মে মাসে ষ্টালিন এই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। ১৯৩১ অব্দের মধ্যভাগেই বিদ্যুত উৎপাদন এবং প্রসারণের ৪২টী যন্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছে। তথা হইতে বৎসরে বাইশ মিলিয়ার্ড কিলোয়াট বা একক (unit) পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রসমূহে যন্ত্রাগারগুলি স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া বহুদূর ব্যাপী অসংখ্য কল-কারখানা গঠিত হইয়াছে। ফলে রুশিয়ার পণ্য উৎপাদিকা শক্তি বহু গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। মূলধনের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে দেখিয়া, এত কালের অসহযোগের পর বিদেশী ধনীগণ রুশিয়াতে মূলধন খাটাইতে প্রলুব্ধ হইয়াছে। ১৯৩১ অব্দের বাজেটে সমগ্র রাজস্বের শতকরা তেষট্টি ভাগ কৃষি, শিল্প ব্যবসা ও বাণিজ্যের বিস্তৃতির জন্য, একুশ অংশ শিক্ষা কার্য্যের, ছয় অংশ স্বাস্থ্যাদি অন্যান্য বিষয়ের এবং দশ অংশ রাষ্ট্র পরিচালনের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া জাতীয় আয় (national income) তিন গুণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইরূপ অপ্রত্যাশিত গতিতে পাঁচ বৎসরের কার্য্যপ্রণালীর কর্ম্ম অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া ষ্টালিন এবং তাঁহার সহকর্ম্মিগণ বলেন যে চারি বৎসরেই তাহারা কার্য্য সমাধা করিবেন; পাঁচ বৎসর লাগিবে না। বর্ত্তমান রুশিয়ার গভর্ণমেন্টের ডিক্টেটর ষ্টালিন দৃঢ় কণ্ঠে বলিতেছেন যে, অচিরে রুশিয়া কৃষি-শিল্পাদি কার্য্যে

আমেরিকার সমকক্ষ কেন, তাহাকে অতিক্রম করিতেও সক্ষম হইবে। ১৯৩১ অব্দের আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা অর্থাৎ বাজেট দেখিলে ষ্টালিনের আশা যে অমূলক নয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। রুশিয়ার নব নির্ম্মিত বিশালায়তন কারখানা-গৃহগুলি এবং তাহার সন্নিকটস্থ অত্যুচ্চ বিশাল হোটেল-গৃহগুলিকে দেখিয়া অনেকেই সহসা স্থির করিতে পারিত না যে দৃষ্টিভ্রম কি না। মাস্কোর সন্নিকটে আইভানাক নামক একটী নগণ্য অধন্য পূতিগন্ধময় গ্রামে পূর্ব্বে একটি কাপড়ের কলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তাহাতে গ্রামের অবস্থা উন্নত না হইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবনতই হইয়াছিল। সেকালের কারখানার চারিদিকে শ্রমজীবিদিগের বাসস্থানগুলি শারিরীক ও মানসিক উভয় স্বাস্থ্যেরই সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। অধুনা তথায় তিনটি নূতন কল স্থাপিত হইয়াছে ও সম্পূর্ণ আধুনিক যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯২৯ অব্দে তৃতীয় কলটি স্থাপিত হইয়াছে। একজন ইংরাজ এঞ্জিনিয়ার এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বলিয়াছেন যে, এই রকম সম্পূর্ণ আধুনিক যন্ত্রাদি ও ব্যবস্থানুযায়ী পরিচালিত উন্নত কল শ্রমিকদিগের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সকল প্রকার শিক্ষাদির আয়োজন কোন বিলাতী কলেও তিনি দেখেন নাই। আইভানাকের এই বিস্ময়কর কাপড়ের কলটীর নাম 'মেলাঞ্জি মিল'। ইহা অতি বিশাল আয়তন এবং ইহাতে একত্রে সকল প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার এক দ্বারে রেলওয়ে ওয়াগন হইতে তুলার বস্তা নামাইতেছে, বিপরীত দ্বারে রেলওয়ে সাইডিংএ দণ্ডায়মান ওয়াগনে কাপড়ের গাইট বোঝাই হইতেছে। ইহাপেক্ষাও বৃহৎ বৃহৎ কারখানা স্থানে স্থানে স্থাপিত হইতেছে। অতএব বলশেভিক নেতাদের গর্ব্ব অযথা

১৮২৯ অব্দে Mr. Oswald Garrison Villard, Member of the Un-official Delegation of the Russo-American Chamber of Commerce লিখিয়াছেন—"জারের রুশিয়া হইতে নিরক্ষর নগ্ন-পদ অর্দ্ধ উলঙ্গ, বুভুক্ষু, যন্ত্রযুগের নানাবিধ আবিষ্কারের কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, সামন্ত প্রথানুগ, লক্ষ লক্ষ ক্রীতদাস চিরতরে অন্তর্হিত হইয়াছে। মাত্র দশ বৎসরের Sovietismএর প্রভাবে জনগণ এত দ্রুত নানা প্রকার আবশ্যক দ্রব্যের অভাব পূরণ করিতে উদ্যমশীল হইয়াছে এবং বর্ত্তমান উন্নত প্রথার সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পাইতে এত আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতেছে যে, বলশেভিক গভর্ণমেণ্ট অগ্রসর হইবার গতি লইয়া কালের সহিত প্রতিযোগীতা করিতে বাধ্য হইয়াছে। * * * প্রতি বৎসর যে ৩৫,০০০০০ লক্ষ লোক সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় তাহাদিগকে এবং যখনই যত বহু সংখ্যক কৃষক কর্ম্ম শূন্য হউক সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে উপযুক্ত কর্ম্মে নিয়োগ করিবার জন্য, দূরদর্শী লেনিন পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপঞ্জি (five years' programme) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কারখানাসমূহে শিল্পযন্ত্রের প্রাধান্যে আমেরিকার ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে অসীম ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া একজন বলশেভিক অর্থনীতিবিশারদকে আমি প্রশ্ন করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে তারা সে ভয় করে না। কারণ তাহারা কোন ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বিশেষকে যন্ত্রের মালিক হইয়া জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দিবে না। সকল লোকের সমান অধিকার থাকিলে যন্ত্রই তাহাদের গোলাম হইবে—তাহারা যন্ত্রের গোলাম হইবে না। লেনিন-গ্রাডের বিখ্যাত পুটিলফ কারখানার আমেরিকায় শিক্ষা প্রাপ্ত পরিচালক বলিলেন—আমেরিকায় কারখানার মোট ব্যয়ের শতকরা ৪০৲ টাকা বিক্রয়ের সুবিধা করিবার জন্য বিজ্ঞাপন এবং বিশেষজ্ঞগণের বেতনাদি

দিতে খরচ হয়। কিন্তু রুশিয়ার প্রতিযোগীতাহীন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ঐ ব্যয় অনাবশ্যক। ইহা ব্যতীত বেতন খরচও অনেক কম। এই পুটিলফ্ কারখানার প্রধান পরিচালক মাত্র ২৫০ রুবল্‌স্ (২৪৩৮৹) বেতন এবং একটি সাধারণ বাসগৃহ বিনা ভাড়ায় পাইয়া থাকেন। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে তুল্য পদস্থ কোন কর্ম্মচারী ৪০০০৲ টাকা হইতে ৬০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত মাসিক বেতন প্রাপ্ত হন এবং এতদ্ব্যতীত তাহার সাহায্যার্থ বহু উচ্চ বেতনভোগী সাহায্যকারীর আবশ্যক হয়। সর্ব্বাপেক্ষা অল্প ব্যয়ে শিল্প-জাত দ্রব্য উৎপাদন করিবার প্রধান উপকরণ হইতেছে শ্রমজীবিদিগের বেতনের লোভে কর্ম্ম না করিয়া দেশের এবং দশের কল্যাণার্থ কর্ম্ম করিবার মনোবৃত্তি। জগত মধ্যে রুশিয়াতেই সর্ব্ব প্রথম ইহা দেখা দিয়াছে। ষ্টালিনগ্রাডে বৎসরে ৬০০০০ ট্রাক্টার প্রস্তুতোপযোগী এক বিশাল কারখানা পনর মাস মধ্যে গঠন করিবার চুক্তিতে একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রমিকগণ মধ্যে মজুরী লাভ করা ভিন্ন কর্ম্ম করিবার অন্য কোন মনোবৃত্তির প্রেরণা লক্ষ্য করিয়াছেন কি?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়! জানি না আপনারা ইহাকে ন্যাসনালিজ্‌ম্ বলিবেন কিম্বা কমিউনিজিম্ বলিবেন, বা অপর কিছু বলিবেন; কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে এই শ্রমিকগণ মনে করে যে, স্বার্থের প্রয়োজন অপেক্ষা পরার্থের অধিকতর প্রয়োজনেই তাহারা কার্য্য করিতেছে।" রস্টভ্-অন্-দি-ডনের কৃষি কার্য্যের যন্ত্রপাতি প্রস্তুতের প্রকাণ্ড কারখানার অর্দ্ধেকের অধিক কমিউনিষ্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারগণ কমিউনিজম্ নীতি মান্য করিয়া উচ্চবেতন গ্রহণে অসম্মত। সারা জগত মধ্যে এক রুশিয়াতেই কর্ম্ম করিবার অপটুতা (inefficiency) দণ্ডার্হ অপরাধ বলিয়া

পণ্য। একজন আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার পঁহুছিবামাত্র তাঁহাকে সাবধান করা হইয়াছে যে, দস্তুরি কিম্বা ঘুষ লওয়া ধরা পড়িলে যাবজ্জীবন কারাবাস ভোগ করিতে হইবে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এই বিধান প্রচলিত হইলে কারাগারের সংখ্যা সহস্রগুণ বৃদ্ধি করা আবশ্যক হইত। দস্তুরি গ্রহণ সম্বন্ধে ৮ই আগষ্ট (১৯২৯) নিপার-পাওয়ার-প্লান্টের নির্ম্মাণ কার্য্যের পরিদর্শক কর্ণেল হিউ এল্ কুপার আমেরিকার সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদিগকে বলিয়াছেন যে, সোভিয়েটের অধীনে তিনি প্রায় দেড় শত কোটী টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কোথাও এক কপর্দ্দকও দস্তুরি লাগে নাই। তিনি দুঃখের সহিত বলিলেন যে, আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি এই কথা বলায় কেহই বিশ্বাস করিতে পারে নাই; কারণ উৎকোচ ও দস্তুরির প্রথা আমেরিকায় অসম্ভবরূপে প্রচলিত। ষ্টালিন প্রমুখ নেতৃবর্গ অতিশয় নির্জ্জনতাপ্রিয়। কৌতুহলী বিদেশী ভ্রমণকারিগণের সহিত সাক্ষাৎ না করায় তাঁহাদের সম্বন্ধে নানা প্রকার গুজব প্রচারিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুষণীয় অভিযোগ এই যে, বলশেভিক নেতৃগণ মধ্যে দুই ব্যক্তি সময় সময় অধিক পরিমাণে মদ্যপান করেন। আমেরিকান নেতৃগণ মধ্যে অনুসন্ধান করিলে মদ্যপান নিষিদ্ধ ওয়াসিংটন নগরেও অতিরিক্ত মদ্যপানাসক্তের সংখ্যা দুই অপেক্ষা অনেক অধিক হইবে সন্দেহ নাই।......সাধারণ শ্রমিকদিগের সৃজন বা উদ্ভাবনী শক্তির উদ্বোধন করিতে বলশেভিক নেতাগণ নানাবিধ চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগের ডেলিগেশনের সভ্যগণ প্রত্যেকেই স্বীকার করিবেন যে, কারখানার বা গভর্ণমেন্টের সকল বিভাগের উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণ আমাদিগের মনে একটি করিয়া ছাপ লাগাইয়া দিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কাহারই ৪০ বৎসরের উপর বয়স নহে। তন্মধ্যে

যাহারা সাধারণ শ্রমিক হইতে জীবন আরম্ভ করিয়াছে তাহাদের চরিত্রই বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। শ্রমিকদিগের সৃজন-শক্তির স্ফুরণ করা সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইয়াছে।

সমস্ত চাঞ্চল্য ও পরিবর্ত্তন বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। এত অধিক নূতন নূতন কলকারখানা স্থাপিত হইতেছে যে, তাহা দেখিলে বিভ্রান্ত হইতে হয়। লেনিনগ্রাডে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বাহাদুরি কাঠ চালান দিবার বন্দর (Lumberport) নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। চারিটী বন্দর একত্র করিয়া এই নূতন বন্দর প্রস্তুত হইতেছে। এই বন্দরের অধিকাংশ কার্য্যই বৈদ্যুতিক শক্তিবলে পরিচালিত হইতেছে। এখনই ইহা হইতে বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ বাহাদুরি কাঠ (Lumber) রপ্তানী হইতেছে। এত অল্পকাল মধ্যে এত অধিক কার্য্য সম্পাদন করা; এত শীঘ্র শাসন, সংরক্ষণ, শিল্প বাণিজ্যাদি পরিচালনের নূতন বিধানানুযায়ী সুবিশাল রাষ্ট্র যন্ত্র গঠন করিয়া সকল বিভাগে সুন্দররূপে ও দ্রুতগতিতে কার্য্য আরম্ভ করা এবং অপরিমিত অর্থ সংগ্রহ করা যে কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে, ইহা বিশেষজ্ঞ ব্যতীত সাধারণ ব্যক্তির ধারণাতীত।

পরিশিষ্ট

(১)

Third International বা তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক সমিতি কি ?

এই তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক সমিতি (The Third International) বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মহা দুশ্চিন্তার হেতু হইয়াছে। রুশিয়ার বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যেসকল মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বিশ্ববাসীকে ভীত ও ত্রস্ত করতঃ রুশিয়ার বিপক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রবল প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার মূলে সাম্রাজ্যবাদিগণের (Imperialists) Third Internationalএর আতঙ্ক বিদ্যমান। সাম্রাজ্যবাদিগণের ধারণা যে জগতে জনসাধারণের স্বাধিকার অর্জ্জনের যেখানেই যে কোনও অনুষ্ঠান হইতেছে, তাহার অন্তরালে ঐ থার্ড-ইণ্টারন্যাসনাল ক্রিয়া করিতেছে। যেখানেই যেকেহ দাসত্বের শৃঙ্খল-মোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথবা হইতেছে, সেইখানেই ইম্পিরিয়ালিষ্ট-গণ তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিকের প্ররোচনা বা বলশেভিক প্রভাব দেখিতে পাইতেছে। এই থার্ড ইণ্টারন্যাসনাল কি ?

১৮৪৭ অব্দে লণ্ডন নগরে কার্ল মার্কস্‌কে কেন্দ্র করিয়া সোসালিষ্টগণ একটী সমিতি গঠন করিয়াছিল। নাম দিয়াছিল 'কমিউনিষ্ট লিগ'। যে

সকল সমাজসংস্কারক মার্কসের নীতি অনুমোদন করিতেন, তাঁহাদিগকে "কমিউনিষ্ট' বলা হইত। এই সমিতি মার্কসের বাণী "বিশ্বের শ্রমিকগণ সংজ্ঘবদ্ধ হও" (Workers of the world, unite) প্রচার করিতে লাগিলেন। পর বৎসর ১৮৪৮ অব্দে ফরাসী রিভলিউসন আরম্ভ হইলে এই সমিতির কার্য্য বন্ধ হয় ও কিছুকাল পরে সমিতি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

১৮৬২ অব্দে লণ্ডনের আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষে প্রায় সকল দেশের কমিউনিষ্টগণ ঐ নগরে সম্মিলিত হইয়া কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাহার ফলে ১৮৬৪ অব্দে লণ্ডনে "প্রথম আন্তর্জ্জাতিক" সভার (First International) অধিবেশন হয়; এবং "International Working Man's Association" বা আন্তর্জ্জাতিক শ্রমজীবি-সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। এই সঙ্ঘ মার্কসের উপরোক্ত বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু প্রথমেই মতভেদ জনিত দুইটী দল হয়। একদল বলে—পার্লামেণ্টারী গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করিয়া কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। অপরদল বলে--পার্লামেণ্ট পদ্ধতি বুরজোঁয়াদিগের সুবিধাদায়ক; উহাদ্বারা শ্রমিকদিগের কল্যাণ সাধন করা অসম্ভব, সুতরাং রাষ্ট্রবিপ্লব অনিবার্য্য এবং পুরাতন শাসনপ্রণালী সমূলে উৎপাটন করিয়া নূতন কমিউনিষ্ট প্রণালী প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। উভয় দলের এই মতভেদ লইয়া দীর্ঘ আট বৎসর বিবাদের পর ১৮৭২ অব্দে বিপ্লবপন্থীগণ সমিতি হইতে প্রতাড়িত হইল। কিন্তু ফার্ষ্ট ইণ্টারন্যাসনালও এক বৎসর কাল কার্য্য করিয়া ১৮৭৩ অব্দে লীলা সম্বরণ করে। ঐ অব্দে জেনেভা নগরে শেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

১৮৮৯ অব্দে প্যারী নগরে "দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক" সমিতি (Second International) গঠিত হয়। পুনর্ব্বার সেই মতভেদ উপস্থিত

হইল। কিছুকাল বিবাদের পর বিপ্লববাদীগণ লণ্ডন কংগ্রেসে ১৮৯৬ অব্দে পরাভূত ও বহিষ্কৃত হয়। এই সময় হইতে পার্লামেণ্টপ্রিয় দলের নাম হইল 'লেবার সোসালিষ্ট' এবং বিপ্লবপ্রিয় পক্ষের নাম হইল 'কমিউনিষ্ট'। ইংলণ্ডের লেবার পার্টি প্রথম পক্ষভুক্ত, তথায় কমিউনিষ্ট সংখ্যা অল্প। সেকেণ্ড ইণ্টারন্যাসনাল এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া লীলা শেষ করিল।

লেনিন লেবার সোসালিষ্টদিগকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। তিনি বলিতেন যে উহারা ক্ষমতা, যশ ও অর্থ লোভী। উহাদিগের দেশ-প্রেম থাকিলেও চির-নিপীড়িত শ্রমিকদিগের জন্য প্রাণ কাঁদে না। উহারা স্বার্থের জন্যই ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতেছে এবং ক্ষমতা লাভ করিলেই একটি নূতন বুরজোঁয়া সম্প্রদায় হইয়া উঠিবে। তিনি এই জন্য ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু কৌশলে নিরপেক্ষ স্কাণ্ডেনেভিয়ার রাজধানী ষ্টকহল্‌ম নগরে "তৃতীয় আন্তর্জ্জাতিক" সভার (Third International) অধিবেশন করাইতে স্থিরসঙ্কল্প হন। যদিও অনুমতিপত্র না পাওয়ায় অনেক সভ্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তথাপি কার্য্য বন্ধ হয় নাই। এখানেই মস্কোর থার্ড ইণ্টারন্যাসনালের উৎপত্তি। বলশেভিকের রাষ্ট্র ব্যবস্থার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। এই সমিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে বিশ্বব্যাপী সভ্য সংগ্রহ করতঃ জগতের শ্রমিকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে এবং তাহাদিগের জন্মগত অধিকার অর্জ্জন করিবার সাহায্য করিতে যত্ন করিতেছে। লেনিন বলিতেন—"I do not understand patriotic Socialism,—Socialism is Cosmopolitanism."

---

(২)

লেলিন ভ্লাডিমির ইলীচ্ উল্যানভ্

Lenin Vladimir Iliyich Ulyanov

সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির এবং কমিউনিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক সমিতির (Third International) স্থাপয়িতা, মার্কসের শিষ্য, বলশেভিক নেতা এবং রুশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের প্রধান পরিচালক মহাত্মা লেনিন সিম্বিস্ক (বর্ত্তমান উলানভস্ক্) নগরে ১৮৭০ অব্দে ৯ই এপ্রিল, বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিকলভিচের ঔরসে জনৈক চিকিৎসকের কন্যা মেরিয়া এলেক-জেণ্ড্ৰভনার গর্ভে তৃতীয় সন্তান রূপে ভূমিষ্ট হন। তাঁহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাত্রজীবনেই নারডভল্‌জ (Narodovaltz) নামক জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভ করিবার আন্দোলনে যোগ দেয় এবং জার তৃতীয় এলেকজেণ্ডারকে হত্যা করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া অভিযুক্ত হয়। বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাহার বয়স তখন বাইশ বৎসর। ১৮৭৭ অব্দে শ্লুসেলবার্গের বাষ্টাইলের অর্থাৎ রাজবন্দীদিগের কারাগারের প্রাঙ্গনে সাতবৎসর বয়স্ক বালক লেনিন জহ্লাদের হস্তে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণদণ্ড দেখিয়া যে তীব্র বেদনা অনুভব করেন, তাহাই তাঁহাকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া উত্তর কালে জাতীয় বিপ্লবের এক নূতন মূর্ত্তি ধ্যান করিতে প্রেরণা দেয়। এই শোচনীয় দৃশ্য সুকুমারমতি বালকের কোমল হৃদয়ে যে ছায়াপাত করিয়াছিল তাহাই তাহার ভাবী জীবন গঠনের প্রধান উপাদান। এই করুণ দৃশ্যের তীব্র বেদনা সঙ্কুল স্মৃতি তাহাকে-সর্ব্বক্ষণ অসহায় জনগণের মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতে উদ্যত করিয়া রাখিয়াছিল।

দশ বৎসর পর ১৮৮৭ অব্দে গ্রীষ্মকালে লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করিতে প্রবেশ করেন ; কিন্তু বৎসর শেষ না হইতেই ডিসেম্বর মাসে ছাত্রগণের কোন অবৈধ সভায় যোগ দিবার অপরাধে ধৃত হইয়া এক গণ্ডগ্রামে নির্ব্বাসিত হন। দুই বৎসর যাবত পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া অবশেষে ১৮৮৯ অব্দে শরৎকালে তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি পাইলেন। তথায় তিনি একাগ্র চিত্তে কার্ল-মার্কসের গ্রন্থগুলি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন এবং মার্কসের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত মিলিত হন। ১৮৯১ অব্দে সেণ্টপিটার্স-বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৮৯২ অব্দে ব্যারিষ্টার হইয়া আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। দুই বৎসর যাবত বহু অপরাধীর পক্ষ সমর্থন করিতে ব্যাপৃত থাকিয়াও, মার্কসের সূত্রগুলি কি উপায়ে রুশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব এই চিন্তায় বিভোর থাকিতেন।

১৮৯৪ অব্দে তিনি সেণ্টপিটার্সবার্গের বিচারালয়ে আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তথায় শ্রমিকদিগের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি তাঁহার মত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তথায় রাজনীতিক্ষেত্রে "পপুলার" (Papular) নামে একটি সম্প্রদায় ছিল। ইহাদিগের মতে রুশ সমাজে ধনী মহাজনের বা দরিদ্র শ্রমিকের স্থান থাকিবে না। সমাজে একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী (Bourgeous) থাকিবে—এই মতের বিরুদ্ধে লেনিন প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। লেখনীর সাহায্যে তর্কযুদ্ধে তিনি এই প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৯৫ অব্দে এপ্রিল-মাসে বিভিন্ন দেশের মার্কস-শিষ্যগণের সহিত পরিচিত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি বিদেশ যাত্রা করেন। কয়েকমাস ভ্রমণের পর সেণ্টপিটার্সবার্গে ফিরিয়া আসিয়া "শ্রমিকদিগের মুক্তির উদ্দেশ্যে সংগ্রাম

করিবার সম্মিলনী" (Union for the struggle for the liberation of working class) নামে একটি সমিতি গঠন করেন। অবিলম্বে এই সমিতির প্রসার প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়িল। রাজধানীর বাহিরে গ্রাম-গ্রামান্তরে এই সমিতির বাণী প্রচারিত হইতে লাগিল। ১৮৯৫ অব্দে ডিসেম্বর মাসে লেনিন ও তাঁহার সহযোগীগণকে গভর্ণমেণ্ট বন্দী করিল। ১৮৯৬ অব্দে কারাগারে থাকা কালে, রুশিয়ার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে তিনি গভীর গবেষণা করেন। ১৮৯৭ অব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তিন বৎসরের জন্য তাঁহাকে পূর্ব্ব সাইবেরিয়ার ইনিশি প্রদেশে নির্ব্বাসিত করা হয়। এই সময় ১৮৯৮ অব্দে সেণ্টপিটার্সবার্গের উপরোক্ত সমিতির সহকর্ম্মিণী ভবিষ্যতের চির-সঙ্গিনী ও সহকারিণী কন্‌ষ্টাণ্টিনভনা ক্রুপাস্কিয়াকে বিবাহ করেন। নির্ব্বাসন দণ্ডের অবসানে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন। তথায় মার্কসের শিষ্যগণের সহযোগে রুশিয়ার জন্য একখানি বিপ্লবপন্থী পত্রিকা প্রকাশ করিবার আয়োজন করেন এবং এই বৎসরের শেষভাগে মিউনিক নগর হইতে "ইস্ক্রা" অর্থাৎ স্ফুলিঙ্গ নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার শীর্ষদেশে "স্ফুলিঙ্গ হইতে অগ্নি শিখা" (From the spark to the flame) এই ভাবব্যঞ্জক বাক্যটি মুদ্রিত করা হয়।

১৯০৩ অব্দে জুলাই ও আগষ্ট মাসে সোসাল ডিমক্রাটস্‌গণের কংগ্রেসে প্লেখানভ এবং লেনিন কর্ত্তৃক বিরচিত কর্ম্ম-পদ্ধতি গৃহীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে রুশিয়ার সোসাল ডিমক্রাটস্‌গণ বল্‌শেভিক ও মেনেসেভিক নামে দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তদবধি লেনিন বলশেভিকগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। মেনেসেভিকগণ সুবিধাবাদী এবং বলশেভিকগণ বিপ্লববাদী। মেনেসেভিক অর্থে সংখ্যা লঘিষ্ঠ; আর

বলসেভিক অর্থে সংখ্যা গরিষ্ঠ বুঝায়। বলসেভিকগণ ১৯১৮ অব্দে ডিমক্রাট্স্ নাম ত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট নাম গ্রহণ করে। মেনেসেভিক সম্প্রদায়ের সহিত বিরোধ বশতঃ লেনিন যে নীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন, তাহার পরিণামে ১৯১৪ অব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিকের (Second International) সহিত বলসেভিকগণের বিচ্ছেদ হয় এবং বিচ্ছেদের ফলে ১৯১৭ অব্দে অক্টোবর মাসে বিপ্লব সংঘটিত হয় ও ১৯১৮ অব্দে সোসাল ডিমক্রাটস নাম ত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্ট নাম গ্রহণ করা হয়।

বিশাল রুস-বাহিনী জলে-স্থলে সর্ব্বত্রই জাপানের নিকট পরাজিত হইলে পর রুশিয়াতে বিপ্লবের সূচনা হয়। ১৯০৫ অব্দে ৯ই জানুয়ারী গভর্ণমেণ্ট বহু শ্রমিককে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে। কৃষকগণ উত্তেজিত হইয়া স্থানে স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা আরম্ভ করে। শ্রমিকগণ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া ধর্ম্মঘট করিতে প্রবৃত্ত হয়। জার-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করিবার জন্য জনসাধারণকে প্রস্তুত করিতে একটী অস্থায়ী বিপ্লবী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করা এবং ঐ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শ্রমিক ও কৃষকদিগের ডিক্টেটরসিপ স্থাপন করার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া লেনিন এক কর্ম্মতালিকা প্রচার করিলেন। তদনুসারে ১৯০৫ অব্দে মে মাসে বলসেভিকগণের তৃতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ভূম্যধি-কারীদিগকে অধিকারচ্যুত করিয়া এবং জারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সমস্ত ভূমি হস্তগত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। অক্টোবর মাসে সারা রুশিয়া ব্যাপী ধর্ম্মঘট আরম্ভ হয়। লেনিন নবেম্বর মাসের প্রথমে জেনেভা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। বলসেভিক-গণকে দল পুষ্টি করিতে তৎপর হইবার জন্য এবং বিপ্লব বিরোধীশক্তির আসন্ন আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে উপদেশ দিয়া এক

বিবৃতি প্রকাশ করিলেন। ডিসেম্বর মাসে জার গভর্ণমেণ্ট আক্রমণ আরম্ভ করিয়া অবিলম্বে মাস্কোর বিপ্লব দমন করিতে সমর্থ হইল।

১৯০৫ অব্দের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লেনিন তিনটি প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হন—(১) বর্ত্তমান সমস্ত বিধিনিষেধ এবং সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি অতিক্রম করিয়া জনসাধারণকে যথার্থ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অস্থায়ীরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, (২) শ্রমিক ও কৃষকদিগের প্রতিনিধি লইয়া বিপ্লবী শক্তিশালী সোভিয়েট সর্ব্বত্র গঠন করিতে হইবে, (৩) যাহারা এ যাবত সকলকে বলপূর্ব্বক পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগের প্রতি জনগণ বল প্রয়োগ করিবে। এই তিনটি সিদ্ধান্তই ১৯১৭ অব্দে লেনিনকে Proletariat Dictatorship স্থাপন করিতে অনুপ্রাণিত করে।

১৯০৭ অব্দে লেনিন রুশিয়া ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় হইতে বিপ্লব দমন করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট ভীষণ উৎপীড়ন আরম্ভ করে। সামান্য সন্দেহে যাহাকে ইচ্ছা বন্দী করিয়া, প্রাণদণ্ড দিয়া বা নির্ব্বাসিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট রুদ্র মূর্ত্তিতে তাণ্ডবলীলা আরম্ভ করিল। বিপ্লববাদীগণকে অবসন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সকল প্রকার চেষ্টা, সুবিধাবাদী মেনেশেভিকদিগের অনর্থকর ব্যবহার ও কার্য্যের সমর্থনে প্রবলতর হইতে লাগিল। বলশেভিক ও মেনেশেভিকদিগের পরস্পর বিরোধের তাৎপর্য্য গ্রহণে অক্ষম এক দল লোক উভয় পক্ষের মিলন সাধনের জন্য প্রয়োজন বলিয়া ভ্রমবশতঃ নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিল। ইহাদিগের নৈষ্কর্ম্যও গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ সুযোগ প্রদান করিল। বলশেভিক পক্ষের কেহ কেহ তৎকালীন অবস্থা বিপ্লবের আদৌ অনুকূল নয় জানিয়াও একমাত্র অসহিষ্ণুতার প্রেরণায়

প্রতিনিধিগণকে অবিলম্বে 'ডুমা' ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া বিপ্লবের নেতৃত্ব করিবার জন্য বিশেষ জেদ করিয়া অনুরোধ করিতে লাগিল। এই মহা দুঃসময়ে বিদেশে নির্ব্বাসনে থাকিয়াও লেনিন ভাবপ্রধান বিশুদ্ধ বিপ্লববাদীতা ও কর্ম্মপ্রধান বস্তু-তান্ত্রিকতার সমন্বয় করিয়া, অসাধারণ প্রতিভাবলে ঐ সকল অনাচারের বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ভাবুকতা এবং বাস্তবতার সামঞ্জস্য করিতে পারিলে কর্ম্মসাধনের উপযুক্ত উপায় ও কারণ নির্দ্দেশ করিতে ভুল হইবার সম্ভাবনা থাকে না। লেনিন সারা জীবন এই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া, বিষম বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, অসাধ্য সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

এই সময় মার্কসের সূত্রগুলির ঔপপত্তিক অধিষ্ঠান পরিবর্ত্তন করিবার এক আন্দোলন আরম্ভ হয়। মহাপুরুষ লেনিন তাঁহার সমগ্র নীতির মূল উৎপাটিত হইবার আশঙ্কা করিয়া বিস্তৃত অভিযান আরম্ভ করেন। এইরূপে ভাবরাজ্যে এবং বাস্তব জগতে এককালীন তুল্য পরাক্রম প্রদর্শন ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। বিপ্লব ব্যাপারে তুচ্ছ বিষয়টীও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। বিজ্ঞানের গভীর জ্ঞান বলে লেনিন প্রমাণ করেন যে, মার্কস ও এঞ্জেলের নৈয়ায়িক বস্তুতন্ত্রবাদ উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তাদ্বারা সমর্থন করা যায়।

১৯১২ হইতে ১৯১৪ অব্দে রুশিয়ায় শ্রমিক চাঞ্চল্যের নূতন উচ্ছ্বাস দেখা দেয়। বিপ্লব-পরিপন্থীদিগের মধ্যে দলাদলি আরম্ভ হয়। ১৯১২ অব্দে প্রেগ নগরে লেনিন রুশিয়ার বলশেভিকগণকে এক গুপ্ত মন্ত্রণা সভায় আমন্ত্রণ করিলেন। এই সভায় বলশেভিকগণ মেনেশেভিক-দিগের সহিত সংশ্রব ছিন্ন করিয়া একটি নূতন কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিল। লেনিন বিদেশে থাকিয়াই "প্রাভডা" নামক পত্রিকা সেণ্ট-পিটার্সবার্গে প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। কার্য্যের সুবিধার জন্য

রুশিয়ার যথাসম্ভব নিকটে থাকা আবশ্যক হইল। হাঙ্গেরীর পূর্ব্ব প্রান্তস্থ ক্রাকো নগরে ১৯১২ অব্দে সহযোগিগণ সহ লেনিন আসিয়া বাস করেন। বিপ্লব আন্দোলন ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকগণেরও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রুশিয়ার বলশেভিক পত্রিকাতে লেনিন প্রায় প্রতি দিন প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার পত্নী অদ্ভুত সাহস ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহাকে সাহায্য করিয়া গঠন কার্য্যের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া পড়িলেন। মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে লেনিন গ্যালেসিয়া প্রদেশে 'পরনিন' নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। অষ্ট্রিয়ার পুলিশ তাঁহাকে রুশ গুপ্তচর সন্দেহ করিয়া বন্দী করে। কিন্তু এক পক্ষ কাল অনুসন্ধানের পরে তাঁহাকে সুইজারল্যাণ্ডে প্রেরণ করে।

এই সময় লেনিনের সম্মুখে এক নূতন ও বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। এত কাল তিনি রুশিয়া লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন। এই মহাযুদ্ধ তাঁহাকে সারা বিশ্বকে প্রবুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করিল। ১৯১৪ অব্দে ১লা নবেম্বর বলশেভিক সম্প্রদায়ের নাম দিয়া তিনি এক বিস্তৃত বিবৃতি এই মর্ম্মে প্রচার করেন যে "বর্ত্তমান যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। যুদ্ধ ঘোষণার জন্য সকল পক্ষই তুল্যরূপে দায়ী। তাহারা বহুকাল হইতে নিজ নিজ পণ্যের বাজারের বিস্তৃতি লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা বশে পরস্পরকে ধ্বংস করিবার জন্য বল সঞ্চয় করিতেছিল।" এই সকল বাক্য প্রমাণ ও যুক্তিবলে প্রতিপন্ন করিয়া এই বিবৃতি লেখা হয়। উভয় পক্ষের বুরজোঁয়াগণ দেশভক্তির উচ্ছাস দেখাইয়া পরস্পর পরস্পরকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করিয়া যে সকল বক্তৃতা দিতেছিল ও প্রবন্ধ লিখিতেছিল, ঐ সকল যে কেবল শ্রমিক-দিগকে প্রতারণা করিবার ও তাহাদিগকে ভুল বুঝাইয়া কার্য্যোদ্ধার

করিবার ছলনা মাত্র ইহা স্পষ্ট করিয়া এই বিবৃতিতে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে ইহাও বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক সমাজ-সাম্যবাদিগণের কংগ্রেসের মন্তব্য অমান্য করিয়া প্রত্যেক দেশের Social Democrat নেতাগণ স্বদেশী বুরজোঁয়াদিগের সহিত সহযোগ করিয়া দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমিতির পতন সংঘটিত করিয়াছে, রুশিয়ার Social Democratগণের মতে এই যুদ্ধে জার গভর্ণমেণ্টের পরাজয় একান্ত বাঞ্ছনীয়; সকল দেশের Social Democratগণের নিজ নিজ গভর্ণমেণ্ট ধ্বংস হউক বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করা উচিত।

এই বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে লেনিন একটি কর্ম্মতালিকা প্রস্তুত করেন; এবং তাহাতে নূতন আন্তর্জাতিক সমিতি গঠনের নির্দ্দেশ দেন। ধনীক গভর্ণমেণ্টগুলিকে বিপ্লব পথে আক্রমণ করিয়া সকল দেশের বুরজোঁয়াদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করতঃ সমাজ-সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করিবার জন্য সমাজের পীড়িত জনগণকে প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। তাহাদিগকে আত্মপ্রত্যয়ের উদ্দীপনায় বলশালী করিয়া সমাজের সমগ্র শক্তি সংহত করিবার ভার গ্রহণ করা এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। যুদ্ধ-বিরোধী ইউরোপের Socialistগণ ১৯১৫ অব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর সুইজারল্যাণ্ডে জিমার ওয়াল্ড নামক স্থানে এক সভা করেন। একত্রিশ জন প্রতিনিধি উপস্থিত হয়। এই সভায় লেনিন প্রস্তাব করেন যে, বর্ত্তমান সাম্রাজ্যবাদী মহাযুদ্ধকে কৌশলে খণ্ডিত করিয়া যুদ্ধমান প্রত্যেক দেশে অন্তর্বিরোধের (Civil War) সৃষ্টি করিতে হইবে। সোসালিষ্টগণের বাম পক্ষ লেনিনের অনুচরগণ সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বাম পক্ষই ভবিষ্যতে কমিউনিষ্ট ইণ্টার-ন্যাশনাল বা তৃতীয় আন্তর্জাতিক নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

বিপ্লবের ও বিপ্লবী সংঘ গঠনের অভিজ্ঞতা এবং কার্ল মার্কসের সমাজ-সাম্যবাদের গভীর জ্ঞান থাকায়, সারা বিশ্বের প্রপীড়িত শ্রমিকদিগের মুক্তিসংগ্রামে প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণে লেনিনই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্যপাত্র। সকল দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার সুবিধাও যথেষ্ট হইয়াছিল। তিনি ইংরাজী, জার্ম্মান ও ফরাসী ভাষা সম্পূর্ণ অধিগত করিয়াছিলেন এবং ইটালিয়ান, পোলিশ ও সুইডিশ ভাষা পাঠ করিতে পারিতেন। প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যগুলির আভ্যন্তরিণ অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া এই সম্বন্ধে তিনি অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। এক দেশের কর্ম্মপদ্ধতি যন্ত্রবৎ অপর দেশে প্রয়োগ করা অসমীচিন বলিয়া কোথায়ও তিনি এই প্রকার ব্যবস্থার সমর্থন করেন নাই। সাধারণ আন্তর্জাতিক দিক হইতে বিপ্লব সমস্যার যে প্রকার সমাধান করিতেন তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিপ্লব ব্যাপার, পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে পারে তাহা সম্যক অবধারণ করিয়া তিনি সাধারণ আন্তর্জাতিক বিপ্লব সমস্যার মীমাংসা করিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশের জাতীয় বিপ্লবধারার গতি নির্দ্দেশ করিতেন।

১৯১৭ অব্দের রুশ বিপ্লব কালে লেনিন সুইজারল্যাণ্ডে ছিলেন। তিনি দেশে যাইবার জন্য অস্থির হইলেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সকল চেষ্টায় বাধা দিতে লাগিল। লেনিন চতুরতা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। যুদ্ধমান শক্তিগুলির পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষের সুযোগ গ্রহণ করিয়া জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টকে সম্মত করতঃ জার্ম্মানীর মধ্য দিয়া তিনি দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। শত্রুপক্ষ এই ব্যাপার লইয়া তাঁহার নানা প্রকার কুৎসা প্রচার করিয়া বলশেভিক সম্প্রদায়ের

মধ্যে প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট করিবার বিশেষ চেষ্টা করিল। তিনি কৈজরের গুপ্তচর, অপরিমিত উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, রুশরাজ্য কৈজরের হস্তে তুলিয়া দিবার অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন—ইত্যাদি অলীক অপবাদ প্রচার করিয়াও শত্রুপক্ষ তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি বিন্দু মাত্রও ক্ষয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি দেশে গিয়া সগৌরবে বলশেভিকগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই বিপ্লব-তরণীর কর্ণধার হইয়া দৃঢ় আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

১৯১৭ অব্দের ৪ঠা এপ্রিল রাত্রিকালে পেট্রোগ্রাডের ফিন্‌ল্যাণ্ডস্কি ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়াই লেনিন একটি বক্তৃতা দেন। পরবর্ত্তী কিছু দিবস ব্যাপী ভাবী ঘটনাগুলির চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে জারতন্ত্র ধ্বংস করা বিপ্লবের প্রথম পর্ব্ব মাত্র; বুরজোঁয়া সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরিচালিত বিপ্লব জনসাধারণের কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। অতএব সাধারণ জনগণকে অস্ত্র গ্রহণ করাইয়া সোভিয়েটগুলিকে শক্তিশালী করিতে হইবে এবং সমাজ-সাম্যের ভিত্তির উপর সমাজ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তগত করিবার জন্য জন-সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে। বলশেভিক সম্প্রদায় মধ্যে একদল লেনিনের বিরোধী হইল। প্লেখানভ্ অবজ্ঞার সহিত লেনিনের উক্তিগুলিকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উপহাস করিলেন। দেশভক্ত সমাজ-সাম্যবাদী (Patriotic Socialist) বলিয়া পরিচিত বুরজোঁয়া ভক্ত বিপ্লবীগণ লেনিনের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। লেনিন এই সকল অগ্রাহ্য করিয়া তৎকালীন বিপ্লবী নেতৃবর্গের মনোভাব উপেক্ষা করিয়া, কেবলমাত্র সমাজস্থ বিভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের সম্বন্ধ এবং সাধারণ জনগণের মতিগতি বিবেচনা করিয়া তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতি

নির্ণয় করিলেন। দূরদর্শী লেনিন বুঝিয়াছিলেন যে, দিন দিন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের এবং বুরজোঁয়াগণের উপর জনগণের অবিশ্বাস বৃদ্ধি হইবে, বলশেভিকগণ সোভিয়েট মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ হইবে এবং অচিরে তাহারা রাষ্ট্র সভায় প্রাধান্য লাভ করিবে। তিনি মহা উদ্যমে প্রাভ্‌ডা পত্রিকার সম্পাদকতা আরম্ভ করিলেন। এই তুচ্ছ পত্রিকা তাঁহার হস্তে বুরজোঁয়া সমাজ নিপাত করিবার শক্তিশেল রূপে পরিণত হইল।

জুলাই মাসে বুরজোঁয়াগণ ও তাহাদিগের ভক্ত সমাজতন্ত্রীগণ প্রাণপণে লেনিনের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল। লেনিন জার্মান সমর-পরিষদের আদেশ পালন করিতেছেন—ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টায় ৫ই জুলাই তাহারা অসংখ্য জাল পত্র প্রকাশ করিল। এক দিন সন্ধ্যাকালে কেরেন্‌স্কি কর্ত্তৃক রণক্ষেত্র হইতে আনীত সেনাগণ পেট্রোগ্রাড অধিকার করিল। লেনিনকে বন্দী করিবার জন্য সেনাগণ চতুর্দ্দিক অন্বেষণ করিতে লাগিল। তিনি আত্মগোপন করিতে বাধ্য হইলেন। কিছু দিন পেট্রোগ্রাডে এক শ্রমিক পরিবার মধ্যে বাস করিয়া পরে ফিন্‌ল্যাণ্ডে গিয়া তিনি গোপনে তাঁহার কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। বলশেভিক বিপ্লব অঙ্কুরে বিনষ্ট হইল। লেনিনের দৃঢ় হৃদয় তাহাতে ভগ্ন হইল না। লুক্কায়িত থাকিয়াও তিনি বলশেভিক নেতাগণের সহিত সর্ব্বদা সংবাদাদি আদান প্রদান করিতে লাগিলেন এবং উৎসাহ প্রদান করিয়া কাহাকেও অবসন্ন হইতে দিলেন না।

জুলাই মাসে বিপ্লব চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট যে ভীষণ প্রতিশোধ নিতে লাগিল তাহাতে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিল। লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সফল হইতে আরম্ভ করিল। পেট্রোগ্রাড এবং মাস্কৌ সোভিয়েটে বলশেভিক সভ্য সংখ্যা

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইল। এই সময় লেনিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অধিকার করিবার জন্য আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন। বলশেভিক নেতাগণ ইতস্ততঃ করায় উৎসাহ দ্বারা তিনি তাহাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ, বহু পুস্তিকা, এবং অগণিত পত্র লিখিয়া তিনি তাহাদিগের সকল আপত্তি যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগ খণ্ডন করিয়া, সকল দিক হইতে আলোচনা করতঃ, এই ক্ষমতা গ্রহণ করা একান্ত বাঞ্ছনীয় এবং উহা করিবার মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন।

১৯১৭ অব্দে ২৫শে অক্টোবর কেরেন্‌স্কির অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিপ্লব আরম্ভ হইল। ঐ দিনই সোভিয়েটগুলির দ্বিতীয় কংগ্রেসে স্মল্‌নি হলে সার্দ্ধ তিন মাস লুক্কায়িত থাকিবার পর লেনিন উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে বিপ্লব পরিচালন করিতে লাগিলেন। এই স্মল্‌নি হল ইতিপূর্ব্বে অভিজাত সম্প্রদায়ের কন্যাগণের শিক্ষায়তন ছিল। বিপ্লবকালে উহাকে বলশেভিকদিগের প্রধান কর্ম্মস্থলে পরিণত করা হয়। ২৭শে অক্টোবরের রাত্রির অধিবেশনে লেনিন সন্ধির সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া একখানি পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করেন। উহা সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বলশেভিকগণের সংখ্যাধিক্য ছিল এবং তাহারা বিপ্লবপন্থী সমাজতন্ত্রীগণের সমর্থন লাভ করিয়া তদবধি সোভিয়েটের হস্তে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করিল। The Soviet of Peoples' Commissaries—অর্থ জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের দ্বারা গঠিত সোভিয়েট। এই সোভিয়েটের প্রধান পদ লেনিনকে দেওয়া হইল। এইরূপে দরিদ্র শ্রমিকের কুটীরে অজ্ঞাতবাস হইতে আসিয়া লেনিন একবারেই রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান দরবারের সর্ব্বোচ্চ পদে অভিষিক্ত হইলেন।

শ্রমিক বিপ্লব দ্রুতবেগে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। কৃষকগণ, বিপ্লব-পন্থী সমাজতন্ত্রীগণের সাহায্যে ভূম্যধিকারীদিগকে সত্বাধিকার চ্যুত করিয়া বলশেভিক পক্ষে যোগ দিল। শ্রমিক ও কৃষক উভয় সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করিয়া নগরে ও পল্লীতে সর্ব্বত্রই সোভিয়েট তুল্য প্রতি-পত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল। কেরেন্স্কির অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট ১৯১৬ অব্দে নবেম্বর মাসে সভ্য নির্ব্বাচন করাইয়া ১৯১৭ অব্দে ৫ই জানুয়ারী যে প্রতিনিধি সভা (Constituent Assembly) গঠন করিয়াছিল উহা এইক্ষণ নিতান্ত অসামঞ্জস্য হইয়া পড়িল। বিপ্লবের প্রথম পর্ব্বের সহিত দ্বিতীয় পর্ব্বের সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব আসন্ন হইল। লেনিন মুহূর্ত্তের জন্যও ইতস্ততঃ করিলেন না। ৭ই জানুয়ারী রাত্রি-কালে লেনিনের প্রস্তাবে "সমগ্র রুশিয়ার কেন্দ্রীয় কার্য্যকরী সমিতি" (All Russian Central Executive Committee) উক্ত প্রতিনিধি সভা ভঙ্গ করিবার আদেশ দিল। এই প্রস্তাব কালে লেনিন বক্তৃতায় অতি সরল ভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সমাজের অন্ত্যজ জনগণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধির অনন্যাধীন সর্ব্বনিয়ন্ত্রিত্ব (Dictator-ship of the Proletariat) সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রমজীবি সম্প্রদায়ের প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। উহাই সমাজের উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভাগ চূর্ণ করিয়া সাম্য স্থাপন করিবার প্রধান এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যবস্থা।

এই সময় জার্ম্মানদিগের সহিত যুদ্ধ চলিবে কিম্বা সন্ধি করিতে হইবে এই সমস্যার মীমাংসার জন্য দেশের আর্থিক অবস্থার বিষয় লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইল। দেশের আর্থিক অবস্থার প্রতি দৃকপাত না করিয়া একদল, জার্ম্মানীর হোহেঞ্জলার্ণ রাজ বংশের উচ্ছেদ কল্পে যুদ্ধ চালাইতে অভিলাষী হইল। লেনিন সন্ধি স্থাপনের পক্ষপাতী হইলেন।

তিনি বলিলেন, সন্ধি স্থাপনের আলোচনা ধীরে ধীরে কিছু কাল ব্যাপিয়া করা প্রয়োজন। জার্ম্মানগণ চরম পত্র (ultimatum) দিবামাত্র, তদধিকৃত রাজ্যের আশা ত্যাগ করিয়া এবং ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হইয়াও সন্ধি করিতে হইবে। রাজ্যের অংশ ত্যাগ করিয়াও সময় লাভ করিতে হইবে ("Let us give way in space but gain in time.") পশ্চিম ইউরোপে বিপ্লব ঝঞ্ঝা অতি শীঘ্রই বহিবে এবং সন্ধির সর্ত্তগুলি যতই দৃঢ় হউক না ধূলিকণার ন্যায় উড়াইয়া ফেলিবে—এই আলোচনা কালে লেনিনের রাজনীতির দূরদৃষ্টির অসাধারণ প্রখরতা উত্তর কালে অবিসম্বাদিরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তখন সভার বহু সংখ্যক সভ্য লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করিল না। যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে হইবে কিন্তু রাজ্যাংশ ত্যাগ করিতে ও ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হইয়া সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করা হইবে না বলিয়া তাহারা মন্তব্য গ্রহণ করিল। তদনুসারে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত না হওয়ায় জার্ম্মানগণ ক্রমে বিস্তৃত রাজ্যাংশ অধিকার করিয়া অগ্রসর হইল। অবশেষে ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯১৮) বহু সংখ্যক সভ্য লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করিল। পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিজনক সর্ত্তবিশিষ্ট সন্ধিপত্র তাহারা স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইল।

লেনিন নূতন সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট মাস্কো নগরে স্থানান্তরিত করিলেন। শান্তি স্থাপনের পর লেনিন দেশের সমক্ষে আর্থিক এবং কৃষ্টি সম্বন্ধীয় (Cultural) সংগঠনের সমস্যা উত্থাপন করিলেন। কিন্তু এই সময়ে সোভিয়েটের বিষম সঙ্কট কাল উপস্থিত হইল। দেশে খাদ্যাভাব দেখা দিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রভাবে বহির্বাণিজ্য বন্ধ হইয়া পড়িল। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তাহারা অপরিমিত অর্থ, সেনা এবং সমরোপকরণ দ্বারা সাহায্য করিয়া বুরজোঁয়াদিগকে চতুর্দ্দিক

হইতে সোভিয়েট কেন্দ্র মাস্কো অভিমুখে ভীষণ অভিযান করিবার প্রেরণা দিল। চারিদিক হইতে অগ্নি বেষ্টনী ক্রমে সঙ্কুচিত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে গঠিত ক্ষিপ্রতার সহিত শিক্ষিত অনভিজ্ঞ লাল-পল্টন পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। এই দেশব্যাপী নৈরাশ্যের হাহাকার মধ্যে অবিচলিত থাকিয়া লেনিন যে অমানুষিক প্রতিভার, কর্ম্মকুশলতার এবং সৃজনশক্তির অভূতপূর্ব্ব পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জগত বিস্মিত হইয়াছে। একটি একটি করিয়া প্রত্যেক সঙ্কটের প্রকৃতি ও পরিমাণ নিরুপণ করিয়া তাহা হইতে উদ্ধারের পথ আবিষ্কার করতঃ লেনিন দেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। পত্রিকার স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখিয়া এবং বক্তৃতামঞ্চে ওজস্বিনী বাক্য বিস্তার করিয়া, সকলকে আশার বাণী শুনাইয়া জনসাধারণের মধ্যে নূতন নূতন শক্তি জাগ্রত করিয়া, শ্রমিকগণকে সুদূর পল্লীতে প্রেরণ করিয়া শস্য সংগ্রহ করিতে কৃষকগণকে সাহায্য করিয়া, নূতন নূতন সেনা-বাহিনী গঠন করিবার নির্দ্দেশ দিয়া মানচিত্রে শত্রু সেনার অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা তারযোগে লাল-পল্টনের সংবাদ লইয়া, এবং তাহাদিগের আবশ্যকীয় সমরোপকরণ প্রেরণ করিয়া অলৌকিক শক্তিবলে লেনিন রাষ্ট্র রক্ষা করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বরাষ্ট্র ব্যবস্থা নির্দ্ধারণ করিতে লাগিলেন। নূতন রেলপথ ও বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের বিবিধ প্রস্তাব প্রশান্ত চিত্তে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। নূতন রেডিও ষ্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া, রেলপথ, বিমানপথ ইত্যাদি নূতন নূতন উন্নত অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া, নূতন পথে রাষ্ট্র পরিচালন করিতে লাগিলেন।

৩০শে আগষ্ট (১৯১৮) কাপ্লান নাম্নী জনৈকা সোসালিষ্ট রিভলিউ-

সনারি যুবতী প্রায় লেনিনের গাত্র স্পর্শ করিয়া পিস্তলের দুইটী গুলি দ্বারা লেনিককে বিদ্ধ করে। লেনিনের সবল দেহ শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিল। রোগশয্যায় শয়ান থাকা কালে তিনি "The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky" (অর্থাৎ "অন্ত্যজগণের বিপ্লব ও বিশ্বাসঘাতক কৌটস্কি") নামে একখানি পুস্তক লিখেন। ২২শে অক্টোবর তিনি সুস্থ দেহে সাধারণ সভায় বক্তৃতা দিতে সক্ষম হন।

লেনিনের অসাধারণ উদ্যম, অনাবিল দূরদৃষ্টি, অসামান্য অধ্যবসায় এবং অটল একনিষ্ঠা ১৯২১ অব্দের প্রারম্ভেই সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টকে শত্রুমুক্ত করিতে এবং নূতন রাষ্ট্রের উন্নতিমুখী প্রগতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইল। দুই বৎসর ব্যাপী আপৎকাল হইতে উদ্ধারের চেষ্টায় লেনিনের একদল অদ্ভুত কর্ম্মী অনুচর অন্তর্বিরোধের কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া রুশিয়ার অভিনব যাত্রার পথপ্রদর্শকরূপে অদ্যাপিও বিশ্ব চমকিত করিয়া রাষ্ট্র পরিচালন করিতেছে।

লেনিন আশা করিয়াছিলেন যে, অক্টোবরের রুশ-বিপ্লব সারা বিশ্বে রাষ্ট্র-বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে। কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হয় নাই। জার্ম্মানীর রাষ্ট্র-বিপ্লব স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিল। মহাযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সমগ্র অন্ত্যজ জনসাধারণ উন্মত্ত হইয়া বিপ্লব সৃষ্টি করিল না। একারণ সমাজ-সাম্যবাদের আদর্শে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করিবার অন্তরায় অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি হইল। নাগরিক জনসাধারণের সহিত পল্লীবাসীদিগের সম্বন্ধের মধ্যে ঐ অন্তরায়ের মূল নিহিত রহিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, লেনিন ১৯২১ অব্দে রুশিয়ার আর্থিক সমস্যা নূতন পন্থায় সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নাগরিক, শ্রমিক ও পল্লীবাসী কৃষকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করিতে না পারিলে, সমাজ পুনর্গঠন করা অসম্ভব; অতএব অন্তর্বিপ্লব (Civil War) চলিতে থাকা

কালে যে সামরিক কমিউনিজম প্রচলন করিতে তিনি বাধ্য হইয়া ছিলেন, তাহার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন অনুভব করিলেন এবং কৃষকদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গ্রহণ করিবার নিয়মের পরিবর্ত্তে প্রত্যেক কৃষকের নিকট নির্দ্দিষ্ট কর গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এ যাবত কেহই ব্যক্তিগত স্বার্থে কোন প্রকার পণ্যের ব্যবসায় করিতে পারিত না ; এইক্ষণ লেনিন সকলকেই ব্যক্তিগত স্বার্থে দ্রব্যাদি বিনিময় করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা সোভিয়েটের সভ্যগণের অনুমোদনে প্রচলন করিয়া লেনিন বিপ্লবের ধারা "নূতন অর্থনীতিক ব্যবস্থা" (New Economic Policy) নামক নূতন খাতে প্রবাহিত করিলেন। সাম্য-বাদী সমাজ-সংগঠন করিতে দেশকালপাত্রানুসারে পরিবর্ত্তিতাকারে এই ব্যবস্থা সকল দেশেই যে প্রচলিত হইবে তাহা অনিবার্য্য বলিয়া যুক্তি দ্বারা লেনিন সকলকে বুঝাইয়া দিলেন।

রুশিয়ার সমগ্র শিল্পানুষ্ঠান বৈদ্যুতিক শক্তি বলে পরিচালন করিবার উপযোগী একটি খসড়া ব্যবস্থা পত্র বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা প্রস্তুত করাইয়া সোভিয়েটের অষ্টম কংগ্রেসে (১৯২০) লেনিন উপস্থিত করেন। সমবায়সুলভ মনোবৃত্তির অভাবে রুশ কৃষক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রে প্রাচীন অনুন্নত পদ্ধতি অবলম্বনে কার্য্য করিতে চিরাভ্যস্ত। নূতন প্রণালী প্রয়োগ করিয়া বহু ক্ষেত্র সংযোগে বৃহদায়তন ক্ষেত্র গঠন করিয়া, সমবায় নীতি এবং উন্নত কৃষি প্রণালীর সাহায্যে কার্য্য করিবার সুশিক্ষা তিনি কৃষকদিগকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সকল ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য করিলে পাঁচ বৎসর মধ্যে রুশিয়া সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে, এই বলিয়া লেনিন তাঁহার সহযোগী-দিগের হস্তে বিখ্যাত "Five Year Plan" প্রদান করিলেন।

১৯২১ অব্দে তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল। ব্যাধির প্রকোপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যতকাল বাকশক্তি ছিল ততকাল রোগশয্যা হইতেও তিনি রাষ্ট্র পরিচালনের নির্দ্দেশ দিতে লাগিলেন; অবশেষে বাক্‌শক্তিও হারাইলেন। মাস্কোর সন্নিকটে গর্‌কি নামক স্থানে তিনি বাস করিতেন। তথায় ১৯২৪ অব্দে ২১শে জানুয়ারী অপরাহ্ন ৬॥০ ঘটিকার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। রুশিয়ার কোটি কোটি নর-নারী শোকে হাহাকার করিয়া উঠিল। সপ্তাহকাল অষ্ট প্রহর অসংখ্য নর-নারী দলে দলে আসিয়া তাঁহার শবাধারের উপর পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিল। সমাধি যাত্রায় অভূতপূর্ব্ব জনতা অনুগমন করিল। জনসাধারণের এতাধিক শ্রদ্ধাঞ্জলি আর কাহারও সমাধি কালে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া ইতিহাস বলে না।

অক্টোবর বিপ্লব সফল করিবার যোগ্য এবং সমাজ-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম এরূপ একটি কর্ম্মীদল গঠন করা লেনিনের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। তিনি ছাত্র জীবন হইতে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। যাহাদিগকে শ্রমজীবিগণের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে তিনি কোনও দিনই ইতস্ততঃ করেন নাই। বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবন সংগ্রামে তিনি ভ্রমেও একবার হিংসা দ্বেষ বা স্বার্থের বশীভূত হন নাই। তাঁহার কর্ম্ম করিবার শক্তি অতুলনীয় ছিল। কি সাইবেরিয়া প্রবাসে, কি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে, কি সোভিয়েট সভায় সর্ব্বত্রই তাঁহার অদ্ভুত মনসংযোগ পরিলক্ষিত হইত। জুরিচে ক্ষুদ্র শ্রমিক সংঘে বক্তৃতা পাঠ করা কালে অথবা জগতের সর্ব্বপ্রথম সমাজ-সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠন কালে তুল্যরূপে তিনি দায়িত্ব জ্ঞানের এবং ন্যায়পরতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বিজ্ঞান,

কলা বিদ্যা, এবং সাধারণ কৃষ্টির বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু এগুলি যে সমাজে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির অধিগত এবং অবশিষ্ট সকলেই ইহা হইতে অন্যায়রূপে বঞ্চিত এ কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন। আলাপকালে কখনও বিরক্তি, ক্রোধ অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করিতেন না। সকলকেই তুল্য সৌজন্য ও বিনয়ে আপ্যায়িত করিতেন। বালক-বালিকা, উৎপীড়িত ও দুর্ব্বল ব্যক্তিগণ তাঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। নির্ব্বাসিত অবস্থায় বিদেশে যেরূপ আহার-বিহার করিতেন, সমগ্র রুশ সোভিয়েট রিপাব্লিকগুলির অনন্যাধীন পরিচালন ক্ষমতা লাভ করিয়া ক্রেমলিন প্রাসাদে অবস্থান কালেও তাহার এক বিন্দু বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। ভোগবিলাসে অপ্রবৃত্তি কোনও প্রকার নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ফলে হয় নাই। তাঁহার গভীর তত্ত্ব চিন্তা এবং জটিল সংগঠন কার্য্যে তন্ময় ভাব সর্ব্বদা তাঁহাকে যে অপরিসীম আনন্দ দান করিত, তদ্রূপ আনন্দ তুচ্ছ ভোগবিলাসে ছিল না বলিয়াই তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। শ্রমিকদিগকে মুক্ত করিবার চিন্তা করিতে তিনি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বিরত হন নাই।

(৩)

ট্রট্স্কি

লেভ্ ডেভিড ভিচ্ ট্রট্স্কি—বলেন কেহ কেহ লিয়ন ট্রট্স্কি—১৮৮৭ অব্দে রুশিয়ার দক্ষিণে খার্সন প্রদেশে এলিজাবেথগ্রাড নগরের সন্নিকটে এক মধ্যবিত্ত ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা পিতা নাম রাখিয়াছিলেন লীবা ব্রন্ষ্টিন। বাল্যকালে ওডেসা নগরে পিটার
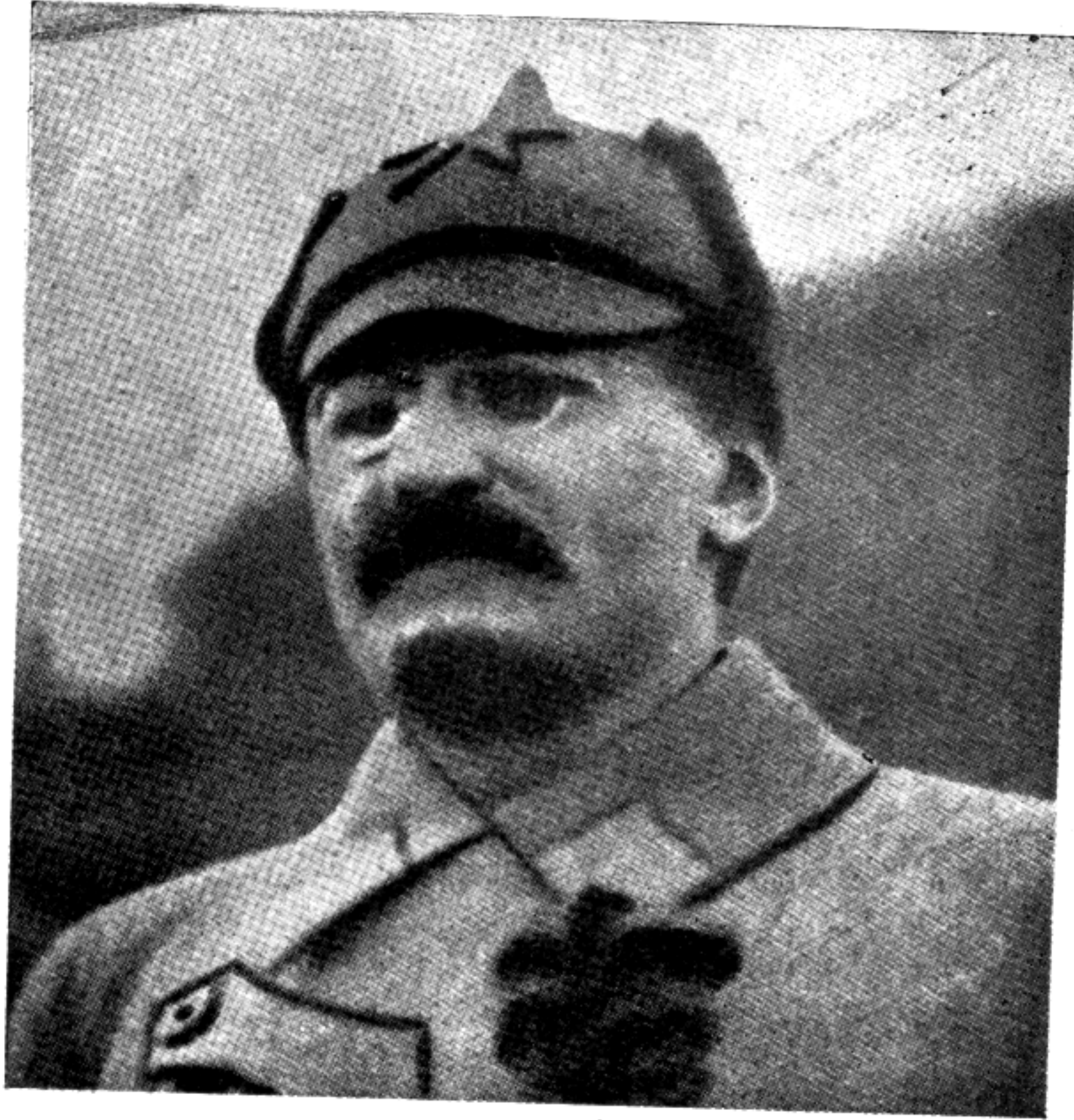
ট্রট্স্কি
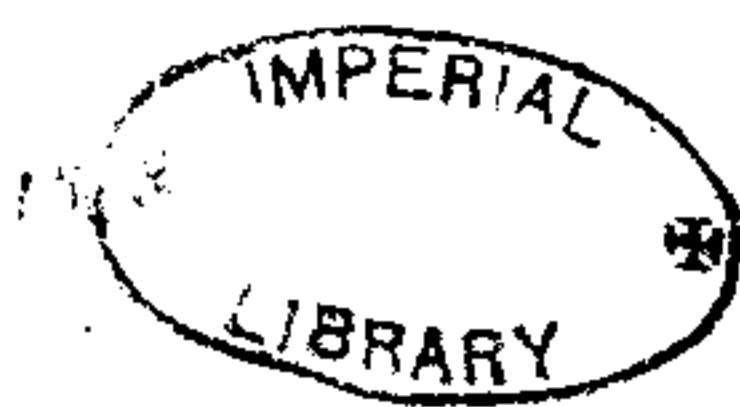
ও পল নামক বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেন। বিদ্যানুরাগ প্রবল থাকায় অল্প কালেই ঐ নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। অসাধারণ অধ্যবসায় কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া তথায় অধ্যাপকদিগের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। এই সময় তথায় Social Democrats সম্প্রদায় গঠিত হয়। ইহাদের মতে বৈধ নিরুপদ্রব উপায়ে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া প্রবল জনমত গঠন করতঃ জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ রাষ্ট্র পরিচালন ক্ষমতা হস্তগত করিতে পারিলে ব্যবস্থাপক সভায় বিধিনিষেধ প্রণয়ণ করিয়া জনসাধারণের দুঃখ দৈন্য দূর করিয়া সমাজ-সাম্য স্থাপন করা সম্ভব; অন্য কোন পন্থা নাই। ইহাদের মধ্যেও মতের উগ্রতা হিসাবে দক্ষিণ পক্ষ ও বাম পক্ষ বিদ্যমান ছিল। বিদ্যোৎসাহী প্রখর বুদ্ধিশালী যুবক ব্রন্‌ষ্টিন্ এই সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া ইহার বাম পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স বিশ বৎসর মাত্র। ১৮৯৭ অব্দে সারা রুশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে মহা চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তাহার ফলে বিপ্লবপন্থী বলিয়া ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বহু ছাত্রের সঙ্গে ব্রন্‌ষ্টিনও বিতাড়িত হইলেন। ১৮৯৮ অব্দে দক্ষিণ রুশিয়ার শ্রমজীবি সংঘের সভ্য বলিয়া রাজ আদেশে তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। তিন বৎসর পর ১৯০২ অব্দের প্রারম্ভে তাঁহাকে সাইবেরিয়ার লেনা নদীতীরে উষ্ট্‌কুট বন্দরে নির্ব্বাসিত করা হইল। তথায় পৌঁছিবার অব্যবহিত পরে তিনি তথা হইতে পলায়ন করেন এবং লেভ্ ডেভিড্ ভিচ ট্রট্স্কি নাম গ্রহণ করিয়া একখানি জাল ছাড়পত্র (Pass Port) প্রস্তুত করিয়া তাহার সাহায্যে জেনেভা হইয়া লণ্ডনে গমন করেন। তদবধি তিনি ঐ নামেই বিখ্যাত হন। লণ্ডনে থাকিয়া লেনিন্, প্লেখানভ্ ও মার্ত্তভ্ পরিচালিত ইস্ক্রা নামক

ঐক্য স্থাপন করিয়া রুশিয়ার সমাজ-সাম্যবাদিগণকে একই সম্প্রদায়-ভুক্ত করিবার আগ্রহে, ১৯০৫ অব্দের বিপ্লবারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ভীষণ বিপদ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি বার বার রুশিয়াতে গমন করেন ও ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমন করেন। তথায় ঐ অবস্থায়ও "বর্ব্বা" অর্থাৎ সংগ্রাম নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ সময় তিনি বিদ্রোহীদিগের সহিত সুপরিচিত হন এবং তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। ১৯০৫ অব্দে রাষ্ট্র বিপ্লবে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাগণের সহিত তিনিও নেতৃত্বের অংশ গ্রহণ করেন। তিনি সেণ্টপিটার্স-বার্গের "শ্রমিক প্রতিনিধি সভার" (Soviet of Workers' Deputies) সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন এবং ক্রমে এই সভার সহকারী সভাপতির পদ লাভ করেন। ১৯০৫ অব্দে ৫ই ডিসেম্বর এই সভার এক অধিবেশনে সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। কিয়ৎকাল পরে কাউণ্ট উইটির গভর্ণমেণ্টের আদেশে পুলিশ সদল বলে সভাগৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁহাকে ও উপস্থিত সভ্যগণকে বন্দী করিল। এক বৎসর নির্জ্জন কারাবাসের পর তাঁহার বিচার হইল। বিচারক তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় সারা জীবনের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন। ১৯০৭ অব্দের প্রারম্ভে আর্টিক মহাসাগরের উপকূলে অব্‌ডর্স্ক নামক স্থানে তিনি নীত হন। অনতিকাল মধ্যে পলায়ন করিয়া অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা নগরে গমন করেন ও তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় "অর্বিটার জিটাং" এবং "প্রাভ্‌ডা" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন এবং এক রাসায়নিক কারখানায় কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৭ অব্দের ষ্টাট গার্ড নগরের আন্তর্জাতিক সমাজ সাম্যবাদী কনফারেন্সে তিনি উপস্থিত হন। ১৯১০ অব্দে কোপেনহাগেন কনফারেন্সে উপস্থিত হইয়া প্রচলিত বলশেভিক

মতদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী একমত সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করেন। ঐ অব্দে সোফিয়া নগরে প্যান্শ্লাভনিক কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া বিভিন্ন দেশীয় শ্লাভগণের সংঘবদ্ধ হওয়া অসমীচীন বলিয়া যুক্তিপূর্ণ এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া ট্রট্স্কি সকলকে সন্ত্রস্ত করেন; ১৯১২ অব্দে ট্রগ্ন নামক স্থানে বিদেশবাসী রুশ-বিদ্রোহীদিগের একটি গুপ্ত বৈঠকের আয়োজন করেন এবং নির্ব্বিরোধে সভার কার্য্য সম্পন্ন করেন। ১৯১৩ অব্দে বলখান্ যুদ্ধের সময় সংবাদপত্রের সামরিক সংবাদদাতা হইয়া তিনি কন্ষ্টাণ্টিনোপ্‌লে গমন করেন এবং ১৯১৪ অব্দে বিশ্বসংগ্রামের প্রারম্ভে রুশ বলিয়া ভিয়েনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জুরিচে, ও পরে প্যারি নগরে গমন করেন। পুনরায় জুরিচে গিয়া ট্রট্স্কি রুশ-বিদ্রোহী পত্রিকা "নাশেশ্লভো"তে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সকল প্রবন্ধে জার্ম্মানীর সোসালিষ্ট সম্প্রদায়কে এবং যে সকল জাতি জার্ম্মানীর পক্ষাবলম্বন করিতেছিলেন, তাহাদিগকে তিনি তীব্র সমালোচনার কষাঘাতে জর্জ্জরিত করিতে থাকেন। যুদ্ধের হেতু ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জার্ম্মান ভাষায় তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তজ্জন্য জার্ম্মান সরকার কর্ত্তৃক আট মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। ১৯১৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মার্শেল বন্দরের সৈন্যগণ ট্রট্স্কির উত্তেজনাপূর্ণ সমর-বিরোধী প্রবন্ধ সকল "নাশেল্লভো" পত্রিকায় পাঠ করিয়া বিদ্রোহী হয়। ফরাসী গভর্ণমেণ্ট ঐ পত্রিকার প্রচার বন্ধ করে এবং তাঁহাকে ফরাসী রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। সুইজারল্যাণ্ড তাঁহাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে ফরাসী সরকার তাঁহাকে স্পেনে প্রেরণ করে। কিন্তু ম্যাড্রিডে উপস্থিত হইবামাত্র স্পেনিস সরকার তাঁহাকে কারারুদ্ধ করে। কিছুকাল পরে তাঁহাকে আমেরিকা যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি নিউইয়র্ক

গমন করেন এবং ১৯১৭ অব্দে তথায় "নভিমির" অর্থাৎ নবজগত নামক পত্রিকা সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় রুশ-বিপ্লব আরম্ভ হইল। মার্চ্চ মাসে তাঁহার বন্ধুগণ ও "নভিমির" পত্রিকার গ্রাহকগণ রুশিয়ায় যাইবার জন্য তাঁহার আবশ্যক পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দিল। আটলান্টীক মহাসাগর-বক্ষে বৃটিশ রণতরী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তিনি হালিফ্যাক্স বন্দরে অবরুদ্ধ হইলেন। তখন রুশিয়ার অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-সচিব তাঁহার বন্ধু মিলুকভ্ বহু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে (ট্রট্স্কিকে) মুক্ত করিলেন। মে মাসে তিনি পেট্রোগ্রাডে উপস্থিত হইলেন। এই সময় তিনি সোসাল ডিমোক্রাট্দিগের একটি ক্ষুদ্র দলের নেতা ছিলেন। লেনিনের সহিত সমাজ-সাম্যবাদ লইয়া তাঁহার দীর্ঘ আলোচনা হয়; ফলে তিনি সদলে বলশেভিক সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। কিন্তু জুলাই মাস পর্য্যন্ত তিনি নিজে উহার সভ্য হইলেন না। ১৬ই এবং ১৭ই জুলাই পেট্রোগ্রাডের কারখানার শ্রমিকগণ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। বিদ্রোহের পরিচালক বলিয়া আগষ্ট মাসের প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি বন্দী হন। সেপ্টেম্বর মাসে কর্ণিলভের আক্রমণে ভীত হইয়া কেরন্স্কি তাঁহাকে মুক্তি দিয়া একটি শ্রমিক সেনাবাহিনী গঠন করিবার অনুমতি দিলেন। ৮ই অক্টোবর তিনি পেট্রোগ্রাড্ সোভিয়েটের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন, এবং নবেম্বর মাসে "জনগণের প্রতিনিধি সভার" (Council of the Commissaries of the People) পররাষ্ট্র-সচিবের পদ প্রাপ্ত হন।

পররাষ্ট্র-সচিব ট্রট্স্কি অটল একনিষ্ঠার সহিত জার্ম্মানদিগের সহিত ব্রেষ্টলিটস্ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিয়া আসন্ন মহাসঙ্কট হইতে উদ্ধার হইবার উপযোগী আয়োজনের অবকাশ লেনিনকে

এবং একটি রাজনৈতিক ভ্রান্তি বলিয়া বর্ণনা করেন। যুদ্ধও করিব না, সন্ধিপত্রও স্বাক্ষর করিব না,—কোনও গূঢ় উদ্দেশ্য না থাকিলে উদ্যত শত্রুকে একথা উন্মাদ ভিন্ন আর কেহ বলিতে পারে না। সোভিয়েট-সভাপতি লেনিন বুঝিয়াছিলেন যে, নূতন রাষ্ট্র গঠন করিতে হইলে তাঁহাকে এত অধিক বলশালী হইতে হইবে, যাহাতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা অন্তর্বিপ্লবের প্রচেষ্টা অনায়াসে ব্যর্থ করিয়া তিনি গঠন-কার্য্যে নিরুদ্বেগে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন। তিনি জানিতেন যে তাঁহার কমিউনিষ্ট-রাষ্ট্র জগতের সকল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইবে; এবং মহাযুদ্ধ শেষ হইবামাত্র তাহারা সমবেত হইয়া এই সদ্য-প্রসূত শিশুকে সূতিকাগারেই বিনাশ করিবার চেষ্টা করিবে। অতএব একটি দুর্দ্ধর্ষ অপরাজেয় সেনাবাহিনী গঠন করিবার তিনি সঙ্কল্প করিলেন। এই সঙ্কল্প বাস্তবে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে লেনিন ১৯১৭ অব্দের ২২শে মার্চ্চ চিচেরিণকে পররাষ্ট্র-সচিবের পদ দিয়া ট্রট্স্কিকে সমর-সচিবের পদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহার উপর অজেয় "লাল পল্টন" গঠনের গুরুভার অর্পণ করিলেন। ট্রট্স্কি ইতিপূর্ব্বে যদিও যুদ্ধ-বিদ্বেষী শান্তিবাদীরূপে বহু বক্তৃতা দিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া যুদ্ধ-নিরত সেনাগণকে নিরস্ত্র করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, তথাপি এইক্ষণ লেনিনের যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারিয়া মহোৎসাহে সেনাবাহিনী গঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন। স্বপক্ষীয় বহু অভিজ্ঞ কমিউনিষ্ট বিরোধিতা করিলেও তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে পুরাতন বাহিনীর বহুদর্শী সেনানীগণের যথাবশ্যক সাহায্য লইতে লাগিলেন; এবং সমরোপকরণ প্রস্তুতের কারখানাগুলিতে বুরজোঁয়া বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না। তাঁহার অসাধারণ আত্মবিশ্বাসই তাঁহাকে এই প্রকার অসমসাহসী করিয়াছিল। তিনি কৃতকার্য্য

হইয়াছেন, তাই তাঁহার দৃষ্টান্ত আজ রুশিয়ার সকল শিল্প কারখানাতেই অনুসৃত হইতেছে ; এবং শিল্পকলার নূতন পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার পক্ষে এই নীতি অমূল্য সহায় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

কলচ্যাক্, ডেনিকিন প্রভৃতি সেনাপতিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির অর্থ সাহায্যে পরিপুষ্ট শত্রুসেনার চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ আক্রমণের গতি ট্রট্স্কির "লাল পল্টন" অসামান্য ক্ষিপ্রতার সহিত অদ্ভুত সমর-কৌশল প্রয়োগে প্রতিহত করিয়াছিল। অশ্বারোহী কসাকগণের গতিরোধ করিবার জন্য আশ্চর্য্য তৎপরতার সহিত ট্রট্স্কি সুবৃহৎ অশ্বারোহী-বাহিনী গঠন করেন। তারপর ১৯১৮ অব্দের অক্টোবর মাস মধ্যে কী বীরত্বের পরিচয় দিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে শত্রু-সেনা বিধ্বস্ত করিয়া তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র নিরঙ্কুশ করিয়াছিলেন, সে কাহিনী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

এই সময় রেলপথগুলি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। যুদ্ধকালে শত্রু কর্ত্তৃক ও কখন কখন আত্মরক্ষার্থ স্বপক্ষ কর্ত্তৃক রেলপথের বহু সেতু নষ্ট হইয়াছিল। স্থানে স্থানে লাইন ধ্বংস হইয়াছিল। দুই বৎসর যাবত অসংখ্য সেনা সর্ব্বক্ষণ সুসজ্জিত হইয়া শত্রু দমনে ব্যাপৃত থাকায় কৃষিকার্য্যের জন্য, কারখানা পরিচালন জন্য, এমন কি, ইঞ্জিন চালাইবার উপযোগী কয়লা বা কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্যও শ্রমিকের অত্যন্ত অভাব হইয়া পড়িল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগণ কর্ত্তৃক পণ্য আমদানী অবরুদ্ধ হওয়ায় ভীষণ খাদ্যাভাব উপস্থিত হইল। এই সঙ্কট হইতে উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের ভার ট্রট্স্কির উপর অর্পিত হইল। তিনি অবিলম্বে একটি শ্রমিক-বাহিনী (Labour army) গঠন করিলেন। ইহাদের অনেকেই "লাল পল্টনের" শিক্ষিত সেনা। ইহাদিগের নিয়মানুবর্ত্তিতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা আদর্শস্থানীয়। ইহারাই অভূতপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় দিয়া রুশ রাজ্য

নিঃশক্র করিয়াছে। এক্ষণ তাহারা অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্রাগারে রাখিয়া দিল এবং শাবল-কোদাল লইয়া রেলপথ, সেতু ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে, কাষ্ঠ ও কয়লা সংগ্রহ করিতে, কারখানাগুলি পরিচালন করিতে এবং সকল প্রকারের ইঞ্জিন চালাইতে প্রবৃত্ত হইল। ট্রট্স্কির নির্দ্দেশে অল্পকাল মধ্যে ভোজবাজীর ন্যায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকার মাস্কোস্থ সংবাদদাতা ১৯২০ অব্দের ৪ঠা মার্চ্চ এক বেতার সংবাদ প্রেরণ করেন; তাহার মর্ম্ম এই যে, এক বক্তৃতায় ট্রট্স্কি বলিয়াছেন—প্রথম শ্রমিক-বাহিনীতে এ যাবত দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার লাল পল্টনের সেনা, সাত হাজার অসামরিক লোক, সাত হাজার সামরিক অশ্ব এবং এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাধারণ অশ্ব নিযুক্ত হইয়াছে। এই বাহিনী রেলপথ সংস্কার করিয়া এক্ষণ উপযুক্ত নায়কের অধীনে দলে দলে সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে গ্রামে কৃষকদিগের মধ্যে গিয়া তাহাদিগের আহার্য্য শস্য, মৎস্য এবং মাংসাদি সংগ্রহ করিতে সাহায্য করিতেছে।

লেনিন যে অর্থনৈতিক সূত্রগুলির অনুসরণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে বহু স্থলে সেগুলির পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত মনে করিয়া তিনি তদনুযায়ী ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ট্রট্স্কি, বুখারিণ এবং জ্বারজিন্স্কি পদে পদে লেনিনকে বাধা দিতে আরম্ভ করেন। ১৯২১ অব্দে উক্ত তিনজন কমিউনিষ্টগণের বাম পক্ষের নেতা ছিলেন। মতভেদ ক্রমে বিরোধের মূর্ত্তি ধারণ করে। ১৯২৩ অব্দে ট্রট্স্কি খাঁটি সমাজ-সাম্যবাদের সমর্থন করিয়া, সকল প্রকার পরিবর্ত্তন দুর্ব্বলতার পরিচায়ক এবং সুবিধাবাদীর ধর্ম্ম বলিয়া তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করতঃ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেন। লেনিন প্রমুখ প্রাচীন কমিউনিষ্টগণের বিরুদ্ধে চরমপন্থিগণের একটি নূতন দল গঠন করিবার উদ্দেশ্যে যুবক

সম্প্রদায়কে উত্তেজিত করিয়া দলভুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এই বক্তৃতা দিয়াছেন বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করিল। নানা ব্যাপারে লেনিনের সহিত তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুস্পষ্ট হইতে লাগিল। ১৯২০ অব্দে ফরাসীর পৃষ্ঠপোষকতায় পোলগণ যুদ্ধ ঘোষণা করিলে, ওয়ারস আক্রমণ লইয়া লেনিনের সহিত তাঁহার মতভেদ হয়। লেনিনের বিশ্বস্ত সহকর্ম্মিগণ নানা কারণে ট্রট্স্কির উপর সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইল। ১৯২৪ অব্দে ট্রট্স্কি অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। ষ্টালিন, জিনভেফ প্রভৃতি কমিউনিষ্ট ধুরন্ধরগণ ট্রট্স্কির দুরভিসন্ধির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বক্তৃতা দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইল। ট্রট্স্কি বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে ককেসাস্ প্রদেশে গমন করিলেন। তাঁহার বহু অনুচর ও বন্ধু পদচ্যুত হইল। এই সময় লেনিনের মৃত্যু হইল।

বিপ্লবের ইতিহাসে লেনিন ও ট্রট্স্কির নাম সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্বক্ষেত্রে এক সঙ্গে উচ্চারিত হইয়াছে। লেনিনের মৃত্যুর পর ট্রট্স্কিই ঐ অনন্যাধীন সর্ব্বনিয়ন্তা সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিবে—এই ছিল জগতের লোকের বিশ্বাস। কিন্তু তাহা হইল না। বস্তুতঃ কমিউনিষ্ট সম্প্রদায়ের নীতি অনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যই ঐ পদ গ্রহণের যোগ্য। ট্রট্স্কি প্রাচীনতম সভ্য নয়। তিনি মাত্র ১৯১৭ অব্দে বলশেভিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব উপযুক্ত হইলেও তিনি ঐ পদ লাভের অযোগ্য। প্রাচীন সভ্য ষ্টালিন ঐ পদে ব্রতী হইলেন। ট্রট্স্কিকে কেন্দ্র সমিতি (Central Committee) হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইল। লেনিনের অবর্ত্তমানে ট্রট্স্কিকে সংযত করিয়া রাষ্ট্র পরিচালন করিবার সাহস ষ্টালিন প্রভৃতির ছিল না।

ককেসাস হইতে ফিরিয়া আসার পরে তাঁহাকে কোনও বিশিষ্ট রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেওয়া হইল না।

১৯২১ অব্দে লেনিন যখন তাঁহার নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ করেন এবং জনগণকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায় করিবার অধিকার দেন, তখন ট্রট্স্কি সদলবলে তাহার প্রতিবাদ করিয়া পরাস্ত হইয়াছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পর ১৯২৫ অব্দে, উক্ত অধিকার তৎকালীন অর্থ-নৈতিক সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য অস্থায়ী ব্যবস্থারূপে লেনিন প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এইক্ষণ উহার প্রচলন রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতিকূলে ; অতএব উহা উঠাইয়া দিতে হইবে—এই বলিয়া ট্রট্স্কি তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। বুখারিণ প্রভৃতির সহযোগে কেন্দ্র-সমিতির মধ্যে স্ব-দল প্রবল করিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ষ্টালিন তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। এখনও সময় হয় নাই বলিয়া তিনি ট্রট্স্কিকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। ট্রট্স্কি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সমগ্র কমিউনিষ্ট বলশেভিক সম্প্রদায়টিকে দ্বিধা ভিন্ন করিতে উদ্যত হইলেন। নগরবাসী কমিউনিষ্টদের অনেককে ট্রট্স্কি স্ব-মতে আনিতে সক্ষম হইলেন। এই সময় Third International লইয়াও মতভেদ উপস্থিত হইল। ষ্টালিনের মতে Third Internationalএর সহিত সম্প্রতি সংস্রব থাকা সমীচীন নয়। নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করিতে যে সময় লাগিবে, সে সময় মধ্যে বিশ্বের শ্রমিকগণের মুক্তি-চেষ্টা গভর্ণমেণ্ট করিতে অসমর্থ—এই বলিয়া ষ্টালিন Third Internationalকে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠান রূপে গভর্ণমেণ্টের সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন। ট্রট্স্কি উচ্চকণ্ঠে গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন যে বিপ্লব ব্যর্থ করিয়া স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে কতিপয় ব্যক্তি রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত Proletariat Dictatorship অপরিহার্য্য। গঠনকার্য্য শেষ হইলে জনসাধারণের মহাসভা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া শাসন সংরক্ষণের ভার তাহাদিগের উপর অর্পণ করিবে—ইহাই লেনিনের ব্যবস্থা। Dictatorship থাকা কালে গভর্ণমেণ্টের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি অশোভন ও মহা অনিষ্টকর। যদি গভর্ণমেণ্টের বিরোধী হইয়া একদল বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহা হইলে ঐ Dictatorship অর্থহীন হইয়া পড়ে। এ কারণ ষ্টালিন কৌশলে কণ্টক দূর করিতে যত্নবান হইলেন। কেন্দ্র-সমিতির সভ্য-সংখ্যা আরম্ভে মাত্র ১৯ জন ছিল। ষ্টালিনের প্রস্তাবে ঐ সংখ্যা ৭১ করা হয়। তখন ষ্টালিন কেন্দ্র-সমিতির প্রধান সম্পাদক ছিলেন। বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া বিশ্বাসী ব্যক্তিগণকে সভ্য করিয়াছিলেন। লেনিনের মৃত্যুর পরও ঐ সভ্যগণের উপর ষ্টালিনের যথেষ্ট প্রভাব হেতু ট্রট্স্কির পক্ষ নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। পদে পদে পরাজিত হইয়া ট্রট্স্কি অভিমানের বশে আত্মহারা হইলেন; এবং গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ১৯২৭ অব্দে ট্রট্স্কিকে তাঁহার সহকারিগণও পরিত্যাগ করিল। কেন্দ্র-সমিতির আদেশে তিনি নির্ব্বাসিত হইলেন। রুশিয়ার অন্যতম মুক্তিদাতা ট্রট্স্কি স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বিদেশীর দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডেও স্থান না পাইয়া অবশেষে সাইবেরিয়াতেই বাস করিতেছেন।

বিদ্যাবুদ্ধিতে কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় মধ্যে ট্রট্স্কি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন। রূপক ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত ট্রট্স্কির বক্তৃতা-শক্তি প্রায় অতুলনীয়। অবসরকালে শ্রান্তি বিনোদনের জন্য তিনি পুস্তক
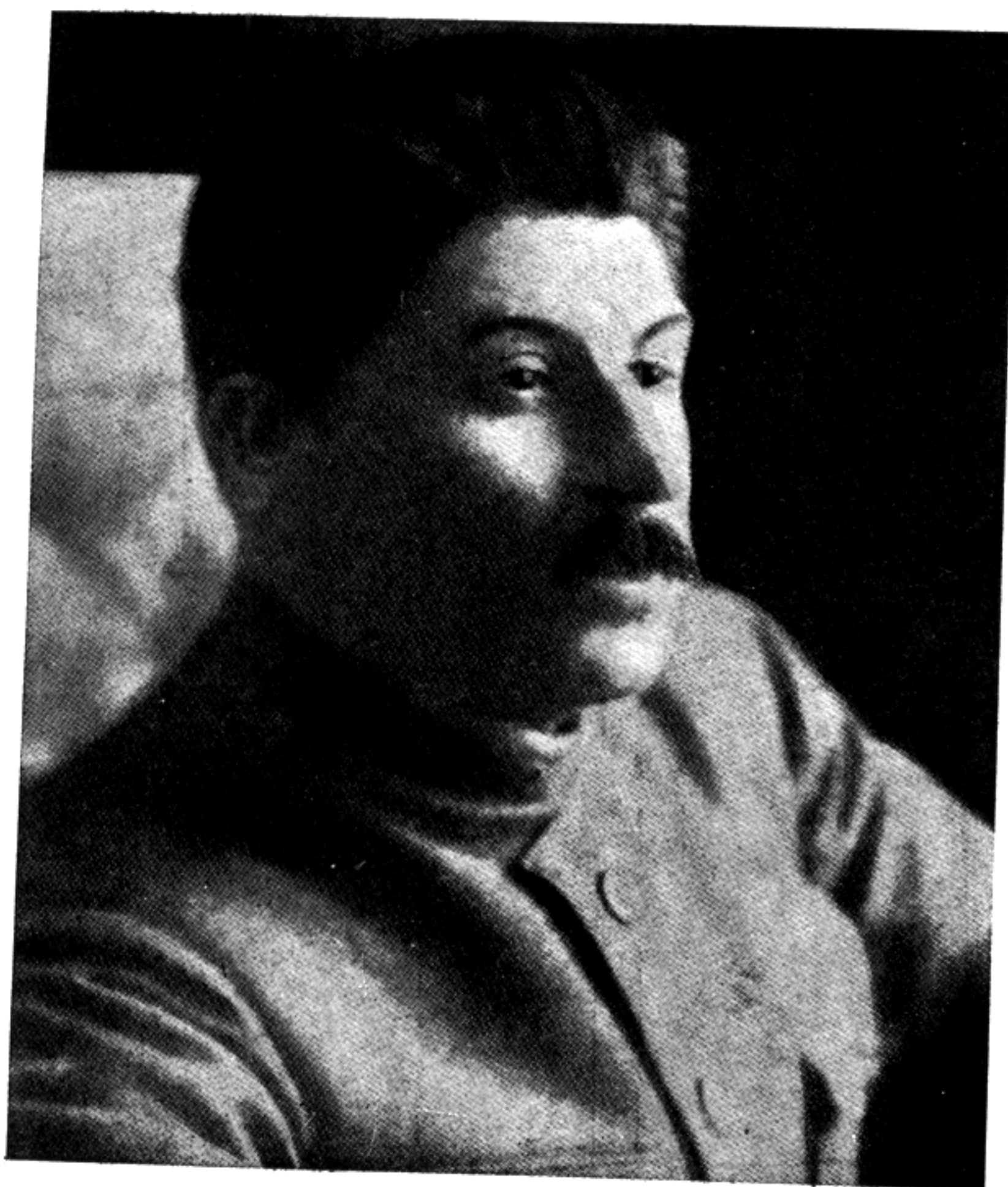
ষ্টালিন

ইন্সাইক্লোপিডিয়া বৃটেনিকার ত্রয়োদশ সংস্করণে লেনিনের জীবনী তাঁহারই লিখা।

(৪)

ষ্টালিন

জোসেফ্ ভিসারিয়ন ভিচ্ ষ্টালিন ১৮৭৯ অব্দে দক্ষিণ রুশিয়ার জর্জ্জিয়া প্রদেশে টিফ্লিস্ জিলায় এক চর্ম্মকারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতৃ-মাতৃ দত্ত নাম জুগাস ভিলি (Dzhugash Vili)। জুগাস ভিলি পনর বৎসর বয়সে যখন ভিলি টিফ্লিসের থিওলজিকাল সেমিনারীতে বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন, তখন ১৮৯৫ অব্দের ছাত্র-চাঞ্চল্য সুদূর জর্জ্জিয়া প্রদেশেও বিস্তার লাভ করে। টিফলিস্ সেমি-নারীর ছাত্রগণ ঐ বিপ্লবান্দোলনে যোগ দিল। জুগাস ভিলি তখন মাত্র ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক হইলেও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়া ছাত্রগণের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অটল নিষ্ঠা, অসীম সাহস, অসামান্য কষ্ট সহিষ্ণুতা এবং সংঘ গঠনের ও পরিচালনের অসাধারণ কৌশল অচিরেই গভর্ণমেণ্টের খর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ১৮৯৮ অব্দে ১৯ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইলেন, এবং তদবধি অনন্যমনে বিপ্লব প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। এই সময় হইতে ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবন-কাহিনী রূপকথার তুল্য। তাঁহার এক একবারের কারাগার হইতে পলায়নের বিবরণ এক একটি লোমহর্ষণকারী উপন্যাস বিশেষ। এই প্রকার দ্বাদশটি উপন্যাস তাঁহার জীবনীর চিত্তাকর্ষক দ্বাদশটি অধ্যায়। ১৯০১ অব্দে তাঁহার ২১ বৎসর বয়সে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে প্রথম বন্দী করে। তদবধি ১৯১৭ অব্দ পর্য্যন্ত

দ্বাদশ বার তিনি ধৃত হন। কয়েকবার তাঁহাকে বিভিন্ন দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হয়। কিন্তু প্রতিবারই তিনি অদ্ভুত কৌশলে পলায়ন করিতে সমর্থ হন। উত্তর মেরু প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা শীতপ্রধান চির-তুষারাবৃত স্থানে তাঁহাকে কয়েকবার নির্ব্বাসিত করা হয়। অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা, দুর্দ্দমনীয় উদ্যম, অটুট উৎসাহ এবং অদ্ভুত চতুরতার পরিচয় দিয়া প্রত্যেকবার পলায়ন করিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। কেবল শেষবার ১৯১৭ অব্দে অপরাপর রাজনীতিক বন্দী-দিগের সহিত কেরেন্স্কির অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করে। শত শতবার পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া তিনি আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পুলিশ তাঁহাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও তাঁহার দৃঢ় সঙ্কল্প হইতে তাঁহাকে এক বিন্দু বিচলিত করিতে তাহারা সক্ষম হয় নাই। তাঁহার দৃঢ়তায় মুগ্ধ হইয়া লেনিন তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'ষ্টালিন'। রুশ ভাষায় ষ্টিলের প্রতিশব্দ 'ষ্টাল'। ষ্টালিন অর্থ 'ইস্পাতে নির্ম্মিত'।

তাঁহার কষ্টসহিষ্ণুতা এবং লক্ষ্যস্থিরতার উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। টিফ্লিস্ কারাগারে ২১ বৎসর বয়স্ক জুগাস ভিলি (Stalin) ১৯০১ অব্দে বন্দী হইলেন। কারাগারের সাধারণ বন্দীগণ একদিন বিদ্রোহী হইয়া মহা অনর্থ সৃষ্টি করিল। বহু প্রহরী আহত হইল। কর্ত্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদ্রোহী নেতাগণের নাম জানিবার জন্য বন্দীগণের উপর অমানুষিক উৎপীড়ন আরম্ভ করিল। কাহার প্ররোচনায় এবং নেতৃত্বে বন্দীগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল, জুগাস ভিলির মুখ দিয়া তাহার নাম বাহির করিবার জন্য অশেষ যন্ত্রণা দিয়া কর্ত্তৃপক্ষ শ্রান্ত হইয়া পড়িল; অপর বন্দীগণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল কিন্তু জুগাস ভিলির প্রশান্ত বদনমণ্ডলের একটি

রেখাও কুঞ্চিত হইল না এবং তাঁহার চক্ষুর জ্যোতিঃ বিন্দুমাত্রও ম্লান হইল না। এই ঘটনার কিছুদিন পর বন্দীগণ কদর্য্য খাদ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগ দিতে তাঁহাকে অনুরোধ করে। অসম্মত হইয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন যে কারা-ব্যবস্থার উন্নতি করা তাঁহার উদ্দেশ্য নয়; উহা মন্দ থাকাই তাঁহার বাঞ্ছনীয়।

১৯১৭ অব্দে লেনিন তাঁহার সহকারিরূপে ষ্টালিনকে নিয়োগ করেন। সমগ্র রুশিয়ার বিপ্লববাদিগণের সহিত পরিচিত থাকায় এবং চরিত্রের অসামান্য দৃঢ়তার জন্য, কেরেন্‌স্কিকে পদচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে লেনিন, ট্রট্‌স্কি প্রভৃতি সাত জনের যে কমিটি গঠিত হইয়াছিল, সেই সপ্তরথীর অন্যতম রূপে ষ্টালিন সাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। আদেশ পালনে অসাধারণ দৃঢ়তা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়া ১৯২২ অব্দে লেনিন তাঁহাকে কেন্দ্র-সমিতির প্রধান সম্পাদকের পদ প্রদান করেন। ১৯১৭ অব্দ হইতে তিনি "প্রাভ্‌ডা" পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য করিতে থাকেন। এলেকসিক্, কর্নিলভ্ ও ডেনিকিন প্রভৃতি মহারথিগণ-পরিচালিত সেনা-বাহিনীর আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া তাঁহার জারিষ্টিন নগর রক্ষা বীরত্বের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তাঁহার বীরত্বের স্মৃতি রক্ষার জন্য তদবধি জারিষ্টিনের নাম "ষ্টালিনস্ক" রাখা হইয়াছে।

কার্ল মার্কসের "ডাস্ ক্যাপিটাল" ও লেনিনের পুস্তকগুলি মেধাবী ষ্টালিনের কণ্ঠস্থ। তিনি বক্তৃতাকালে প্রসঙ্গক্রমে এই সকল গ্রন্থ হইতে ভূরি ভূরি বাক্য যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। তাঁহার সাধারণ বিদ্যা গভীর না হইলেও তাঁহার সাধারণ জ্ঞান কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছে। এই সাধারণ জ্ঞানের গুণেই নানা

লেনিনের মৃত্যুর পর বলশেভিক সম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্য বলিয়া ষ্টালিনকে "ডিক্টেটর" পদে বরণ করা হয়। ১৯২৪ অব্দে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন, এবং তখন হইতে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে ষ্টালিন যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। কেহ কেহ তাঁহার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা, নির্ম্মম শাসন প্রভৃতির নিন্দা করে। কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এই-গুলিকে তাঁহার প্রশংসনীয় গুণ বলিয়া মনে করেন। স্বল্পভাষী, সভা-সমিতিতে অকারণ বৃথা আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করিতে বিমুখ, পরিচ্ছন্ন কিন্তু সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত, অসাধারণ মেধাবী, সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় ভীষ্ম সদৃশ, উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য ষ্টালিন অধ্যবসায় ও ঐকান্তিকতা সহকারে গুরুর পাঁচ বৎসরের ব্যবস্থানুসারে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনে অবহিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই যে সফলতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপ ও আমেরিকার ধনী মহাজনগণ সাম্রাজ্যবাদিগণের প্ররোচনায় ১৯৩০ অব্দ পর্য্যন্তও ষ্টালিনের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার সিদ্ধির পথ রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বলশেভিক রুশিয়ার সহিত সকল ক্ষেত্রে অসহযোগ করিয়াছে। কিন্তু ষ্টালিনের কর্ম্মকুশলতা মূলধনের উপর দ্বিগুণ লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইয়াছে দেখিয়া, ১৯৩১ অব্দে তাহারা অনেকেই মূলধন লইয়া গিয়া রুশিয়াতে খাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুকাল ধ্বনি উঠিয়াছিল "খৃষ্ট ধর্ম্ম বিপন্ন! বলশেভিক রাষ্ট্র নিরীশ্বর-বাদী, তাহারা ধর্ম্মানুষ্ঠান ধ্বংস করিতেছে। অতএব বিশ্ববাসী খৃষ্টানগণ, তাহাদের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ ঘোষণা কর।" বহু বিশপ, আর্ক বিশপ, এমন কি পোপ পর্য্যন্ত ঐ ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া ধর্ম্মভীরু জনমণ্ডলীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিছু দিন হায় হায় করিয়া সকলে স্তব্ধ

হইলেন। অচিরে রুশিয়া সকলকে পিছনে ফেলিয়া শিল্প-বাণিজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে,—এই আশঙ্কায় সকল দেশের ধনী মহাজন ও কারখানার মালিকগণ ধ্বনি তুলিয়াছিল "রুশিয়ার পণ্য ক্রুতদাস-শ্রমজাত ; অতএব উহা কেহ ক্রয় করিও না।" কিছুকাল হৈ চৈ করিয়া তাহারাও স্তব্ধ হইয়াছে। রুশিয়ার কেরোসিন তৈলের খনিগুলি বিদেশী ধনিগণকে বিলি করিয়া জার গভর্ণমেণ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট সেই বন্দোবস্ত অগ্রাহ্য করিয়া খনিগুলি নিজেরাই গ্রহণ করিয়া পরিচালন করিতে থাকায়, স্বার্থহানি-জনিত আক্রোশ বশতঃ, বঞ্চিত ধনী মহাজনগণ ধ্বনি তুলিয়াছিলেন "রুশিয়ার কেরোসিন চোরাই মাল, অতএব উহা কেহ ক্রয় করিও না।" কিছুকাল পরে ইহারাও নিস্তব্ধ হইল। রুশিয়ার নব গঠিত সমাজের মুখ মসীলিপ্ত করিবার উদ্দেশ্যে শত্রুগণ প্রচার করিতে লাগিল যে, রুশিয়াতে বিবাহ উঠাইয়া দিয়াছে এবং তার পরিণাম স্বরূপ নৈতিক ব্যভিচার অসম্ভবরূপ বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই প্রকার মিথ্যা উক্তি বারংবার করিয়াও সাম্রাজ্যবাদিগণ ষ্টালিনকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ঐ সকল উক্তির যথার্থতা নির্ণয় করিতে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বহু নরনারী রুশিয়ায় গমন করিয়া স্বচক্ষে সকল অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া ঐ সকল উক্তি ভিত্তিহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। পুনরুক্তি বলে মিথ্যা অনেক ক্ষেত্রে সত্যের আসন অধিকার করে ; কিন্তু বিধাতার অনুগ্রহে এই নূতন রাষ্ট্র ঐ সকল মিথ্যা নিন্দার ফলে বহু অনুসন্ধিৎসু বিদেশী পরিদর্শনকারীকে রুশিয়াতে আকর্ষণ করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হইয়া বরং লাভবান হইয়াছে।

গত সাত বৎসর যাবত বহুবার ষ্টালিনের পদচ্যুতির ভবিষ্যদ্বাণী শুনা গিয়াছে। ঈপ্সিত অবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদিগণ রুশিয়াতে

নানাবিধ ষড়যন্ত্রের সাহায্য করিয়া যখনই কোন সঙ্কট সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে,তখনই তাহারা ঐ প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য আত্ম-প্রসাদ লাভ করিয়াছে ; কিন্তু পরক্ষণেই উহার ব্যর্থতাজনিত হতাশার তীব্র বেদনা তাহাদিগকে অনুভব করিতে হইয়াছে। ১৯৩০ অব্দে কৃষি-ক্ষেত্রগুলি একত্র করিবার কার্য্য যখন দ্রুত অগ্রসর হইতেছিল, তখন প্রয়োজন বোধে ষ্টালিন অকস্মাৎ উহার গতি শিথিল করিবার জন্য এক নূতন ব্যবস্থা করেন। ইহাতে তাঁহার সহকারী কমিউনিষ্টগণ মধ্যে কেহ কেহ অমত প্রকাশ করে। তখন ভবিষ্যদ্বাণী শুনা গেল যে এইবার ষ্টালিনের পদচ্যুতি অনিবার্য্য। কিন্তু ষ্টালিনের আসন টলিল-না। কেহ কেহ এলেক্সি রাইকভের নেতৃত্বে ষ্টালিনের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অচিরে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং সোভিয়েট ইউনিয়ানের প্রধান মন্ত্রী রাইকভ পদচ্যুত হইলেন। একজন ষ্টালিনের তুলনা দিতে গিয়া বলিয়াছেন যে তিনি একটি "ষ্টীম রোলার"—দেখিতে কিম্ভুতকিমাকার, গতি-মন্থর, কিন্তু গতিপথ হইতে একচুল এধার ওধার সরাইবার সাধ্য নাই ; এবং গতিপথে সকল প্রকারের উচ্চ বাধা চূর্ণ করতঃ সমতল করিয়া চলিয়া যায়।

ষ্টালিন "পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপ্রণালী" অবলম্বন করিয়া কার্য্যারম্ভ করিবার পর হইতে যে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছেন এবং যে প্রকার প্রতি পদক্ষেপে কৃতকার্য্যের মহিমায় মণ্ডিত হইতেছেন, ইহা দেখিয়া আশা করা যায় যে রুশিয়া অচিরে বিশ্বের রাষ্ট্রীয়, আর্থিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করিবে। এই কর্ম্মপ্রণালী সম্যক সফল হইলে যে অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহাকে Rosita Forbes বিংশ শতাব্দীর সাতটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপারের অন্যতম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "রুশ সোভিয়েট

গভর্ণমেণ্ট Mass man অর্থাৎ গণদেবতা প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছে।" "পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপ্রণালী" এই প্রতিষ্ঠাকার্য্যের যন্ত্র-স্বরূপ। সোভিয়েটের এই প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হইলে ঐ যন্ত্র গণ-দেবতার হস্তে দেওয়া হইবে। তখন সারা বিশ্বের জনগণ একমনে এক বিশ্বরাষ্ট্রের হিতার্থে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিবে এবং তখনই হইবে গণদেবতার প্রতিষ্ঠা।

(৬)

"পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালী" প্রয়োগে

(ক) শিক্ষা

সোভিয়েট্ গভর্ণমেণ্ট বিশ্বাস করে যে, বিপ্লবের সার্থকতা জন-সাধারণের মনুষ্যত্ব বিকাশের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। একারণ বর্ত্তমান রুশিয়া নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছে। "পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপ্রণালী" অনুযায়ী বালক-বালিকাদিগের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহাদিগের আবেষ্টনীর সঙ্গতির প্রতি সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের সর্ব্বদা সযত্ন দৃষ্টি। পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত প্রত্যেক বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন-কল্পে সম্প্রতি এক বিধি প্রণীত হইয়াছে। এই বিধানানুযায়ী রুশিয়াতে প্রতি বৎসর দেড় কোটিরও অধিক বালক-বালিকা শিক্ষাধীন থাকিতে বাধ্য হইবে। গত বৎসর (১৯৩০) এক কোটি দশ লক্ষ বালক-বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ১৯৩১ অব্দে শিক্ষা বিভাগের ব্যয়ের জন্য এক শত একানব্বই কোটি দশ লক্ষ রুবল্স্ অর্থাৎ দুই শত ছিয়াশি কোটি পয়ষট্টি লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ১৯৩২ অব্দে ব্যয়ের পরিমাণ

তিন শত আটত্রিশ কোটি পঁচাশি লক্ষ টাকা ধার্য্য করিতে পারিবে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট আশা করে।

গভর্ণমেণ্ট সুদূর সীমান্তবাসী মুষ্টিমেয় বর্ব্বর জাতি ব্যতীত সমগ্র সোভিয়েট-রুশিয়ার আট হইতে এগার বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালক-বালিকাকে ১৯৩৩ অব্দ মধ্যে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করে। ১৯২৮ অব্দে "পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপ্রণালী" প্রয়োগের প্রাকালে উহাদিগের সংখ্যা ছিল সত্তর লক্ষ। ১৯৩৩ অব্দে ঐ সংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ করিবার প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে শিক্ষা দিবার জন্য সর্ব্বত্র পাঠাগার স্থাপন করিয়া এবং ভ্রাম্যমান পুস্তকাগার প্রবর্ত্তন করিয়া ও উপযুক্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর তাহার পরিচালনা-ভার দিয়া গভর্ণমেণ্ট এক অভূতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান সৃষ্টি করিয়াছে। ১৯৩০ অব্দে পাঠাগারের সংখ্যা হইয়াছে তেত্রিশ হাজার এবং পুস্তকাগারের সংখ্যা চল্লিশ হাজার।

শিল্পক্ষেত্রে রুশিয়াকে বিশ্বদরবারের শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করা "পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপ্রণালীর" প্রধান উদ্দেশ্য। শিল্প-শিক্ষা বিস্তারের জন্য উহাতে বিশিষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অর্থনৈতিক পণ্ডিত, বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ্, এবং শিক্ষিত কার্য্যাধ্যক্ষ প্রয়োজন। এই সকল বিশেষজ্ঞ গঠন করিবার জন্য বারটি শিল্প-কলেজ স্থাপিত হইয়াছে; একশ পঁচাত্তরটি উচ্চশ্রেণীর শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল বিদ্যায়তনে চৌষট্টি হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তন্মধ্যে শতকরা নব্বইজন গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী।

লেনিন বলিয়া গিয়াছেন যে, শিক্ষা-ব্যবস্থা এরূপ করিতে হইবে

মঙ্গল কর্ম্ম করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয় এবং যে-কোনও কার্য্যভার গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। ছাত্রগণের আবেষ্টনীর সহিত যোগ স্থাপন করিয়া তৎসহ সরল সাধারণ শিক্ষাপ্রণালীতে, নানাবিধ শিল্পবিদ্যার সাধারণ প্রয়োগপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া এবং সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলির পরস্পরের যোগসূত্র বুঝাইয়া দিয়া সোভিয়েট্ রুশিয়া শিক্ষাক্ষেত্রে এক নূতন বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছে। শিক্ষার গতানুগতিক পন্থা ত্যাগ করিয়া সোভিয়েট রুশিয়া বিশেষ পরীক্ষার পর, কতগুলি নূতন প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। ঔপপত্তিক (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Practical) জ্ঞানের সামঞ্জস্য সাধন করা বিশেষজ্ঞগণের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নানাবিধ নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য কি উপাদানে প্রস্তুত হয়, ঐ উপাদানগুলি পরস্পরের উপর কি প্রকারে নির্ভর করে, পরস্পর কি সূক্ষ্ম সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত এবং দৈনন্দিন জীবনে সেগুলির স্থান কোথায়—তাহা বুঝাইয়া দিয়া শিক্ষকগণ বালক-বালিকাদিগের জ্ঞান বিস্তার করিতে যত্নশীল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরুন শিক্ষকমহাশয় কোনও নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু—যেমন, বস্ত্র উপলক্ষ করিয়া কিছু উপদেশ দিবেন। তিনি তখন তাহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী, অনুসঙ্গিক উপকরণাদি এবং যন্ত্রাদির বিষয় বলিয়া অবশেষে উহার স্বাস্থ্য ও সভ্যতার দিক দিয়া প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করিয়া তাহার উপসংহার করিবেন। ছাত্রগণের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা প্রবলরূপে উন্মুখ রাখিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা কারখানায়, কৃষিক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে এবং গঠনশীল অট্টালিকা, সেতু, রেলপথ ইত্যাদিতে লইয়া গিয়া শিক্ষকগণ উপদেশ প্রদান করেন। ইহার ফলে দেশের সকল প্রকার অনুষ্ঠানে ব্যক্তিগত শক্তি অনুসারে সহযোগ করিবার একটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রবৃত্তি ছাত্রদিগের জাগরিত হয়।

সোভিয়েট রুশিয়ার ষোল কোটি জনগণের সাধারণ কৃষ্টির মাত্রা (the standard of general culture) উন্নত করিবার জন্য, ১৯২৮ অব্দে যে রেডিও রিসিভিং সেটের সংখ্যা সার্দ্ধতিন লক্ষ ছিল, পাঁচ বৎসরে তাহা সত্তর লক্ষ এবং সিনেমার সংখ্যা যাহা আট হাজার পঞ্চাশ ছিল তাহা পঞ্চাশ হাজার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই পঞ্চাশ হাজার সিনেমার চৌদ্দ হাজার বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সিনেমার দৃশ্যপট বালক-বালিকার কোমল চিত্তে অতি সহজে গভীর রেখাপাত করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির সাহায্য করে—এই সত্য সোভিয়েট রুশিয়া যেমন উপলব্ধি করিয়াছে অপর কোন দেশ তেমন উপলব্ধি করে নাই। সংবাদপত্রের গ্রাহক-সংখ্যা সতের লক্ষের স্থলে পঞ্চাশ লক্ষ করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলির সম্বন্ধে যথাসম্ভব জ্ঞানলাভের স্পৃহা বালক-বালিকাগণের চিত্তে জাগ্রত করিয়া, প্রচলিত নূতন শিক্ষাপদ্ধতি দেশের সাধারণ কৃষ্টির মাত্রা উন্নত করিবার এই প্রধান সহায় হইয়াছে। বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য “অবসর কালের বিত্থালয়” স্থাপিত হইয়াছে। তথায় শিক্ষকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসামান্য অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিরক্ষরতা, মাদক দ্রব্যের মোহ, কুসংস্কারজনিত অন্ধবৎ আচার-পালনাভ্যাস, অসঙ্গত, অশোভন ও অমানুষিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ইত্যাদি পুরাতন যুগের সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি সমাজ হইতে দূর করিবার জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়া নব্য রুশিয়া অপ্রত্যাশিতরূপে কৃতকার্য্য হইতেছে। এই মহৎ কর্ম্মে ছাত্রগণও আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিয়া বয়স্ক নিরক্ষর জনগণকে বর্ণমালা ইত্যাদি শিক্ষা দিতেছে। ছাত্রগণ কর্ত্তব্য বিষয়ে বিশিষ্টরূপে সপ্রতিভ। দেশের বিরাট অভিনয় মঞ্চে নিজ নিজ ভূমিকা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পাঠ্যাবস্থাতেই তাহারা

সক্ষম হয়; সমষ্টির স্বার্থে ব্যষ্টির স্বার্থ উৎসর্গ করা জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিতে শিক্ষিত হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া প্রত্যেকেই প্রকৃষ্ট নাগরিকরূপে সংসারে প্রবেশ করিয়া জীবনযাত্রা আরম্ভ করে।

(খ) কৃষি

সোভিয়েট রুশিয়ার বিস্তৃতি প্রায় ৮২,০০০০০ বিরাশি লক্ষ বর্গ মাইল; ভূপৃষ্ঠের ভূভাগের প্রায় ⅙ অংশ। অধিবাসি-সংখ্যা প্রায় চৌদ্দ কোটি। রুশিয়া এ যাবৎ কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। "পাঁচ বৎসরের কর্ম্মপ্রণালী"র উদ্দেশ্য কৃষিপ্রধান এই বিশাল দেশটিকে বর্ত্তমান জগতের শিল্পপ্রধান দেশগুলির পুরোভাগে স্থাপন করা। এই উদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই উন্নতি সাধনের এরূপ আয়োজন করা হইয়াছে যে এমন আশা অবাধেই করা যায় যে পাঁচ বৎসর পর অর্থাৎ ১৯৩৩ অব্দে রুশিয়া বিশ্ব-দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইবে। এই উদ্দেশ্যে ঐ পাঁচ বৎসরের আবশ্যক ব্যয়ের পরিমাণ ছয় হাজার চারি শত ষাট কোটি রুবল্‌স্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল প্রকার অনুষ্ঠানের ভিত্তি স্বরূপ যে মূলধন আবদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহার পরিমাণ ১৯২৮ অব্দের সার্দ্ধসাত হাজার কোটি রুবল্‌স্ হইতে ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ১৯৩৩ অব্দে বার হাজার সাত শত আটাশ কোটি রুবল্‌স্ করিতে হইবে বলিয়া ধার্য্য হইয়াছে। এই সংখ্যাগুলি আমাদিগের নিকট জ্যোতিষের সংখ্যা সদৃশ ধারণাতীত। দুই কোটি ষাট লক্ষ ক্ষুদ্র কৃষি-ক্ষেত্রগুলির কতকগুলিকে একত্রিত করিয়া এক একটি বৃহৎ ক্ষেত্র গঠন করতঃ বহুসংখ্যক কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর এবং অন্যান্য

উন্নত কৃষিযন্ত্র ও সার ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বহু গুণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯২৯ অব্দে গবর্ণমেণ্ট ট্রাক্টর ফৌজ গঠন করিয়া উপযুক্ত ক্যাডেটগণের তত্ত্বাবধানে তাহাদিগকে দলে দলে বিভিন্ন গ্রামমধ্যে প্রেরণ করিয়া যে অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে, তাহার পরিচয় আমরা একজন ক্যাডেটের এক বৎসরের কর্ম্ম বিবরণ হইতে ইতিপূর্ব্বে প্রাপ্ত হইয়াছি। ১৯৩১ অব্দের প্রারম্ভে এই মর্ম্মে এক বিধি প্রণীত হইয়াছে যে, লাল-পল্টনের সেনানীগণের অধীনে পল্লী-গঠন-কার্য্য করিবার জন্য অবিলম্বে এক লক্ষ সৈন্যকে আবশ্যকীয় শিক্ষা দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহাদিগের মধ্যে পঁচাত্তর হাজার সেনাকে একত্রিকৃত সুবৃহৎ নূতন কৃষিক্ষেত্রগুলি পরিচালন করিবার উপযোগী শিক্ষা দিতে হইবে; এবং কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত অগণিত সাধারণ শ্রমিকগণকে সাহায্য করিতে কৃষিক্ষেত্রে প্রেরণ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত প্রায় পঞ্চাশ হাজার "হ্যামারারস্ ব্রিগেড্" (Hammerers' Brigade) ফৌজ বীজ-বপন কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। ১৯৩১ অব্দে সাত কোটি একর পরিমাণ কৃষিক্ষেত্রের সমষ্টিকরণ সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সমষ্টিকৃত কৃষিক্ষেত্রগুলিতে প্রায় দুই কোটি শ্রমিক নিযুক্ত হইবে। একটি করিয়া কেন্দ্র-যন্ত্রগৃহ ও ট্রাক্টর-ষ্টেশন স্থাপন করিয়া চতুর্দ্দিকস্থ গ্রামগুলির কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই যন্ত্রগৃহগুলি ক্রমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন ও প্রসারণের কেন্দ্র স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে। ১৯৩০ অব্দে সমষ্টিকৃত ক্ষেত্রসংখ্যা সাতান্ন হাজার হইয়াছিল। ১৯৩১ অব্দে ছত্রিশ হাজার নূতন সমষ্টিকৃত ক্ষেত্র গঠন করিতে হইবে বলিয়া "পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম প্রণালী"তে নির্দ্দিষ্ট আছে।

১৯৩১ অব্দের প্রারম্ভে গভর্ণমেণ্ট এই মর্ম্মে একটি আদেশ প্রচার করিয়াছে যে, যে-সকল গ্রাম্য সোভিয়েট এই সমষ্টিকরণ কার্য্যে পশ্চাৎপদ হইবে এবং ঐ সকল সোভিয়েটের যে-সকল সভ্য ঐ কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করিবে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করা হইবে। "পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালী"তে কৃষির উন্নতিকল্পে অর্থাৎ সকল প্রকার উন্নত যন্ত্র, বীজ ও সার সংগ্রহ করিয়া দিতে এবং উপযুক্ত যন্ত্রচালক ও বিশেষজ্ঞের সাহায্য প্রদান করিতে দুই হাজার তিন শত কোটি রুবল্‌স্ ব্যয় হইয়াছে।

সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট ১৯৩১ অব্দের ২৫শে মার্চ্চ "প্রাভডা" পত্রিকায় যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতগুলির সমষ্টিকরণ ব্যাপারে ৯৮,৫০,১০০ কৃষক পরিবার অর্থাৎ শতকরা ৩৯.৬ জন কৃষক যোগ দিয়াছে। প্রত্যেক ট্রাক্টর-ষ্টেশন চারিদিকে দশ মাইল পর্য্যন্ত ব্যাপী প্রায় ২৫০০০ সহস্র কৃষকের সাহায্য করে। ১৯৩০ অব্দের শরৎকালে প্রায় দুই শত ট্রাক্টর-ষ্টেশন স্থাপিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা প্রায় ৫০,০০০০০ লক্ষ কৃষককে সাহায্য করিতেছে। উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ প্রায় শতকরা ত্রিশ মাত্রা বৃদ্ধি হইয়াছে। "সভজেস্" (Sovhozes) অর্থাৎ গভর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্র স্থানে স্থানে স্থাপন করিয়া সর্ব্বোচ্চ শক্তিশালী ট্রাক্টরাদি যন্ত্র ব্যবহার দ্বারা অজ্ঞ কৃষকগণকে ঐ সকল জটিল যন্ত্র চালনা করিতে, মেরামত করিতে এবং সর্ব্বদা পরিষ্কারাদি করিতে শিক্ষা দিতেছে। বহু ক্ষেত্রে এখনই অনেক যুবা কৃষক যে-কোনও শিক্ষিত আমেরিকানের তুল্য যন্ত্র ব্যবহার ও উহার যত্ন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই প্রকারের সরকারি কৃষিক্ষেত্র প্রায় ২২০টী স্থাপিত হইয়াছে। ইহা হইতে সাধারণ কৃষকগণকে যন্ত্রপাতি ও উত্তম বীজ ধার দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা কৃষকদিগকে ক্ষুদ্র জোত সমষ্টি-

করণেও সাহায্য করে। ১৯৩০ অব্দে দলে দলে কৃষকগণ সমষ্টিকৃত বৃহৎ ক্ষেত্রে যোগ দিয়াছে। সহযোগিতার প্রভাব কৃষকের জীবনে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কমিউনিষ্টগণ গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া সহযোগে কর্ম্ম করিবার উপকারিতা কৃষকগণকে বুঝাইয়া দিতেছে এবং যন্ত্রের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া সরকার হইতে ধারে যন্ত্র ক্রয় করিয়া দিতেছে। স্থানে স্থানে স্থাপিত সরকারি "সমবায় ভাণ্ডারে"র সহিত কৃষকগণকে ব্যবহার করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের ক্রয়-বিক্রয়ের মহা সুযোগ করিয়া দিতেছে। প্রথমাবস্থায় ট্রাক্টরাদি যন্ত্র সাহায্যে কৃষি-কর্ম্ম করায় বহু কৃষক কর্ম্মশূন্য হইয়া পড়ে। তাহাদিগকে পূর্ত্তকার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। ইটভাটা প্রস্তুত করিয়া প্রচুর ইট পোড়াইয়া তদ্দ্বারা সাধারণের (Communal) ধোপাখানা, ভোজনাগার, বিদ্যালয় ইত্যাদি বেকার কৃষকগণ গঠন করিয়াছে। শ্রমের পরিমাণানুপাতে মজুরীর হার ধার্য্য করা হইয়াছে। যে বৃদ্ধা ঠাকুরমা গাড়ীতে পানীয়জলের পিপা লইয়া গিয়া মাঠে তৃষিত কৃষকদিগকে জল পান করায়, এতকালের পর সেও আজ তাহার শ্রমের মজুরী প্রাপ্ত হইয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইতেছে। যে যত ঘণ্টা কর্ম্ম করে, তাহার হিসাব রাখিয়া তদনুপাতে তাহাকে উৎপন্ন শস্যের অংশ দেওয়া হইতেছে। ১৯২৯ এবং ১৯৩০ অব্দে সৌভাগ্যক্রমে আশাতিরিক্ত পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়। সমষ্টি-কৃত বৃহৎ ক্ষেত্রগুলিতে অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মিল। কৃষকগণ অভূতপূর্ব্ব লাভ দেখিয়া বিস্মিত হইল। ইতিপূর্ব্বে স্বতন্ত্ররূপে ক্ষুদ্র জোত চাষ করিয়া এত লাভ করিবার স্বপ্নও সে কোন দিন দেখে নাই। সমষ্টি-কৃত ক্ষেত্রের গুণগানে কৃষক মুখর হইয়া উঠিল। এই নূতন অনুষ্ঠানের মহিমা মুখে মুখে সারা দেশে প্রচারিত হইল। দলে দলে অসংখ্য কৃষক সমষ্টিকরণের জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল। ইহার ফলে ১৯৩১ অব্দের

মধ্যভাগেই "পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম প্রণালী"তে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ-সংখ্যক সমষ্টিকৃত ক্ষেত্র গঠিত হইয়াছে।

সহরের কারখানার শ্রমিকগণ নানাপ্রকার কমিটির সভ্যস্বরূপে হিসাব রাখা, পত্রাদি ব্যবহার করা, আফিসের সেরেস্তা রক্ষা করা ইত্যাদি কার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই প্রকারে শিক্ষিত শ্রমিকগণের নিকট নিরক্ষর, অজ্ঞ গ্রাম্য কৃষকদিগকে সাহায্য করিতে এবং শিক্ষা দিতে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করামাত্র, উহারা স্বেচ্ছাসেবকরূপে প্রত্যেক সমষ্টিকৃত ক্ষেত্রে পঞ্চাশ জন করিয়া যাত্রা করিল এবং অত্যল্পকালমধ্যেই বিস্ময়কর উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে।

গ্রামে গ্রামে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা, ট্রাক্টর-ষ্টেসন, সরকারি কৃষিক্ষেত্র এবং সমষ্টিকৃত ক্ষেত্র, রুশিয়ার কৃষক-জীবনে এক সম্পূর্ণ নূতন ভাব আনয়ন করিয়া সমগ্র কৃষক সমাজের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। কৃষকদিগকে সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সপ্রতিভ রাখিবার উদ্দেশ্যে "কৃষক-প্রেস" স্থাপিত হইয়াছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক বহু পত্রিকা এবং রাশি রাশি পুস্তিকা ও লিপিকা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া কৃষকের কুটীরে প্রেরিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রধান পত্রিকা "কৃষকগণের গেজেট" চারি পৃষ্ঠার একখানি ছোট কাগজ, কিন্তু ইহার গ্রাহক-সংখ্যা ১৯৩০ অব্দের আগষ্ট মাসে ১৭,০০০০০ লক্ষ হইয়াছিল। যে-সকল কৃষক সবেমাত্র লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র গেজেট প্রাথমিক শিক্ষা পুস্তকের ন্যায় বড় বড় হরফে মুদ্রিত করিয়া বিতরিত হইতেছে। ১৯৩০ অব্দে জানুয়ারী মাসে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে ইহার গ্রাহক সংখ্যা ৩,২০,০০০ তিন লক্ষ বিশ হাজার হয়। মাস্কৌতে যে সকল রাজনৈতিক বক্তৃতা হয়, তাহার সারমর্ম্ম, গভর্ণমেণ্টের ডিক্রীগুলির মর্ম্ম, বীজ বপন, শস্য

ছেদন ইত্যাদি সাময়িক কৃষিকর্ম্মের বিবরণ অতি সরল ভাষায় এই গেজেটে মুদ্রিত করিয়া কৃষকের গোচর করা হয়।

১৯৩০ অব্দে রুশিয়া ট্রাক্টর ব্যতীত অপরাপর কৃষিযন্ত্র প্রায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সমপরিমাণ প্রস্তুত করিয়াছে। ১৯৩১ অব্দে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ যন্ত্র নির্ম্মিত হইবে বলিয়া কমিউনিষ্টদলের যোড়শ কংগ্রেসে, 'সুপ্রিম ইকনমিক কাউন্সিলে'র সভাপতি ভি, ভি, কুইবাইসেভ বলিয়াছেন। ১৯৩১ অব্দে ট্রাক্টর প্রস্তুতের বড় বড় কারখানাতে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। "Combined Harvester and Reaper" অর্থাৎ "শস্যছেদন এবং সংগ্রহকারা মিলিত যন্ত্র" প্রস্তুত করিতে সোভিয়েট গভর্ণমেন্ট বিশেষ মনোযোগী হইয়াছে। তিনটি সুবৃহৎ কারখানায় বৎসরে ৫২০০০ হাজার "কম্বাইন" প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর মধ্যে সমগ্র উৎপন্ন শস্যের অর্দ্ধপরিমাণ এই 'কম্বাইন' যন্ত্রের সাহায্যে কাটা, ডলাই, মলাই ও ঝাড়া সম্পন্ন হইবে। ১৭৫জন কৃষক ৬০দিনে যে পরিমাণ কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহা এই 'কম্বাইন' সাহায্যে একজন কৃষক ২০ দিনে সমাধা করিতে পারে। শস্য ছেদন, ডলন, মলন ও ঝাড়ন অচিরেই কৃষকের হস্ত হইতে 'কম্বাইনে'র আমলে আসিতে বাধ্য হইবে। এই প্রকার উন্নত সংস্করণের লাঙ্গল, ড্রিল, মই ইত্যাদি সর্ব্ববিধ কৃষিযন্ত্রের প্রচলন হেতু কৃষকের অসম্ভবরূপে শ্রমলাঘব হইবে। এতকাল কৃষক সপরিবারে দিবারাত্র শ্রম করিয়া, কায় ক্লেশে ভরণপোষণের কোন মতে সংস্থান করিয়া সারা জাতিটাকে পোষণ করিয়াছে। নিত্যকার কর্ম্ম করিয়া সারাজীবনে এমন অবসর সে পায় নাই যে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া তার মানসিক উন্নতি করে। এইক্ষণ সে যথেষ্ট অবসর পাইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐ অবসর কালে যাহাতে সে জগতে দশজনের একজন হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে পারে;

যাহাতে সে মানুষের মত আত্মসম্মান জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং অন্তরের সমস্ত মোহ এবং জড়তার হাত হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়া বিশ্বমানবের দরবারে আপনাকে প্রতিষ্ঠা ও গৌরবের আসন লাভ করিতে পারে, সে জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়াছে ও করিতেছে। অপর দেশের "বেকার সমস্যা" রুশিয়াতে "অবসর সমস্যা" রূপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রত্যহ প্রত্যেকে ৩।৪ ঘণ্টা শ্রম করিলেই দেশের সকল প্রকার ধনোৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি সুপরিচালিত হইতে পারিবে ; জাতীয় সম্পদ (National Wealth) বৃদ্ধি হইবে। অতএব আপামর জনসাধারণ স্বচ্ছল অবস্থায় থাকিবে। অবসরকালে দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-কলাদির চর্চ্চা ও গবেষণা করিয়া বিশ্বের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে।

(গ) শিল্প

সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট "পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালী" অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিয়া ১৯২৯ অব্দে একশত পঁয়ষট্টি কোটি রুবল্‌স্ এবং ১৯৩০ অব্দে তিন শত ত্রিশ কোটি রুবল্‌স্ শিল্পানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকল্পে ব্যয় করিয়াছে। ঐ কার্য্যের জন্য পাঁচ বৎসরে এক হাজার তিন শত পঞ্চাশ কোটি রুবল্‌স্ ব্যয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই প্রভূত পরিমাণ অর্থের কিয়দংশ শিল্পানুষ্ঠানগুলির বাৎসরিক লাভ রূপে এবং অবশিষ্ট দেশ হইতে বাৎসরিক এক শত কোটি রুবল্‌স্ ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগৃহীত হইতেছে। রুশিয়ার অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য এই "পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম প্রণালীতে" অতি সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অচিরে অসীম সমতল প্রান্তরগুলি শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়া রুশিয়াকে

জগতের শস্যভাণ্ডার করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবে। রুশিয়ার উত্তরস্থ তুষারাবৃত মেরুদেশ-সংলগ্ন বিস্তৃত বনভূমি অপরিমিত পশুলোম এবং বাহাদুরী কাষ্ঠে পরিপূর্ণ। বিস্তৃত লৌহখনিগুলি বহু শতাব্দিতেও নিঃশেষ হইবার নয়। সারা জগতের কেরোসিন তৈলের সমষ্টির ¾ অংশেরও অধিক রুশিয়ার মধ্যে অবস্থিত। প্লাটিনম, ম্যাঙ্গানিস্, আবেষ্টস্, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসা এবং হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তরের খনিতে দেশ পরিপূর্ণ। এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিতে "পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম প্রণালীতে" সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১৯৩০ অব্দে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট তেষট্টিটি শিল্প-কারখানা ও বৈদ্যুতিক শক্তির যন্ত্রাগার স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে তেইশটি এত বৃহৎ যে কেবল তাহাতেই দশ কোটি রুবল্স্ ব্যয় হইয়াছে।

(ঘ) বিমান

জলস্থলে গমনাগমন ও পণ্য বহন করিবার জন্য বহু রেলপথ, এবং ষ্টীমারপথ খোলা হইয়াছে। অটোমোবিলে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এসকল বিষয়ের বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ব্যোমপথে সোভিয়েট রুশিয়া কত দ্রুত ও কত নিপুণভাবে অগ্রসর হইতেছে তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। ১৯২২ অব্দে বিমান চালনার জন্য প্রথম ব্যোমপথ খোলা হয়। ১৯৩১ অব্দে বিমান-ব্যবহার প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। মাস্কো হইতে কনিগস্‌বার্গ গমনাগমন করিবার জন্য ১৯২২ অব্দে একটি রুশোজার্ম্মান কোম্পানী গঠিত হয়। ১৯২৩ অব্দে "ডব্রলেট" বা স্বেচ্ছাসেবক বিমান বহর (Volunteer Air Fleet), উক্রেণিয়া ব্যোমপথ এবং ট্রান্সককেশিয়ান ব্যোমপথ নামে তিনটি সোভিয়েট কোম্পানী

স্থাপিত হয়। এই তিনটির প্রথমটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। মধ্য এসিয়া ও সাইবিরিয়ার যে-সকল স্থানে বহু ব্যয়সাধ্য বলিয়া রেলপথ বিস্তার করা হয় নাই ও সেই জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার লাভ করে নাই, সেই সকল স্থানে উপরোক্ত "ডব্রলেট" বিমান পথে পণ্যাদি বহন করিয়া এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছে। "ডব্রলেটের" ব্যোমপথের বিস্তৃতি প্রায় সার্দ্ধতিন সহস্র মাইল। উক্রেনিয়া কোম্পানীর পথের বিস্তার প্রায় এক সহস্র আট শত পাঁচ মাইল। এই কোম্পানীর প্রধান পথ মাস্কৌ হইতে পারস্কের পেশ্বলেভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। "ডুরুলাফ্ট্" নামে আরও একটি কোম্পানী কার্য্যারম্ভ করিয়াছে। ইহাদিগের পথের বিস্তৃতি প্রায় এক সহস্র ছয় শত পঞ্চাশ মাইল। ইহাদিগের প্রধান পথ দুইটি ; একটি মাস্কৌ, রিগা, কনিগ্স্বার্গ হইয়া বার্লিন পর্য্যন্ত, এবং অপরটি লেনিনগ্রাড্ হইতে লেভাল হইয়া রিগা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগের বহু শাখাপথও আছে।

একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার এই যে অপর দেশের তুলনায় সোভিয়েট রুশিয়াতে বৈমানিক-দুর্ঘটনা এত কম ঘটিয়াছে যে আদৌ হয় নাই বলিলেও হয়। ১৯২৪ অব্দ হইতে ১৯২৬ অব্দ মধ্যে মাত্র দুইটি দুর্ঘটনা হয় এবং তাহাতে তিনজনের মৃত্যু হয়। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ১৯২২ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরে প্রতি পঁচিশ লক্ষ কিলমেটরে অর্থাৎ পনর লক্ষ মাইল ভ্রমণ করিতে মাত্র একজনের মৃত্যু হইয়াছে। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এ কোম্পানীর বিমানপথ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্গম। ইহাদিগের বিমানচালকগণ পথের দুর্গমতার জন্যই বোধ হয় এত সতর্ক ও সুনিপুণভাবে বিমান চালনা করে যে দুর্ঘটনা আদৌ সম্ভব হয় নাই। বস্তুতঃ সোভিয়েটের বিমান পরিচালন শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষতাই বিমান-দুর্ঘটনার বিরলতার

হেতু। যাত্রী এবং পণ্য বহন করা ব্যতীত রুশ-বিমান ব্যোমপথে ফটোগ্রাফ তুলিতে এবং শস্যক্ষেত্রে কীট নিবারক ঔষধ বিকীরণ করিতেও যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতেছে।

"পাঁচ বৎসরের কর্ম্ম-প্রণালী"র ব্যবস্থানুসারে বিমান চলাচলের জন্য কতগুলি নূতন পথ ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৯৩৩ অব্দের মধ্যে ব্যোমপথের বিস্তার ২৬,২০৫ মাইল অর্থাৎ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর মধ্যে ভ্লাডিভষ্টক হইয়া জাপান-রাজধানী টোকিও পর্য্যন্ত ব্যোমপথ বিস্তার করা হইবে। ১৯৩৩ অব্দে মস্কৌ হইতে পারস্য-রাজধানী টিহারাণে বিমান-বাহনে পনর বিশ ঘণ্টায় গমন করা সম্ভব হইবে। সাইবিরিয়ার অভ্যন্তরে যে সকল প্রদেশ দুর্গম বলিয়া এ যাবৎ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, বিমান-পথ খুলিয়া সে সকল স্থান সুগম করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধান সহজসাধ্য করা হইতেছে। বারমাস অষ্টপ্রহর বিমান-চালনা প্রধান প্রধান ব্যোমপথ-গুলিতে আরম্ভ করা হইয়াছে। পাঁচ বৎসরের ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতে বহুসংখ্যক বিমান প্রয়োজন। কিছু কাল পূর্ব্বেও সমস্ত বিমানই বিদেশ হইতে ক্রয় করা হইয়াছে; কিন্তু ১৯৩১ অব্দ মধ্যে দেশে বিমান প্রস্তুতের বহু কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে। আশা করা যায়, অল্পকাল মধ্যেই সোভিয়েট রুশিয়া বিমানের জন্যও আর অপরের দ্বারস্থ হইবে না।

সমাপ্ত

IMPERIAL